Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

বেকার-সংস্থান

বা

স্বদেশী শিল্পশিক্ষা-প্রণালী

শ্রীক্ষেত্রমোহন ঘোষ প্রণীত

কার্ত্তিক চন্দ্র দে
১০৩নং অপার চিৎপুর রোড কলিকাতা
কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

বেকার-সংস্থান

বা

স্বদেশী শিল্পশিক্ষা-প্রণালী

শ্রীক্ষেত্রমোহন ঘোষ প্রণীত

কার্ত্তিক চন্দ্র বসাকের
১০৫নং
অপার চিৎপুর
রোড
কলিকাতা
কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

বেকার-সংস্থান

বা

স্বদেশী শিল্পশিক্ষা-প্রণালী

শ্রীক্ষেত্রমোহন ঘোষ প্রণীত

চতুর্থ সংস্করণ

কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী
১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা-৬

প্রকাশক কর্ত্তৃক সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

[মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

প্রকাশক :— শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র ধর
কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী
১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা-৬

আমাদের প্রকাশিত তন্ত্র পুস্তক

অদ্ভুত ইন্দ্রজাল (পঞ্চানন রায়চৌধুরী)	২৲
কামশাস্ত্র বা মোহিনী তন্ত্র (প্রাণহরি)	১৷৷০
কামরূপ তন্ত্রসার (শশীভূষণ)	১৲
কামরূপ কামাখ্যা-তন্ত্রমন্ত্র (সুরেন্দ্রনাথ)	১।০
বশীকরণ তন্ত্র (সুরেন্দ্রনাথ)	১।০
ধন্বন্তরি-তন্ত্রশিক্ষা (কৃষ্ণচন্দ্র)	১৲
ডামর-তন্ত্র (কালীমোহন ও সুরেন্দ্রনাথ)	১৷৷০
রাক্ষসী তন্ত্র (ত্রৈলঙ্গী মহাপুরুষ)	১৷৷০
ইন্দ্রজাল (দেড়ে বাবাজী)	২৲
গুপ্তমন্ত্র (সুরেন্দ্রনাথ)	১৷৷০

জ্যোতিষ শাস্ত্র

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত

হস্তরেখা বিচার (২৪০ চিত্রসহ)	৩৲
কোষ্ঠী লিখন প্রণালী	২৲
হোরাবিজ্ঞানম্	৩৲
সামুদ্রিক বিদ্যা শিক্ষা	২৲

কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী
১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা-৬

ধর প্রিন্টিং ওয়ার্কস
প্রিন্টার - কে, সি, ধর
৩২৭, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

ভূমিকা

বর্ত্তমান যুগের প্রধান চিন্তা বেকার সমস্যা। শিল্পোন্নতি ব্যতীত দেশের ধন-বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। সামান্য মূলধন লইয়া ঘরে বসিয়া বেকার যুবকবৃন্দ যদি ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে একদিকে তাঁহাদের দারুণ অন্ন-সংস্থান সমস্যার যেমন সমাধান হইবে, সেইরূপ অন্যদিকে দেশের শিল্পসম্পদের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়া জাতীয় ধনভাণ্ডারের পুষ্টি-সাধন করিবে। এই উদ্দেশ্যে আমরা "বেকার-সংস্থান" নামক এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে বিবিধ প্রকার পণ্য-প্রস্তুত-প্রণালী সংগ্রহ করিয়া সন্নিবেশিত করিলাম। ইহার সাহায্য লইয়া যদি দুই দশ জন বেকার যুবকও স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জনের জন্য আত্মনিয়োগ করিয়া সফল-কাম হইতে পারেন, তাহা হইলে আমাদের পরিশ্রম এবং অর্থব্যয় সার্থক মনে করিব। ইতি—

বিনীত—

প্রকাশক

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত প্রণালী— ২—১২

সুবাসিত নারিকেল তৈল, বেগম বাহার তৈল, কমনীয় তিল তৈল, ভুলনা আমায় তিল তৈল, ফুলেল তৈল, হেজনা হেনা তৈল, বেলা তৈল, মন মাতান তৈল, গোলাপী তৈল, মনের মতন তৈল, কামিনী কুসুম তৈল, দিলখোস তৈল, ময়ূর মার্কা তিল তৈল, কৃষ্ণ মার্কা তিল তৈল, কাশ্মিরী চামেলি তৈল, ম্যাকেসার অয়েল, ফুলেল তৈল (তিন প্রকার), টাকের তৈল (তিন প্রকার), সুগন্ধি কাঁচা তিলের তৈল, হোয়াইট অয়েল, সুগন্ধি ক্যাষ্টর অয়েল, ঘড়ির তৈল।

সাবান প্রস্তুত প্রণালী— ১২—১৯

সাদা সাবান, কার্ব্বলিক সোপ (দুই প্রকার), উইণ্ডসোর সাবান, গোলাপী সাবান, ল্যাভেণ্ডার সোপ, সেভিং সোপ (দুই প্রকার), লেবুর সাবান (দুই প্রকার), টয়লেট সোপ, হনি সোপ, ইরোসিভ সাবান (কাপড়ের দাগ উঠান সাবান), রেশম ও ছিটের রং উজ্জ্বল করিবার সাবান, পশম ধুইবার প্রণালী, গ্লিসারিণ সোপ, লণ্ড্রি সোপ।

এসেন্স বা সুগন্ধি দ্রব্য— ১৯—২৬

ল্যাভেণ্ডার, কান্তা এসেন্স, ইভনিং প্যারিস এসেন্স, ইউডি-কলোন, ভিক্টোরিয়া রোজ, ফ্লোরিডা ওয়াটার, গোলাপী এসেন্স, কাশ্মীর বোকে, লিলি অফ্ দি ভ্যালি, হোয়াইট রোজ, ভিক্টোরিয়া এসেন্স, অরেঞ্জ ফ্লাওয়ার ওয়াটার, ল্যাং

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

বিষয় পৃষ্ঠা

ল্যাং এসেন্স, পারুল এসেন্স, হিমালয় বোকে এসেন্স, মাতোয়ারা এসেন্স, ভায়োলেট এসেন্স, কিস্-মি-কুইক এসেন্স, মিল্ক অফ রোজ, রোজ জিরেনিয়ম।

পমেটম— ২৬—৩৩

মাতোয়ারা পমেটম, গোলাপী পমেটম, রোচামেরী পমেটম, দেশী পমেটম, লিমন পমেটম, লাবণ্য বর্দ্ধক পমেটম, লিমন পমেটম, ফেস পমেটম, গোলাপী ফেস পমেটম, সিনকোনা পমেটম, মাস্ক পমেটম, মাতোয়ারা পমেটম, মেরী পমেটম, মানে-না-মানা পমেটম, এনি মেরী পমেটম, ভেলভেট ক্রীম।

পাউডার— ৩৩—৩৪

রোজ পাউডার, হিমালয় বোকে পাউডার, অভ্র পাউডার (দুই প্রকার), লাবণ্য পাউডার।

সুগন্ধি আতর প্রস্তুত প্রণালী— ৩৪—৩৫

হেনা আতর, বেল ফুলের আতর, গোলাপ জল ও আতর, কেওড়া জল, বিলাতি গোলাপ জল, অটো-ডি-রোজ।

সুগন্ধি মাজন প্রস্তুত প্রণালী— ৩৬—৩৯

টুথ পাউডার বা দন্তমঞ্জন, সুগন্ধি টুথ পাউডার, ফোরহান্স টুথ পাউডার, নিম টুথ পাউডার, কর্পূরগন্ধ দন্তমঞ্জন, কার্ব্বলিক টুথ পাউডার, দুর্গন্ধহারক টুথ পাউডার, দেশী দাঁতের মাজন, দন্তবল, ডেন্টনিক, কলগেট টুথপেষ্ট, রোজ টুথপেষ্ট।

তরল আলতা প্রস্তুত প্রণালী— ৩৯—৪০

বৌদিদি তরল আলতা, রাঙাজবা তরল আলতা, সুবাসিত মীরা তরল আলতা।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

বিষয় — পৃষ্ঠা

রুজ প্রস্তুত প্রণালী— ৪০—৪১

রুজ, লিপষ্টিক।

নখ সফট্নার— ৪১

নখ পালিশ।

বিবিধ খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত প্রণালী— ৪২—৪৮

লিমন সিরাপ (তিন প্রকার), অরেঞ্জ সিরাপ, অরেঞ্জ ফ্লাওয়ার ওয়াটার, রোজ সিরাপ (তিন প্রকার), আনারসের সিরাপ, সোডা ওয়াটার, লিমনেড ওয়াটার, লিমনেড পাউডার, লিমন সরবৎ, ক্রিম সোডা পাউডার, এমব্রসিয়া পাউডার, লিমন বিয়ার, জিঞ্জার বিয়ার, লজেন্স, গোলাপী লজেন্স, পিপারমেন্ট লজেন্স, বন্‌বন্।

পাঁউরুটি— ৪৮

পাঁউরুটি।

বিস্কুট— ৪৯—৫৩

বিস্কুট, জিঞ্জার বিস্কুট (দুই প্রকার), এরারুট বিস্কুট, পিকনিক বিস্কুট, মুখরোচক হাল্কা বিস্কুট, আমেরিকান বিস্কুট, সন্দেশ বিস্কুট, মেরী বিস্কুট, সার্কাস বিস্কুট, ওয়াইন বিস্কুট, জেম বিস্কুট।

কেক প্রস্তুত প্রণালী— ৫৩—৫৫

মেডিরা কেক, লঞ্চ কেক, কুইন্স কেক, খৃষ্টমাস কেক, স্পঞ্জ কেক।

কনডেন্স মিল্ক বা দুধের গুঁড়া— ৫৫—৫৬

দুগ্ধ রক্ষা, মাংস টাটকা রাখিবার উপায়, শীতল পানীয় জল (দুই প্রকার)।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

বিষয় পৃষ্ঠা

কুল্পী বরফ— ৫৬—৫৮

কুল্পী বরফ, আইস ক্রীম, রোজ কর্ডিয়াল, অরেঞ্জ কর্ডিয়াল, চেরী কর্ডিয়াল, লাইম যুষ কর্ডিয়াল।

মোরব্বা প্রস্তুত প্রণালী— ৫৮—৫৯

বেলের মোরব্বা, হরিতকীর মোরব্বা, আমের মোরব্বা, জামের জেলি।

আচার প্রস্তুত প্রণালী— ৫৯—৬০

আদার আচার, ওলের আচার, আনারসের আচার।

কালি প্রস্তুত প্রণালী— ৬০—৭৮

দেশী কালি, কাজল কালি, পার্কার কুইন্স, ওয়াটারম্যান্স ইঙ্ক, মাষ্টার কুইল ইঙ্ক, আইডিয়াল ইঙ্ক, ব্লু ব্ল্যাক ইঙ্ক, সোয়েল ইঙ্ক, নীল কালি, লাল কালি, স্কারলেট রেড, সবুজ কালি (দুই প্রকার), বেগুনে কালি, পীতাভ নীল কালি, হলদে কালি, সাদা কালি, সোণালী কালি, গুঁড়া কালি, রূপালী কালি (দুই প্রকার), ওয়াটার প্রুফ ইঙ্ক (দুই প্রকার), অদৃশ্য কালি (তিন প্রকার), স্থায়ী কালি, স্থায়ী লাল কালি, স্থায়ী সোণালী কালি, কপিং কালি (তিন প্রকার), রবার ষ্ট্যাম্পের কালি, রবারষ্ট্যাম্পের লাল রংয়ের কালি (দুই প্রকার), বেগুনি রঙ (দুই প্রকার), টাইপ রাইটার যন্ত্রের ফিতার কালি (দুই প্রকার), বস্ত্রাদিতে লিখিবার কালি (তিন প্রকার), লিথোগ্রাফের কালি (দুই প্রকার), মার্কিং কালি, কমলা লেবু রংয়ের মার্কিং কালি, হস্তিদন্তের উপর লিখিবার কালি, কাচের উপর লিখিবার কালি (দুই প্রকার), জুতা ব্রুসের কালি, জুতায় মাখাইবার কালি,

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

বিষয় পৃষ্ঠা

কোত্রা কালি, ছাপার কাল কালি (তিন প্রকার), ছাপার লাল কালি (দুই প্রকার), ছাপার সবুজ কালি, ছাপার নীল কালি, ছাপার বেগুনী কালি, ছাপার পীতবর্ণ কালি।

রং প্রকরণ, বার্ণিস প্রভৃতি প্রস্তুত প্রণালী— ৭৯—৮২

কাল রং, নীল রং (দুই প্রকার), গাঢ় নীল রং, ব্লু ব্ল্যাক রং, সবুজ রং (দুই প্রকার), ব্রাউন রং বা পিঙ্গল বর্ণ, হরিদ্রা বর্ণ রং, বেগুণী রং, লাল রং, গোলাপী রং।

বস্ত্রাদি রঞ্জিত করিবার প্রণালী— ৮২—৮৬

লাল রং (দুই প্রকার), রেশম রং করিবার লাল রং, পশম বা পশমী বস্ত্র রং করিবার লাল রং, কাল রং, সবুজ রং, রেশম রং করিবার সবুজ রং, পশম ও রেশম রং করিবার সবুজ রং, বেগুনী রং, হলদে রং, রেশম রং।

টুপী রং করিবার প্রণালী— ৮৬—৮৭

কাল রং, লাল রং, নীল রং, গোলাপী রং।

হস্তিদন্ত রং করিবার প্রণালী— ৮৭

কাল রং, লাল রং, হরিদ্রা রং।

কাষ্ঠ রঞ্জিত করিবার প্রণালী— ৮৭—৮৯

সাধারণ কাষ্ঠে আবলুশ রং (দুই প্রকার), সাধারণ কাষ্ঠে মেহগ্নি রং, কাষ্ঠ রং করিবার কাল রং (দুই প্রকার)।

চর্ম্ম রং করিবার প্রণালী— ৮৯—৯০

পাকা চামড়ার কাল রং, পেটেণ্ট চামড়ার কাল রং, ব্লু ব্ল্যাক রং, লাল রং, ব্রাউন রং।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

বিষয়	পৃষ্ঠা
পটারি বা মৃৎশিল্প রং করিবার প্রণালী—	৯০—৯১
কাল রং, পিঙ্গলাভ লাল রং, গাঢ় লাল রং, বেগুনী রং, নীল রং, কমলা রং, সবুজ রং।	
বার্ণিস প্রস্তুত প্রণালী—	৯২—৯৬
কাঠের বার্ণিস, কাল জাপানী বার্ণিস, টেবিল বার্ণিস, ফ্রেন্স বার্ণিস, লাল বার্ণিস, তার্পিণের বার্ণিস, গাড়ীর জন্য ব্ল্যাক বার্ণিস, গৃহের আসবাবপত্র বার্ণিস, স্বর্ণবর্ণ বার্ণিস (দুই প্রকার), ব্রাউন বার্ণিস (দুই প্রকার), তামার বার্ণিস, টিনের বার্ণিস, জাপানী টিনের বার্ণিস, লোহার বার্ণিস, ধাতু-দ্রব্যের বার্ণিস, গালার বার্ণিস, কেবিনেট বার্ণিস, গিল্টি করিবার বার্ণিস।	
পালিস প্রস্তুত প্রণালী—	৯৭—১০০
কাষ্ঠ পালিস (দুই প্রকার), পিতল, তাম্রাদি পালিস (দুই প্রকার), তামার পালিস, ফ্রেঞ্চ পালিস (তিন প্রকার), খাট পালঙ্কাদি গৃহসজ্জা পালিস, লালবর্ণের পালিস, কাচের পালিস (দুই প্রকার), মার্ব্বেল প্রস্তরের পালিস, পালিস পাউডার, রৌপ্যনির্ম্মিত তৈজসাদি পালিস, মেটাল পালিস।	
বিবিধ তামাক প্রস্তুত প্রণালী—	১০১—১০২
নস্য, মাদ্রাজী "র" নস্য, গয়ার তামাক, বিড়ি, চুরুট, দোক্তা বা গুণ্ডি।	
জরদা প্রস্তুত প্রণালী—	১০২—১০৫
জরদা, গুলি জরদা, পাতি জরদা, সুক্তি, তাম্বুল বিলাস, কস্তুরী বিলাস, কিমাম।	

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

বিষয় পৃষ্ঠা

বিবিধ প্রকরণ— ১০৫—১১৫

কাঁসা (তিন প্রকার), পিত্তল (তিন প্রকার), ঢালাই করিবার কঠিন পিত্তল, গিল্টি পিত্তল, ব্রিটানিয়া ধাতু, ইয়োলো পিত্তল, লালবর্ণের পিত্তল, রূপদস্তা (দুই প্রকার), এলুমিনিয়ম সিলভার ১নং, ২নং, ৩নং, চায়না সিলভার, জার্ম্মাণ সিলভার (দুই প্রকার), নকল রৌপ্য (তিন প্রকার), কুইন্স মেটাল, ব্রোঞ্জ ধাতু (দুই প্রকার), লাল কমলা বর্ণের, জাপানী ব্রোঞ্জ, নিকেল ব্রোঞ্জ, সিলভার ব্রোঞ্জ, প্লাটিনাম, পীতের আভাযুক্ত সোণালী প্লাটিনাম (দুই প্রকার), নকল প্লাটিনাম (দুই প্রকার), কেমিকেল স্বর্ণ, এলুমিনাম গোল্ড, স্বর্ণঝাল (দুই প্রকার), রৌপ্যঝাল (দুই প্রকার), লৌহঝাল, পিতলঝাল (দুই প্রকার), তাম্রঝাল (দুই প্রকার), জার্ম্মান সিলভারঝাল, রাংঝাল, তামা বা পিতল কলাই।

গিল্টি প্রস্তুত প্রণালী— ১১৫—১১৮

পিত্তল গিল্টি দুই প্রকার, কাচ গিল্টি, হস্তিদন্ত গিল্টি, কাষ্ঠ গিল্টি, লৌহ গিল্টি, কাগজ গিল্টি, এলুমিনাম গিল্টি।

কাগজ প্রস্তুত প্রণালী— ১১৮—১২০

তুলট কাগজ, পার্চ্চমেণ্ট পেপার, ট্রেসিং পেপার, কার্ব্বন পেপার, ব্লটিং পেপার, ফিল্টার পেপার, ওয়াটার প্রুফ পেপার, শিরীষ কাগজ।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

বিষয় পৃষ্ঠা

দিয়াশালাই প্রস্তুত প্রণালী— ১২০—১২৩

পান মার্কা দিয়াশালাই, সুইডেনের দিয়াশালাই, বিলাতী দিয়াশালাই, আমেরিকান দিয়াশালাই।

খেলনা, কাচ ও বিবিধ প্রস্তুত প্রণালী— ১২৩—১৩৩

হাতীর দাঁতের খেলনা, মহিষ শৃঙ্গের খেলনা, কাঁচকড়ার খেলনা, আলুর খেলনা, কর্পূরের খেলনা, কাচ প্রস্তুত প্রণালী, রঙ্গিন কাচ, তাম্রাভ লাল কাচ, আয়না প্রস্তুত প্রণালী, তুঁতে প্রস্তুত প্রকরণ, গালাবাতি, লাল বাতি, কৃত্রিম গজদন্ত, কৃত্রিম প্রবাল, কৃত্রিম ঝিনুকের মুক্তা, মেটে সিন্দূর, আবীর, সোহাগা, হীরাকস, হিঙ্গুল, রবার ষ্ট্যাম্প, প্যাড বা গদি, উড্‌পেনসিল, শ্লেট, শ্লেট পেন্সিল, ওয়াটার প্রুফ কাপড়, রবার ক্লথ, ছাতার কাপড়, জলছবি, ফিনাইল, চুয়িং গাম (দুই প্রকার), ধূপকাঠি (দেশী), ধূপকাঠি (বিলাতী) মশা মারিবার ধূপ।

নানাবিধ আলো ও আতস বাজী— ১৩৪—১৩৯

বারুদ, কয়লা প্রস্তুত করণ, সোরা পরিষ্কার করণ, সোরা গুঁড়াইবার সহজ উপায়, সাদা আলোক (ছয় প্রকার), লাল আলো (তিন প্রকার), নীল-আলো (পাঁচ প্রকার), সবুজ আলো (চার প্রকার), গোলাপী আলো (তিন প্রকার), পীতবর্ণ আলো (তিন প্রকার), বেগুনী আলো (চার প্রকার), কমলা বর্ণ আলো।

মোমবাতী প্রস্তুত প্রণালী— ১৩৯—১৪০

মোমবাতী, নকল মোমবাতী, চর্ব্বির বাতী, লাউক্যাণ্ডেল।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

বিষয় পৃষ্ঠা

বিবিধ আতসবাজী প্রস্তুত প্রণালী— ১৪০—১৪৩

হাউই, সাধারণ হাউইয়ের বারুদ, সিকি পাউণ্ড হাউই, আট আউন্স হাউই, বড় হাউই, দুই ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত ছিদ্রের হাউই, তিন ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত ছিদ্রের হাউই, পলিতা প্রস্তুত করণ, তারাবাজী, তারাবাজীর বারুদ (দুই প্রকার)।

তারা প্রস্তুতের ভাগ— ১৪৩—১৪৬

লাল তারা ১নং, ২নং, নীল তারা ১নং, ২নং, সবুজ তারা ১নং, ২নং, তারা, ধূমকেতুবৎ তারা, ময়ূরপুচ্ছ বাজী, সর্প বাজী, সাধারণ ওড়ন তুবড়ী, লাল ওড়ন তুবড়ী, সবুজ ওড়ন তুবড়ী, ওড়ন চরকী, স্বর্ণ বৃষ্টি, রৌপ্য বৃষ্টি, ফুলের মালা তুবড়ী, বাতাসা তুবড়ী, লাট্টু তুবড়ী, জুঁই তুবড়ী, কদমা তুবড়ী, ভুঁইচাঁপা তুবড়ী, চন্দ্রমল্লিকা তুবড়ী, মতিয়া তুবড়ী, গাঁদা তুবড়ী, দাউদী তুবড়ী, আনার তুবড়ী।

ফুলঝুরি ও রংমশাল প্রস্তুত প্রণালী— ১৪৭—১৪৮

ফুলঝুরি (দুই প্রকার), জেসমিন এয়ার ফুলঝুরি, রংমশাল, দি গ্র্যাণ্ড রংমশাল, জাপানী রংমশাল, চীনা রংমশাল, কুমীর বাজী।

ঘর গৃহস্থালী—বিবিধ বিষয়— ১৪৮—১৬০

বস্ত্রাদির ময়লা পরিষ্কার (দুই প্রকার), বস্ত্রে বার্ণিসের দাগ, তৈলাক্ত বস্ত্র, অয়েল ক্লথ পরিষ্কার, কাচ পরিষ্কার, তৈলাক্ত কাচ পরিষ্কার, দর্পণ পরিষ্কার, কালির দাগ পরিষ্কার, কাগজে কালির দাগ তোলা, ঐ পাউডার বা চূর্ণ, বস্ত্রাদি পরিষ্কার, বস্ত্রাদি পরিষ্কার করিবার তরল দ্রব্য (দুই প্রকার), জরির ফিতা পরিষ্কার, মার্ব্বেল প্রস্তর পরিষ্কার (চার প্রকার), সোণার জিনিষ পরিষ্কার, গিল্টি করা জিনিষ পরিষ্কার (দুই প্রকার , ছবির ফ্রেম পরিষ্কার, রূপার বাসনাদি পরিষ্কার, রূপার গহনা পরিষ্কার, তামার জিনিষ পরিষ্কার, পিতল পরিষ্কার, স্বর্ণ বা রৌপ্য চেন পরিষ্কার, মুক্তা পরি-

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

বিষয় পৃষ্ঠা

ষ্কার (দুই প্রকার), অয়েলপেন্টিং ছবি পরিষ্কার, ইলেক্‌ট্রো ব্লক পরিষ্কার, কাচ জুড়িবার আঠা (দুই প্রকার), কাচের সহিত অন্য জিনিষ জুড়িবার আঠা, পিতল ও কাচ জুড়িবার আঠা, লৌহ ও কাচ জুড়িবার আঠা (দুই প্রকার), প্রস্তর জুড়িবার আঠা, মার্ব্বেল পাথর জুড়িবার আঠা, হস্তিদন্ত জুড়িবার আঠা, মাটীর বাসন জুড়িবার আঠা (দুই প্রকার), রবারের জুতা জুড়িবার আঠা, কাঠের সহিত রবার জুড়িবার আঠা, ছাতার বাঁট প্রভৃতি জুড়িবার আঠা, বস্ত্রাদি হইতে রং তুলিবার উপায়, ধাতৃপাত্রে নাম লেখা, কাচের উপর লেখা, কাচ ছিদ্র করিবার উপায়।

বিবিধ প্রকার— ১৬০—১৭০

রুবিণীর স্পিরিট ক্যাম্ফর, ক্লোরোডাইন, স্মেলিং সণ্ট (দুই প্রকার, ডাইজেষ্টিভ পাউডার, এজমা সিগারেট, এজমা পাউডার (দুই প্রকার), ঐ ধুতুরার বাতি, চুলের কলপ (চার প্রকার), চুল কোঁকড়ান ঔষধ, শিরঃপীড়ার ঔষধ, দন্তশূল (দুই প্রকার), সর্ব্বপ্রকার ঘায়ের মলম, দাদের মলম (দুই প্রকার), দাদমারি তৈল, মেহরোগের মহৌষধ, বাঘী ও ফোড়া বসাইবার ঔষধ, টাকের মহৌষধ, পুরাতন প্লীহাজ্বরের ঔষধ, অমৃতসিন্ধু সালসা (তিন প্রকার), সিডলিজ পাউডার, কার্ব্বলিক অয়েল, বোরাসিক অয়েণ্ট-মেণ্ট, আইডোফর্ম্ম অয়েণ্টমেণ্ট, আইওডাইন অয়েণ্টমেণ্ট, বাতের মলম, বাতের তৈল।

কৃষি শিল্প— ১৭০—১৯১

কার্পাস, পাট, ধঞ্চে, অর্ক বা আকন্দ, আনারস, মাদুর কাঠি, কদলী গাছ, ইক্ষু, খর্জ্জুর, চিনাবাদাম, সরিষা, ভুট্টা, ধান্য, গোধূম বা গম, যব, বাঁশ, সুপারি, নারিকেল, পেঁপে, আম, পানিফল, আলু, তামাক, পান।

পোল্‌ট্রী পালন বা পশুপক্ষী ব্যবসা— ১৯১—২০০

মুরগী, হাঁস, গিনি ফাউল, ছাগল, ভেড়া।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

—আমাদের প্রকাশিত কয়েকখানি সঙ্গীত পুস্তক—

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

সহজ গৎ শিক্ষা বা সরল হারমনিয়ম শিক্ষা

(প্রথম ভাগ)—খ্যাতনামা বাদ্যযন্ত্র শিক্ষক ও গৎ রচয়িতা শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস ও সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীদুর্গাচরণ বিশ্বাস প্রণীত। ইহা শিক্ষার্থীদের সকল অভাব দূর করিবে। গৎগুলি যেমন সহজ, তেমনি মধুর এবং সকল প্রসিদ্ধ সঙ্গীত সম্প্রদায়ে প্রচলিত। ইহাতে হারমনিয়ম, বেহালা ও ঘুড়ি দেওয়া প্রভৃতি শিক্ষার প্রণালী সহজভাবে লিখিত আছে। মূল্য ২৲ দুই টাকা।

সহজ গৎ শিক্ষা বা সরল হারমনিয়ম শিক্ষা

(দ্বিতীয় ভাগ)—এখানিও উক্ত শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস ও সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীদুর্গাচরণ বিশ্বাস প্রণীত। ইহার সাহায্যে বিনা শিক্ষকে অনায়াসে বেহালা, এসরাজ, হারমনিয়ম, বাঁশী, সেতার, শরদ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে সক্ষম হইবেন। ইহাতে আলাপ করা বিশদভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে ও কিরূপে আট প্রকার তান ও বাট কর্ত্তব করিতে হয় তাহাও সহজে লিখিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন রাগ রাগিণীর ঠাট, রূপ, মূর্ত্তি, কোথা হইতে উৎপত্তি ও সম্বন্ধ বিস্তার প্রভৃতি বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা।

তবলা তরঙ্গিনী

সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীদুর্গাচরণ বিশ্বাস প্রণীত। ইহাতে বাণীসাধন, সাধন প্রণালী, তালের ঠেকা, মহড়া, তেহাই ও বহু গোপনীয় বোল দেওয়া হইয়াছে। ৺ভৈরব সহায়, ৺বাগেশ্বরী, ৺পশুপতিসেবক মিশ্র, ৺শিবসেবক মিশ্র, ৺আতাহোসেন খাঁ, ৺প্রসন্নকুমার বণিক্য প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বাদকগণের উৎকৃষ্ট বোল ও স্বরলিপিসহ গান সন্নিবেশিত হইয়াছে। লহরা ও লহরার গৎসহ বাঁয়া-তবলা শিক্ষার্থীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক। মূল্য ২৲ দুই টাকা।

বেহালা শিক্ষা

সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীদুর্গাচরণ বিশ্বাস প্রণীত। ইহাতে বাহুলীনের জন্মকথা, ধারণ, ছড়ি চালনা, সাধন প্রণালী ও নানাবিধ উৎকৃষ্ট গৎ দেওয়া হইয়াছে। বেহালা শিক্ষার অদ্বিতীয় পুস্তক। মূল্য ২৲ দুই টাকা।

রাগ সঙ্গীত

সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীদুর্গাচরণ বিশ্বাস প্রণীত। এই গ্রন্থখানিতে নানাবিধ বিশুদ্ধ রাগের স্বরলিপি, সেতার, এসরাজাদির গৎ ও নানাবিধ তালের ঠেকা, মহড়া, পরণাদি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

কীর্ত্তন পদাবলী— আখর সমেত) শ্রীদুর্গাচরণ বিশ্বাস প্রণীত। মূল্য ২৲।

কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী, ১০৫, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

—আমাদের প্রকাশিত কয়েকখানি চিকিৎসা গ্রন্থ—

হোমিওপ্যাথি মেটিরিয়ামেডিকা

ডাক্তার শ্রীকালীপ্রসাদ দাশগুপ্ত প্রণীত। রোগীর পার্শ্বে বসিয়া ২।৩ মিনিটের মধ্যে ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে হইলে এই পুস্তকখানি সঙ্গে রাখা একান্ত আবশ্যক। প্রবীণ, ছাত্র, নূতন শিক্ষার্থী, যিনি ইহা গ্রহণ করিবেন, চিকিৎসা ক্ষেত্রে তাহার যশোলাভ অবশ্যম্ভাবী। মূল্য ২৲ টাকা।

হোমিওপ্যাথি গৃহ-চিকিৎসা

ডাক্তার শ্রীকালীপ্রসাদ দাসগুপ্ত প্রণীত। সদ্য ফলপ্রদ চিকিৎসা গ্রন্থ। মহাত্মা হ্যানিমানের বিজয় নিশান। এই পুস্তকে এত সুন্দরভাবে লক্ষণগুলি দেওয়া হইয়াছে যে, ইহা হইতে ঠিক ঔষধটী বাছিয়া লইতে আদৌ বেগ পাইতে হইবে না। নির্দ্দিষ্ট ক্রম, নির্দ্দিষ্ট ঔষধ সুতরাং রোগ আরাম নিশ্চিত। ইহার একখানি গৃহে রাখুন। মেয়েরা পর্য্যন্ত নিজে নিজে চিকিৎসা করিতে পারিবেন। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

পেটেণ্ট ঔষধ শিক্ষা

ডাক্তার শ্রীশশীভূষণ পাল প্রণীত। ইহাতে উপদংশ, প্লীহা, যকৃত, আমাশয়, ওলাউঠা, গুল্ম, বাধক, শোথ, ঋতু সম্বন্ধীয় পীড়া, অর্শ, পাথুরি দদ্রু প্রভৃতি রোগে ফলপ্রদ ঔষধ প্রস্তুত করিয়া ব্যবসা চালাইবার সহজ উপায় লিখিত আছে। এরূপ উৎকৃষ্ট পুস্তক আর একখানিও নাই। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

কম্পাউণ্ডারী শিক্ষা

ডাক্তার শ্রীশশীভূষণ দে প্রণীত। ইহাতে কম্পাউণ্ডারগণের শিক্ষণীয় অসংখ্য বিষয় সবিস্তারে লিখিত হইয়াছে। বিচক্ষণ কম্পাউণ্ডারের অভাব সর্ব্বত্র; সেই অভাব দূরীকরণের জন্য আমাদের এত প্রয়াস—এত যত্ন। এই পুস্তকখানি আদ্যপ্রান্ত পাঠ করিয়া অনেকে বিচক্ষণ কম্পাউণ্ডার হইয়াছেন। পরিবর্দ্ধিত ৭ম সংস্করণ; মূল্য ২৲ দুই টাকা।

'নিদানার্থ প্রকাশিকা

মহামহোপাধ্যায় মাধব কর বিরচিত। মূল নিদান এবং বঙ্গভাষায় তদর্থ প্রকাশক গ্রন্থ। ইহা আয়ুর্ব্বেদের বর্ণপরিচয়। এই গ্রন্থে বাত, পিত্ত ও কফ—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিকভেদে জ্বরাদি ব্যাধির উৎপত্তি, লক্ষণ ও কারণ নির্ণীত আছে। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

নিদানার্থ চন্দ্রিকা—(মাধব কর বিরচিত) মূল্য ১৲ এক টাকা।

কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী, ১০৫, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত নাটকাবলী

পরশমণি শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি প্রণীত। নট্ট কোম্পানির গৌরবাধার অভিনব পঞ্চাঙ্ক নাটক। পরশমণির স্পর্শে লোহা সোণা হয়, কিন্তু স্ত্রী-পরশমণির স্পর্শে সংসার-উদ্যানে মাণিকের ফুল ফোটে। মনীষার প্রভাব নরকে নন্দনকানন প্রতিষ্ঠা করে, পশুকে করে দেবতা। মনীষার অপমানিত মর্য্যাদার মহীয়ান্ রূপ, গৌরীশঙ্করের নবজন্ম, বসন্তের সৃজনীশক্তি, মকরীর অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার বিষময় ফল, সরযূর ঘুমন্ত নারীত্বের জাগরণ নিপুণ শিল্পীর তুলিকায় রূপায়িত। মূল্য ২॥০ টাকা।

বাঙালী (শেষ নমাজ) শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি, প্রণীত। আর্য্য অপেরা ও নবরঞ্জন অপেরার বিজয় পতাকা। ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক। বাঙ্গলার শেষ পাঠান নবাব দায়ুদ খাঁর চমকপ্রদ কাহিনী সুনিপুণ তুলিকায় চিত্রিত। নবাবের সমদর্শী বিচার, মোবারকের মহাপ্রাণতা, আলি মনসুরের নিষ্ঠুরতার সঙ্গে ছবির চোখের জল মিশিয়া কি অপূর্ব্ব নাট্যসম্ভার রচনা করিয়াছে পড়িয়া তৃপ্ত হউন। মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা।

কোহিনূর শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি, প্রণীত। নট্ট কোম্পানীর দলে সুযশে অভিনীত। ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক। মারাঠা দস্যু সিন্ধের মহত্ত্ব, মোগল বাদশার আভিজাত্যের সঙ্গে সারল্যের বিচিত্র মিশ্রণ, বাদশাজাদা হোসেনের জীবনের করুণ অবসান নিপুণ তুলিকায় অঙ্কিত হইয়াছে। মেহেদীর প্রভুভক্তি, গোলাম কাদেরের অন্তরের ফল্গুধারার লেখাচিত্র দেখিয়া ধন্য হউন। মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা।

ধর্ম্মের হাট শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি, প্রণীত। নব রঞ্জন অপেরায় সগৌরবে অভিনীত। পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক। ধর্ম্মের জন্যই দেবতার দেবত্ব, ধর্ম্ম আগে চলেন, দেবতা আসেন পশ্চাতে, এই অমোঘ সত্যই নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়। লক্ষ্মীর সহিত ধর্ম্মের কলহ, নারায়ণের মর্ত্তে আগমন, একে একে ধর্ম্মের নিকট সকল দেবতার পরাজয়, সাবলীল ভাষায় রূপায়িত হইয়াছে। দুর্জ্জনসেনের ধর্ম্মপ্রবণতা, ধর্ম্মশীলের চরিত্রে আলো-আঁধারের খেলা, সুবুদ্ধির কুবুদ্ধি, দেবানীকের ভগ্নীগত প্রাণ—এমনি অসংখ্য বসরাই গোলাপ এক সাজিতে সাজানো। মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা।

লালপাঞ্জা শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি, প্রণীত। রঙমহল থিয়েটারে সুযশে অভিনীত। ঐতিহাসিক নাটক। স্বাধীন বাংলার রক্তাক্ত ইতিহাসের অশ্রুকরুণ আলেখ্য। মূল্য ২৲ দুই টাকা।

কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী, ১০৫, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

বেকার-সংস্থান

(স্বদেশী শিল্পশিক্ষা-প্রণালী)

বিলাস দ্রব্য

বর্ত্তমানযুগে বিলাস দ্রব্য কেবল যে ধনশালী সৌখীন নর-নারীরই নিত্য ব্যবহার্য্য তা নয়, গরীব গৃহস্থের গৃহেও উহার ব্যবহারের প্রাচুর্য্য প্রতি দিনই বাড়িয়া চলিতেছে। অন্ন-বস্ত্রের ন্যায় সাবান, এসেন্স, সুগন্ধি তৈল, তরল আলতা, পমেটম, পাউডার ধনী নির্ধন সকল গৃহেই নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যের তালিকায় স্থানলাভ করিয়াছে। সুতরাং বিলাস এখন আর ব্যসন বলিয়া বিবেচিত নয়, বরং লোকসমাজে বাহির হইতে হইলে, তথাকথিত সভ্যমহলে মেলামেশা করিতে হইলে, সংসারে বিলাস-পণ্যের আমদানী করিতেই হইবে। সুতরাং পূর্ব্বাপেক্ষা বিলাস দ্রব্যের চাহিদা এখন খুব বাড়িয়া গিয়াছে। এ অবস্থায় যে কোন একটী বিলাস দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিলে লাভবান হইবারই সম্ভাবনা। আবার নিজেদের ব্যবহারের জন্য এই সকল দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া লইলেও অনেক পয়সার সাশ্রয় হয়। এই কারণে আমরা নিম্নে কতকগুলি নিত্য ব্যবহার্য্য বিলাস দ্রব্যের প্রস্তুতপ্রণালী সংগ্রহ করিয়া দিলাম। এই উপায়ে অতি সহজে ঘরে বসিয়া নিজের হাতে অল্প পয়সায় ঐ সকল দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া লইতে পারিবেন। ইহাতে এক পক্ষে গৃহস্থের অনেক পয়সা বাঁচিয়া যাইবে এবং অন্য পক্ষ ঐ সকল পণ্য বিক্রয় করিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জন করিতে পারিবেন।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত প্রণালী

সুগন্ধি কেশ তৈল তৈয়ারী করিতে হইলে প্রথমতঃ একটী তৈল বাছিয়া লইতে হয়। তাহার পর সেই তৈলের সহিত পরিমাণমত কয়েকটি সুগন্ধি দ্রব্য মিশাইলেই উত্তম সুবাসিত তৈল প্রস্তুত হয়। অনেক প্রকার বা অধিক পরিমাণে এসেন্স বা পুষ্পসার মিশাইলেই যে তৈল উৎকৃষ্ট হইবে তাহার কোন স্থিরতা নাই। উহার একটা পরিমাণ বা ভাগ আছে এবং সকল গন্ধের সহিত সকল গন্ধ ভাল খাপ খায় না।

তৈলের জমি অর্থাৎ যে তৈলকে সুবাসিত করিতে হইবে, সেই তৈলটী ভাল হওয়া দরকার; নচেৎ ঐ জমির ভাল-মন্দের জন্য তৈলের গুণেরও যেমন তারতম্য হয়, উহাকে সুবাসিত করিবার খরচও সেইরূপ কম বেশী হইয়া থাকে। এই দুইটী বিষয়েই লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

তৈলের জমি নানারূপ হইতে পারে, যথা—নারিকেল, তিল, বাদাম, ক্যাষ্টর অয়েল, বহুবিধ উদ্ভিজ্জ তৈল এবং হোয়াইট অয়েল। নারিকেল এবং তিল তৈলকে সুবাসিত করিতে হইলে, প্রথমতঃ এই দুইটী তৈলের স্বাভাবিক গন্ধ নষ্ট করিয়া লইতে হয়, নচেৎ তৈল ভাল হয় না এবং খরচ অনেক পড়িয়া যায়। এই জন্য অনেকে তিল তৈল ব্যবহার না করিয়া ফুলেল তৈল জমিরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহাতে অল্প ব্যয়ে এবং সহজে সুগন্ধি করিবার সুবিধা হয়। তিল তৈল স্নিগ্ধ গুণশালী এবং কেশ ও মস্তিষ্কের উপকারক। হোয়াইট অয়েল সহজেই সুবাসিত হয়, ব্যবসায়ের পক্ষে লাভজনকও বটে কিন্তু কেশের পক্ষে অপকারক।

নারিকেল বা তিল তৈলের স্বাভাবিক গন্ধ নষ্ট করিয়া লইতে হইলে, উহার সহিত পচাপাতা পরিমাণমত মিশাইয়া কয়েক দিন রাখিয়া দিবে; পরে ব্লটিং কাগজ বা ফিল্টার পেপার দিয়া ছাঁকিয়া লইলেই গন্ধহীন পরিষ্কার তৈল পাওয়া যাইবে। উহা অপেক্ষা আরও একটী সহজ উপায় আছে। ডাক্তারখানায় য়্যানিমেল চারকোল (জীবজন্তুর হাড় পোড়া কয়লা) পাওয়া যায়।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

ঐ চারকোল তৈলের সহিত মিশাইয়া একদিন বা দুই দিন রাখিয়া পূর্ব্বোক্ত উপায়ে ছাঁকিয়া লইলেই পরিষ্কার গন্ধহীন তৈল পাওয়া যাইবে। চারকোল ব্যবহার করিতে যাঁহাদের আপত্তি আছে, তাঁহারা পচাপাতা ব্যবহার করিবেন। তবে পচাপাতা ব্যবহার করিলে অন্ততঃ পক্ষে ১৪।১৫ দিন সময় লাগে।

তৈল রং করিবার নিয়ম ঃ—য়্যালকানিকরুটই ব্যবহার করা সুবিধাজনক। এই রুট অতি অল্প পরিমাণে যে কোন তৈলে ফেলিয়া দিয়া ২।৩ দিন রাখিলেই তৈল লাল হইয়া যাইবে। মাঝে মাঝে নাড়িয়া দিলে ভাল হয় এবং রং করিবার পর পুনরায় ছাঁকিয়া লওয়া দরকার।

আমরা নিম্নে কতকগুলি বিভিন্নপ্রকার তৈল প্রস্তুত প্রণালী লিপিবদ্ধ করিয়া দিলাম।

সুবাসিত নারিকেল তৈল

উৎকৃষ্ট নারিকেল তৈল	১২ আউন্স
চন্দন তৈল	২ ড্রাম
বার্গমেট অয়েল	২ „
ল্যাভেণ্ডার	২ „
রোজমেরী	২ „

প্রথমতঃ নারিকেল তৈলে পচাপাতা, বেণারমূল, শুষ্ক গোলাপফুল দিয়া ১৫ দিন ভিজাইয়া রাখিবে অথবা য়্যানিমেল চারকোল মিশাইয়া দুই দিন রাখিবে, তাহার পর উত্তমরূপে ছাঁকিয়া লইয়া, য়্যালকানিকরুট দিয়া রঞ্জিত করিবে, অতঃপর উক্ত সুগন্ধি দ্রব্যগুলি মিশ্রিত করিলেই উৎকৃষ্ট সুবাসিত নারিকেল তৈল প্রস্তুত হইবে।

বেগম বাহার তৈল

পরিষ্কার নারিকেল তৈল	২৪ আউন্স
চন্দন আতর	২ ড্রাম

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

অয়েল অফ নিরোলি	২০ ফোঁটা
অটো-ডি-রোজ	৮ „

কমনীয় তিল তৈল

তিল তৈল	২৪ আউন্স
চন্দন	১ তোলা
ইস্তাম্বুল কাহি	১ „
ল্যাভেণ্ডার	২ ড্রাম
ক্যান্থারাডিজ	২ গ্রেণ

তিল তৈলকে প্রথমতঃ গন্ধহীন করিয়া য়্যালকানিকরুট দিয়া রং করিয়া লইয়া ঐ গন্ধগুলি মিশ্রিত করিয়া লইলেই উৎকৃষ্ট সুগন্ধি কেশ তৈল প্রস্তুত হইবে।

ভুলনা আমায় তিল তৈল

তিল তৈল	১২ আউন্স
চন্দন	২ ড্রাম
হেনার আতর	½ তোলা

পচাপাতা, বেণারমূল ও শুষ্ক গোলাপফুল (প্রত্যেকটী অর্দ্ধ পোয়া আন্দাজ) দিয়া তিল তৈলে ১৫ দিবস ভিজাইয়া রাখিবে, তাহার পর রং করিয়া চন্দন ও হেনার আতর মিশাইয়া লইবে।

ফুলেল তৈল

বেলা	১ সের
বাদাম তৈল	½ „
চন্দন	½ আউন্স
ল্যাভেণ্ডার	১ „
বার্গমেট অয়েল	১ „

য়্যালকানিকরুট দিয়া রং করিয়া ছাঁকিয়া লইবে, তাহার পর চন্দনাদি-গন্ধদ্রব্য মিশাইবে।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

হেজনা হেনা তৈল

হেনা তৈল	১২ আউন্স
চন্দন	২ ড্রাম
রোজমেরী	২ „
ল্যাভেণ্ডার	২ „
বার্গমেট অয়েল	২ „

বেলা তৈল

বেলা	২৪ আউন্স
চামেলি	২৪ „
বার্গমেট অয়েল	৪ ড্রাম
ল্যাভেণ্ডার	৪ „
রোজ জেরিনিয়ম	৪ „
হেকো লিলি অফ দি ভ্যালি	৪ „

মন মাতান তৈল

হোয়াইট অয়েল	১২ আউন্স
নারিকেল তৈল	৬ „
ক্যাষ্টর অয়েল	৩ „
অয়েল সিট্রাস	২ ড্রাম
অয়েল মিলন	২ „
অটো-ডি-অরেঞ্জ	½ „

গোলাপী তৈল

বাদাম তৈল	২৪ আউন্স
রোজমেরী	১ ড্রাম
ওরিগেনম অয়েল	১ „
জায়ফল তৈল	½ „

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

গোলাপী আতর	$\frac{১}{৪}$ ড্রাম
অয়েল অফ নিরোলি	৬ ফোঁটা
মৃগনাভি আরক	৫ „

মনের মতন তৈল

নারিকেল বা বাদাম তৈল	২৪ আউন্স
অয়েল অফ নিরোলি	২৪ ফোঁটা
অটো-ডি-রোজ	৮ „

কামিনী কুসুম তৈল

তিল তৈল	২৪ আউন্স
ল্যাভেণ্ডার	২ ড্রাম
লিমন অয়েল	৪ „
রোজমেরী	১ „
জিরানিয়ম অয়েল	২৫ ফোঁটা

দিলখোস তৈল

নারিকেল বা তিল তৈল	২৪ আউন্স
ল্যাভেণ্ডার	৩ ড্রাম
বার্গমেট অয়েল	২ „
জিরানিয়ম অয়েল	১ „

ময়ূর মার্কা তিল তৈল

তিল তৈল	২৪ আউন্স
চন্দন	২ ড্রাম
অয়েল অফ অরিগেনম	১ „
রোজমেরী	১ „
নিরোলি অয়েল	৬ ফোঁটা
ল্যাভেণ্ডার	$\frac{১}{২}$ ড্রাম

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

লিমন	½ ড্রাম
বার্গমেট অয়েল	½ „

কৃষ্ণ মার্কা তিল তৈল

তিল তৈল	১২ আউন্স
ক্যাষ্টর অয়েল	১২ „
হেকো নারসাস	২ ড্রাম
ফ্লোরা জেসমিন	২ „

কাশ্মিরী চামেলি তৈল

চামেলি তৈল	১২ আউন্স
নারিকেল তৈল	৬ „
ক্যাষ্টর অয়েল	৬ „
চন্দন	৪ ড্রাম
রোজমেরী অয়েল	৪ „
ল্যাভেণ্ডার	২ „
বার্গমেট অয়েল	২ „
অরিস রুট পাউডার	৪ „

ম্যাকেসার অয়েল

বাদাম তৈল	১২ আউন্স
ক্যাষ্টর অয়েল	১২ „
অয়েল অফ বার্গমেট	১ ড্রাম
অয়েল অফ ক্লোভস্	½ „
এসেন্স অফ মাস্ক	½ „
গোলাপী আতর	৪০ ফোঁটা

বাদাম তৈলে য়্যালকানিকরুট দিয়া রং করিয়া লইয়া বোতলে পুরিবে, অতঃপর গন্ধদ্রব্যগুলি উহার সহিত মিশাইয়া লইবে।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

ফুলেল তৈল

ফুলেল তৈল অতি সহজেই প্রস্তুত করিয়া লইতে পারা যায়। ইহার গন্ধ যেমন স্নিগ্ধ, তেমনিই মনোহর। ফুলেল তৈল আর কিছুই নয়, যে কোন এক জাতীয় ফুলের দ্বারা তিল বা বাদাম তৈলকে সুবাসিত করিয়া লওয়া যায়।

ফুলগুলি এক জাতীয়, সদ্যপ্রস্ফুটিত এবং উৎকৃষ্ট হওয়া চাই। এক্ষণে একখানি পরিষ্কার সাদা কাপড় তিল অথবা বাদাম তৈলে ভিজাইয়া, তাহার উপর যে কোন এক জাতীয় সুগন্ধি ফুল অর্থাৎ গোলাপ, বেল, যুঁই, চাঁপা প্রভৃতি বিছাইয়া দিয়া, উহার উপর ঐরূপ তৈলসিক্ত আর একখানি বস্ত্র চাপা দিতে হইবে। পুনরায় তাহার উপর আর এক স্তবক ফুল সাজাইয়া, আর একখানি বস্ত্র চাপা দিতে হইবে। এইরূপে স্তরে স্তরে ফুল ও তৈলসিক্ত বস্ত্র আচ্ছাদন দিয়া কয়েক দিন রাখিলেই সেই ফুলের সুবাসে বস্ত্রগুলি বেশ সুগন্ধ হইয়া উঠিবে। যদি বুঝিতে পার তখনও ফুলের গন্ধ বস্ত্রে আকৃষ্ট হয় নাই, তাহা হইলে পুনরায় টাটকা ফুল লইয়া ঐ ভাবে স্তবকে স্তবকে সাজাইবে; পরে বস্ত্রগুলি উত্তমরূপে সুরভিত হইয়া উঠিলে, নিঙ্‌ড়াইয়া তৈল বাহির করিয়া লইবে। ইহাই ফুলেল তৈল।

বস্ত্রের পরিবর্ত্তে কেহ কেহ তূলা ব্যবহার করিয়া থাকে। প্রথমে খানিকটা তূলা লইয়া বেশ করিয়া পিঁজিয়া আলতার পাতের মত করিবে। তাহার পর একটী মাটীর ভাঁড় বা এনামেল বা কাচপাত্রে ঐ তূলার পাত একখানি পাতিয়া, তাহার উপর বাদাম বা তিল তৈল অথবা সুইট অয়েল সিঞ্চন করিয়া এক জাতীয় টাটকা ফুলের পাপড়ি বিছাইয়া দিবে। তাহার উপর তৈলসিক্ত আর একখানি তূলার পাত চাপা দিয়া আর এক স্তবক ফুলের পাপড়ি বিছাইয়া দিবে। এইরূপ স্তরে স্তরে ফুলের দল ও তূলা সাজাইয়া, পাত্রের মুখটি উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া ১৫।১৬ দিন রৌদ্রে রাখিয়া দিবে। তাহার পর ঐ তৈলসিক্ত তূলার পাতগুলি নিঙ্‌ড়াইয়া লইলে যে তৈল বাহির হইবে, তাহাই উৎকৃষ্ট ফুলেল তৈল।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

প্রকারান্তর

কোন কোন স্থলে অন্য উপায়েও ফুলেল তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে। আমরা নিম্নে তাহারও দুই একটী প্রকরণ নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছি।

প্রথমতঃ কোন একটী পাত্রে বাছাই করা তিল ছড়াইয়া তাহার উপর গোলাপ, বেল, চম্পক বা অন্য যে কোন একজাতীয় ফুলের পাপড়ি বিছাইয়া তাহার উপর আবার তিল ছড়াইয়া দিয়া পুনরায় আর এক স্তবক টাটকা ফুলের পাপড়ি চাপা দাও। এইরূপে স্তরে স্তরে তিল ও পুষ্পের দল সজ্জিত করিয়া ২।৩ দিবস রাখিয়া দিবে। পরে ঐ বাসি ফুলের পাপড়িগুলি বাছিয়া ফেলিয়া দিয়া, পুনরায় টাটকা ফুলের পাপড়ি লইয়া ঐ ভাবে স্তবকে স্তবকে সজ্জিত কর। পুনরায় ২।৩ দিন পরে পাপড়িগুলি ফেলিয়া দিয়া নূতন ফুল লইয়া ঐ ভাবে সাজাইবে। এইরূপ ভাবে ৩।৪ বার ঐরূপ করিবার পর সেই তিলগুলি মাড়িয়া লইলে যে তৈল বাহির হইবে, তাহাই উৎকৃষ্ট ফুলেল তৈল। এ তৈল যেমন সুগন্ধি, তেমনই মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকর হইবে।

আর একটী উপায়

কেহ কেহ একটি কাঠের ফ্রেম তৈয়ার করিয়া লইয়া অথবা কাচ বা এনামেল পাত্রের উপর এক জাতীয় যে কোন টাটকা ফুলের পাপড়ি সজ্জিত করিয়া, তাহার উপর তিল, বাদাম অথবা সুইট অয়েল সিঞ্চন করিয়া পুনরায় আর এক স্তবক পাপড়ি সাজাইয়া তাহার উপর তৈল ছিটাইয়া দেন। এইরূপ স্তরে স্তরে ফুল সাজাইয়া তাহার উপর তৈল ছিটাইয়া ৩।৪ দিন রাখিয়া দিবার পর, চাপ দিয়া তৈল বাহির করিয়া লয়েন। পরে উহার সহিত পরিমাণমত তৈল মিশাইয়া লইলেই উত্তম ফুলেল তৈল পাওয়া যায়।

টাকের তৈল

বাদাম তৈল	½ সের
সুইট অয়েল	½ ”
রোজমেরী অয়েল	১ ড্রাম

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

ওরিগেনাম অয়েল	½ কাঁচ্চা
ইংলিস ল্যাভেণ্ডার তৈল	½ ড্রাম

(অন্য প্রকার)

রেজরসিন	১ আউন্স
টিঃ ক্যাপসিকম্	৩ "
ক্যাষ্টর অয়েল	২ "
এলকোহল	২০ "

ইহার সহিত গোলাপী ফুলেল তৈল পরিমাণ মত মিশাইয়া লইলে উত্তম টাকের তৈল হইবে।

(অন্য প্রকার)

টিঞ্চার অফ সিনকোনা	১ আউন্স
" " রোজমেরী	১ "
" " জাবরন্দি	১ "
ক্যাষ্টর অয়েল	২ "
রম	১০ "

এই কয়টী দ্রব্য উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া লইবে।

সুগন্ধি কাঁচা তিলের তৈল

তিলের তৈল	১ সের
অয়েল মাস্ক	১ আউন্স
অয়েল জেসমিন	১ "
বার্গমেট অয়েল	২ "
ল্যাভেণ্ডার তৈল	২ "
য়্যালকানিকরুট	১ "

প্রথমতঃ য়্যালকানিকরুট দিয়া তিন দিন তিল তৈলে ভিজাইয়া রাখিবে। তিন দিনের পর দেখিতে পাইবে অতি সুন্দর রং হইয়াছে। তখন উক্ত তৈল

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

লইয়া ছাঁকিয়া ফেলিবে। ছাঁকা হইলে উক্ত তৈল বার্গমেট ও ল্যাভেণ্ডার দিয়া বোতলে পুরিয়া ছিপি বন্ধ না করিয়া আন্দাজ বার মিনিট রাখিবার পর যখন দেখিবে ঝাঁঝ নাই তখন উহাতে অয়েল জেসমিন ও অয়েল মাস্ক দিয়া ছিপি বন্ধ করতঃ বোতলটী উত্তমরূপে কিছুক্ষণ নাড়চাড়া করিলে অতীব সুন্দর সুগন্ধি তিল তৈল প্রস্তুত হইবে।

হোয়াইট অয়েল

উত্তম হোয়াইট অয়েল	।৵৹ তিন পোয়া
স্যাণ্ডাল অয়েল	১ আউন্স
অয়েল অফ রোজ	½ "
ল্যাভেণ্ডার অয়েল	½ "
অয়েল অফ নিরোলি	১ "
র‍্যালকানিকরুট	১ "

প্রথমতঃ উত্তম হোয়াইট অয়েল র‍্যালকানিকরুট দিয়া তিন দিন ভিজাইয়া রাখিলে উত্তম রং হইবে। অতঃপর উহা ছাঁকিয়া লইয়া বোতলের মধ্যে পুরিয়া ল্যাভেণ্ডার অয়েল দিয়া উত্তমরূপে নাড়াচাড়া করিয়া ১০।১২ মিনিট ছিপিখুলিয়া রাখিলে উহার ঝাঁঝ বাহির হইয়া যাইবে। অতঃপর উক্ত গন্ধদ্রব্য দিয়া ভাল-ভাবে নাড়াচাড়া করিয়া একদিন রাখিয়া দিয়া শিশির ভিতর ভরিয়া রাখিবে।

সুগন্ধি ক্যাষ্টর অয়েল

উত্তম রেড়ি তৈল	১½ পাউণ্ড
হেনা তৈল	১ আউন্স
অয়েল ল্যাং ল্যাং	½ "
স্যাণ্ডাল অয়েল	১ "
অয়েল মাস্ক	½ "
র‍্যালকানিকরুট	১ "

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

প্রথমতঃ বিশুদ্ধ রেড়ি তৈল য়্যালক্যনিকরুট দিয়া ভিজাইয়া রাখিলে গোলাপী রং দাঁড়াইবে। অতঃপর উক্ত তৈল উত্তমরূপে ছাঁকিয়া লইয়া একটি পরিষ্কৃত বোতলের মধ্যে পুরিয়া পূর্ব্বলিখিত গন্ধ দ্রব্যগুলি মিশ্রিত করিয়া বেশ করিয়া ছিপিবদ্ধ করিবে। তাহার পর বোতলটিকে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করিলে উত্তম গন্ধযুক্ত ক্যাষ্টর অয়েল প্রস্তুত হইবে। এই তৈল শিররোগে অত্যন্ত উপকারী।

ঘড়ির তৈল

অর্দ্ধ পাউণ্ড অলিভ অয়েল একটী বোতলের মধ্যে পুরিয়া উহাতে কয়েক খণ্ড সীসা দিবে। এরূপ করিয়া সীসা খণ্ডগুলি দিবে যাহা দ্বারা বোতলের তলদেশ একেবারে চাপা পড়িয়া যায়। অতঃপর বোতলের মুখ ছিপি দিয়া বদ্ধ করিয়া মাসাধিককাল রৌদ্রে বসাইতে থাকিবে। মাসাধিককাল রৌদ্রে দিয়া রাখিলে দেখিতে পাইবে যে বোতলের নিম্নদেশে সরের ন্যায় একটা পদার্থ জমিয়া রহিয়াছে। তখন বোতলটি ধীরে ধীরে হেলাইয়া তেলটি ঢালিয়া লইবে। অনন্তর ব্লটিং পেপার বা ফিল্টার পেপারে ছাঁকিয়া লইলে ঘড়ির তৈল প্রস্তুত হইবে।

সাবান প্রস্তুত প্রণালী

সাবান

পূর্ব্বাপেক্ষা দেশে সাবানের ব্যবহার দিন দিনই বাড়িয়া চলিতেছে। বস্ত্রাদি পরিষ্কার হইতে আরম্ভ করিয়া স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সাবান এখন নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং সাবানের ব্যবসায় এখন একটি লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। আমরা নিম্নে বিবিধ প্রকার সাবান প্রস্তুত করিবার প্রণালী লিপিবদ্ধ করিয়া দিলাম।

সাদা সাবান

ইহার উপাদান,—সাজিমাটী, নারিকেল তৈল এবং কলিচূণ। সাজিমাটী ও নারিকেল তৈল সমান ভাগ এবং কলিচূণ উহার অর্দ্ধেক। এই তিনটি দ্রব্য একটী মৃৎপাত্রে জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া অগ্নির মৃদু তাপে জ্বাল দিবে।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

উহা ফুটিতে ফুটিতে যখন বেশ গাঢ় হইয়া আসিবে, তখন নামাইয়া লইলেই সাদা সাবান বা কাপড় কাচা সাবান প্রস্তুত হইবে। গরম থাকিতে থাকিতে তোমার ইচ্ছামত যে কোন ছাঁচে ঢালিয়া লইবে।

কার্ব্বলিক সোপ

সাদা সাবান ১২ ভাগ ও কার্ব্বলিক এসিড ১ ভাগ। অগ্নির উত্তাপে সাদা সাবান গলাইয়া, তাহাতে কার্ব্বলিক এসিড বেশ করিয়া মিশাইয়া ছাঁচে ঢালিয়া লইলেই কার্ব্বলিক সাবান প্রস্তুত হইবে। বিবিধ চর্ম্মরোগ, পাঁচড়া, ঘা প্রভৃতি এই সাবান দ্বারা ধৌত করিলে সত্বর আরাম হয়।

(অন্য প্রকার)

নারিকেল তৈল	৫ সের
গলিত চর্ব্বি	১ „
সোডা লাই	৩ „
ফেনল বা কার্ব্বলিক এসিড	১ পোয়া

অগ্নির মৃদু উত্তাপে নারিকেল তৈল ও চর্ব্বি বসাইয়া তাহার উপর সোডা ঢালিয়া বেশ করিয়া নাড়িবে; জমাট বাঁধিতে আরম্ভ হইলেই ফেনল বা কার্ব্বলিক এসিড দিয়া নামাইবে এবং শীঘ্র ইচ্ছামত যে কোন ছাঁচে ঢালিবে।

কার্ব্বলিক এসিডের পরিবর্ত্তে অর্দ্ধসের সালফার মিশান যাইতে পারে, তাহা হইলেই সালফার সোপ হয়।

উইণ্ডসোর সাবান

অলিভ অয়েল (জলপাই তৈল)	১ সের
চর্ব্বি	৪ „
কষ্টিক সোডা	১ পোয়া
বার্গমেট অয়েল	১ ছটাক
লবঙ্গ তৈল	১ „
মৃগনাভি তৈল	২ „

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

ল্যাভেণ্ডার তৈল	১ ছটাক
য়্যাম্বারগ্রিস	½ „

প্রথমে একটী মাটীর বা তামার পাত্রে জলপাই তৈল, চর্ব্বি ও কষ্টিক সোডা রাখিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া অগ্নির উপর স্থাপন করিবে। মিশ্রিত দ্রব্যগুলি জমাট বাঁধিয়া সাবানের আকার ধারণ করিতে আরম্ভ করিলে অগ্নির উত্তাপ হইতে নামাইয়া সুগন্ধি দ্রব্যগুলি উহার সহিত মিশাইয়া লইবে। ইহাই উইণ্ডসোর সাবান।

গোলাপী সাবান

সাধারণ সাবান	১ সের
অলিভ অয়েল	২ „
জল	২ „
ভার্মিলিয়ন	½ „
গোলাপী আতর	১ ছটাক
দারুচিনি তৈল	২ কাঁচ্চা
লবঙ্গ তৈল	২ „

একটী মৃণ্ময় বা তাম্রপাত্রে প্রথমতঃ জল, অলিভ অয়েল ও সাধারণ সাবান এই তিনটী পদার্থ রাখিয়া অগ্নির উপর বসাইয়া দিবে। অগ্নির উত্তাপে ঐ তিনটী দ্রব্য পরস্পর মিশিয়া যাইলে উহার সহিত ভার্মিলিয়ন মিশাইয়া রং করিবে। উত্তমরূপে নাড়িতে নাড়িতে যখন দেখিবে জলীয়াংশ মরিয়া গিয়াছে, তখন পাত্রটীকে নামাইয়া, শীতল হইলে, উহার সহিত গন্ধ দ্রব্যগুলি বেশ করিয়া মিশাইবে। পরে ইচ্ছামত ছাঁচে ঢালিয়া লইলেই রোজসোপ বা গোলাপী সাবান প্রস্তুত হইবে।

ল্যাভেণ্ডার সোপ

ভিনিস সোপ	১ সের
অলিভ অয়েল	১ „

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

চর্ব্বি	৪ সের
কষ্টিক সোডা	১ পোয়া
রোজ জিরানিয়ম তৈল	১ ছটাক
পুদিনা তৈল	১ তোলা
লবঙ্গ তৈল	১ ছটাক
চন্দন আতর	২ তোলা
লেবুর আতর	২½ „
ল্যাভেণ্ডার আতর	২½ „

মৃণ্ময় বা তাম্রপাত্রে ভিনিস সোপ, অলিভ অয়েল, চর্ব্বি এবং কষ্টিক সোডা উত্তমরূপে মিশাইয়া অগ্নির উত্তাপে বসাইয়া দিবে, ঐগুলি মিশ্রিত হইয়া গাঢ় ভাবাপন্ন হইয়া জমাট বাঁধিতে আরম্ভ করিলে, অগ্নির উপর হইতে নামাইয়া অল্প অল্প গরম থাকিতে থাকিতে গন্ধদ্রব্যগুলি বেশ করিয়া মিশাইবে, তাহা হইলেই উৎকৃষ্ট ল্যাভেণ্ডার সোপ প্রস্তুত হইবে।

সেভিং সোপ্

পাম অয়েল সোপ	২½ সের
দারুচিনি আতর	½ ছটাক
পিপারমেণ্ট	১ ড্রাম বা ৬০ ফোঁটা
বার্গমেট বা লেবুর তৈল	২ „ বা ১২০ „
কারাওয়ে বা বিলাতি জিরার তৈল	২ „ বা ১২০ „
ল্যাভেণ্ডার আতর	২ „ বা ১২০ „

পাম অয়েল সোপ অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া, যে কোন বর্ণে রঞ্জিত করিবে, তৎপরে গন্ধদ্রব্যগুলি মিশ্রিত করিয়া লইলে উৎকৃষ্ট সেভিং সোপে পরিণত হইবে।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

(অন্য প্রকার)

সাধারণ সাবান	৫ সের
এলকোহল বা সুরাসার	½ ছটাক
বাদাম তৈল	৩ তোলা
বার্গমেট অয়েল	২ "
জৈয়িত্রী তৈল	৩ ড্রাম
লবঙ্গ তৈল	২ তোলা

পরিমাণমত জল দিয়া সাবান অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া লইবে, উহা বেশ নরম কাদার মত জমাট বাঁধিয়া আসিলে নামাইয়া রাখিবে। তৎপরে এলকোহল বা সুরাসারের সহিত গন্ধদ্রব্যগুলি মিশ্রিত করিয়া, সাবানের সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে।

লেবুর সাবান

ভিনিস সোপ	১ সের
বিটার আমণ্ড বা বাদাম তৈল	১ "
টার্টার তৈল	½ "

অগ্নির মৃদু জ্বালে বাদাম তৈলের সহিত সাবান খণ্ডগুলি চড়াইয়া উত্তমরূপে মিশাইয়া লইবে, তাহার পর টার্টার তৈল মিশাইলেই উৎকৃষ্ট লেবুর সাবান হইবে।

(অন্য প্রকার)

সাধারণ সাবান	১ সের
জল	১ পোয়া
গ্রাস অয়েল	½ তোলা
ভার্ব্বেনা	১ কাঁচ্চা
রোজ জিরেনিয়ম	১ "

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

একটী মাটীর বা তামার পাত্রে সাবান ও জল রাখিয়া অগ্নির উপর বসাইয়া দিবে। জলীয় অংশ শুকাইয়া যাইলে, নীচে নামাইয়া, গরম থাকিতে থাকিতে ভার্ব্বেনা, গ্রাস অয়েল ও রোজ জিরেনিয়ম মিশাইয়া বেশ করিয়া নাড়িতে থাকিবে। পরে শীতল হইলে ছাঁচে ঢালিবে। ইহার গন্ধ বড় চমৎকার।

টয়লেট সোপ

নারিকেল তৈল	১½ সের
চর্ব্বি	১½ পোয়া
রেড়ির তৈল	১½ সের
সলিউসন অফ কষ্টিক সোডা	১ ,,
চিনি	১ ,,
জল	১½ ,,
এলকোহল	৫ পোয়া
জিরেনিয়ম অয়েল	½ ছটাক
লিমন অয়েল	½ ,,
পাম অয়েল	½ ,,
বার্গমেট অয়েল	২ তোলা

প্রথমতঃ নারিকেল তৈল, রেড়ির তৈল এবং চর্ব্বি অগ্নির মৃদু তাপে গলাইয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া যখন ঘনীভূত হইয়া আসিবে, সেই সময়ে উহার সহিত সলিউসন অফ কষ্টিক সোডা এবং এলকোহল উত্তমরূপে মিশাইয়া পৃথক করিয়া রাখিবে। তাহার পর অন্যপাত্রে চিনির সহিত জল মিশাইয়া বেশ করিয়া জ্বাল দিবে, উহা একটু ঘন হইয়া আসিলে প্রথম পাত্রে ঢালিয়া বেশ করিয়া নাড়িবে, যদি তখনও জলীয় অংশ থাকে, তবে পুনরায় জ্বাল দিবে। অল্প গরম থাকিতে থাকিতে উহার সহিত জিরেনিয়ম অয়েল, লিমন অয়েল, পাম অয়েল ও বার্গমেট অয়েল মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই টয়লেট সোপ দেখিতে যেমন স্বচ্ছ, গন্ধেও তেমনই মনোমুগ্ধকর।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

হনি সোপ

বারসোপ	১ সের
দারুচিনির তৈল	১ কাঁচ্চা
মধু	১ ছটাক
ভার্ব্বেনা	১ কাঁচ্চা

সাবান ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া জলের সহিত আগুনের উপর বসাইয়া দিবে। সাবান গলিয়া যাইলে নামাইয়া অপর দ্রব্যগুলি মিশ্রিত করিয়া, অল্পক্ষণের জন্য আর একবার অগ্নির উত্তাপে বসাইবে। পরে শীতল হইলে ছাঁচে ঢালিবে।

ইরোসিভ সোপ

(কাপড়ের দাগ উঠান সাবান)

ক্রষ্ট্যাল সোপ	২ পাউণ্ড	এলকোহল	৪ ড্রাম
কার্ব্বনেট অফ পটাস	½ "	কর্পূর	৪ "
গরম জল	½ পাইণ্ট	মিহি কয়লার গুঁড়া	৪ ড্রাম

প্রথমতঃ গরম জলে পটাস গুলিয়া তাহাতে সাবান পাত্‌লা করিয়া কাটিয়া অগ্নির উত্তাপে বসাইয়া পটাসলেই সহিত মিশাইয়া লইবে। যখন ঘন ঘন হইয়াছে দেখা যাইবে, তখন উহাতে এলকোহল, কর্পূর ও রংয়ের জন্য মিহি কয়লার গুঁড়া মিশাইয়া ছাঁচে ঢালিয়া দিবে।

রেশম ও ছিটের রং উজ্জ্বল করিবার সাবান

জল	১৭ ভাগ
চর্ব্বি বা তৈল	৩০ "
সোডা	৩০ "

একত্রে মিশ্রিত করিয়া লইবে।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

পশম ধুইবার প্রণালী

সোপ (চূর্ণ)	৫ ভাগ
সোডা (শুক্নো)	১৭; „
সাল এমোনিয়াক	৫ „

একত্রে মিশ্রিত করিয়া লইবে।

গ্লিসারিন সোপ

যে কোন সাবান যত ওজনের লইবে তাহার ২০ ভাগের একভাগ গ্লিসারিণ উক্ত সাবানের সহিত মিশ্রিত করিবে। সুবাসিত করিতে হইলে একটু অয়েল অফ্ রোজ বা অয়েল অফ্ বার্গমেট দিবে।

লণ্ড্রি সোপ

হলদে বারসোপ	১ পাউণ্ড
সালসোডা	১ „
জল	৫ কোয়ার্ট

সাবান বেশ করিয়া ছোট ছোট খণ্ডাকারে কাটিয়া সোডার জলে মিশাইয়া দুই ঘণ্টা সিদ্ধ করিয়া লইবে। যখন ঠাণ্ডা হইবে দেখিবে তখন সাবান প্রস্তুত হইল। অতঃপর যে কাপড় বা জামা পরিষ্কার করিতে হইবে তাহা এক বাল্তি জলে ১ পাউণ্ড সাবান গুলিয়া ১০।১১ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। ইহাতে কাপড় কচলাইতে বা কাছাড় দিতে হয় না। পরিষ্কৃত জলে ধুইয়া লইলেই কাপড় পরিষ্কৃত হইবে।

এসেন্স বা সুগন্ধি দ্রব্য

ল্যাভেণ্ডার

অয়েল অফ ল্যাভেণ্ডার	৩ তোলা
অয়েল অফ বার্গমেট	১ „

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

য়্যাম্বারগ্রিস এসেন্স	১ তোলা
রেক্টিফায়েড স্পিরিট	৫ পাইণ্ট

একটী কাচপাত্র বা জারের মধ্যে স্পিরিট ও ল্যাভেণ্ডার ঢালিয়া, উত্তমরূপে মুখ বন্ধ করিয়া ৩।৪ দিন রাখিয়া দিবে, তাহার পর উহার সহিত অয়েল অফ বার্গমেট ও য়্যাম্বারগ্রিস উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া তিন দিন পরে ছাঁকিয়া লইলেই উৎকৃষ্ট ল্যাভেণ্ডার হইবে।

কান্তা এসেন্স

অয়েল অফ ল্যাভেণ্ডার	২ তোলা
অয়েল অফ বার্গমেট	১ "
এসেন্স অফ য়্যাম্বারগ্রিস	১ "
এসেন্স অফ মাস্ক	১½ "
গোলাপী আতর	১২ ফোঁটা
প্রুফ স্পিরিট	২ পাইণ্ট

ইহার প্রস্তুতপ্রণালী পূর্ব্বের মত।

ইভনিং প্যারিস এসেন্স

অয়েল অফ ল্যাভেণ্ডার	১ পাউণ্ড
রেক্টিফায়েড স্পিরিট	১২ "
অটো-ডি রোজ	২ ড্রাম
অয়েল অফ নিরোলি	১ "

ইহার প্রস্তুতপ্রণালী পূর্ব্ববৎ।

ইউডিকলোন

এলকোহল	২ সের
বার্গমেট অয়েল	½ ছটাক

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

লিমন অয়েল	১ কাঁচ্চা
নিরোলি অয়েল	১৬০ ধান
রোজমেরী অয়েল	২৭ রতি
ল্যাভেণ্ডার অয়েল	২৭ রতি

এলকোহল বা স্পিরিটের সহিত সমস্ত এসেন্সগুলি মিশ্রিত করিয়া কয়েক দিন রাখিয়া দিবার পর ছাঁকিয়া লইলেই ইউডিকলোন নামক গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত হইবে।

ভিক্টোরিয়া রোজ

এলকোহল	২½ সের
অয়েল অফ বার্গমেট	৪ তোলা
নিরোলি অয়েল	১ ছটাক
সিট্রন অয়েল	২ তোলা
সিড্রাট অয়েল	২ „
রোজমেরী অয়েল	½ „
টিঞ্চার অফ য়্যাম্বারগ্রিস	২ „
টিঞ্চার অফ বেনজামিন	২ „

ইহার প্রস্তুতপ্রণালী পূর্ব্ববৎ।

ফ্লোরিডা ওয়াটার

এলকোহল	১ গ্যালন
অয়েল অফ বার্গমেট	৩ আউন্স
অয়েল অফ ল্যাভেণ্ডার	১ „
অয়েল অফ ক্লোভস	১½ „
অয়েল অফ সিনেমন	২ „
অয়েল অফ নিরোলি	৪ ড্রাম
অয়েল অফ লিমন	১ আউন্স

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

এসেন্স অফ মাস্ক	২ আউন্স
গোলাপ জল	১ পাইণ্ট

এলকোহলের সহিত এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া ব্লটিং কাগজ দ্বারা ছাঁকিয়া লইলে ফ্লোরিডা ওয়াটার প্রস্তুত হইবে। রং করিবার আবশ্যক হইলে টিংচার টাঙ্গা প্রয়োজনমত মিশাইবে।

গোলাপী এসেন্স

রেক্টিফায়েড স্পিরিট এক পাইণ্টে গোলাপী আতর আধ কাঁচ্চা মিশাইলেই উৎকৃষ্ট গোলাপী এসেন্স হইবে।

কাশ্মীর বোকে

ভায়োলেট এসেন্স	১ পাইণ্ট
রোজ এসেন্স	১½ „
টিঞ্চার বেনজামিন	১০ আউন্স
টিঞ্চার টোঙ্কা	৫ „
টিঞ্চার সিভেট	৫ „
প্যাচৌলি অয়েল	½ „
চন্দন আতর	১ „
গোলাপ জল	১০ „

উল্লিখিত দ্রব্যগুলি একত্রে মিশ্রিত করিয়া কাশ্মীর বোকে প্রস্তুত করিয়া লইবে।

লিলি অফ দি ভ্যালি

অয়েল অফ বিটার য়্যামণ্ড	১০ ফোঁটা
রোজ এসেন্স	২ আউন্স
টিঞ্চার ভ্যানিলা	২ „
অরেঞ্জ ফ্লাউয়ার এসেন্স	২ „
জেসমিন এসেন্স	২ „

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

টিউব রোজ এসেন্স	২½ আউন্স
রোজ ওয়াটার	২½ „

ইহার প্রস্তুতপ্রণালী পূর্ব্ববৎ।

হোয়াইট রোজ

রোজ অয়েল	৫০ ফোঁটা
প্যাচৌলি অয়েল	১০ „
রোজ জিরেনিয়ম অয়েল	৪০ „
জেসমিন অয়েল	১০ „
এলকোহল	১ পাইণ্ট

উল্লিখিত দ্রব্যগুলি মিশ্রিত করিয়া অন্ততঃ ৪।৫ দিন রাখিবার পর ব্যবহার করিবে।

ভিক্টোরিয়া এসেন্স

বার্গমেট অয়েল	২ আউন্স
নিরোলি অয়েল	১ ড্রাম
অটো-ডি-রোজ	১ „
অটো পাইমেণ্ট	১২ ফোঁটা
জেসমিন এসেন্স	১ আউন্স
ল্যাভেণ্ডার অটো	৮ ফোঁটা
টিঞ্চার অরিস রুট	৮ আউন্স
এসেন্স মাস্ক	১ „
লেবু ফুলের জল	২ „
রেকটিফায়েড স্পিরিট	১ পাইণ্ট
ম্যাগনিসিয়া	পরিমাণ মত

একটী কাচপাত্রে ম্যাগনিসিয়ার সহিত আতরগুলি মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে। তৎপরে লেবুফুলের জল দিয়া পুনরায় [illegible] করিয়া, উত্তমরূপে ছাঁকিয়া

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

লইয়া এক সপ্তাহ রাখিয়া দিবে। তৎপরে স্পিরিট মিশাইলে ব্যবহারোপযোগী হইবে।

অরেঞ্জ ফ্লাওয়ার ওয়াটার

অরেঞ্জ ফ্লাওয়ার এসেন্স	৪ আউন্স
ম্যাগনিসিয়া কার্ব্বনেট	৪ ড্রাম
পরিস্রুত জল	২½ সের

ম্যাগনেসিয়ার সহিত এসেন্স উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া জল ঢালিয়া ফিল্টার কাগজের দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে।

ল্যাং-ল্যাং এসেন্স

ল্যাং-ল্যাং তৈল	২০ ফোঁটা
বার্গমেট অয়েল	৬ „
নিরোলি অয়েল	১০ ফোঁটা
রোজ অয়েল	১০ „
এলকোহল	১ পাইণ্ট

স্পিরিটের সহিত গন্ধদ্রব্যগুলি উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

পারুল এসেন্স

বার্গমেট অয়েল	২ ড্রাম
লিমন অয়েল	৩০ ফোঁটা
এসেন্স অফ রোজ	৮ আউন্স
এসেন্স অফ ভায়োলেট	৮ „
টিঞ্চার অফ অরিস	৪ „

ইহার প্রস্তুতপ্রণালী পূর্ব্ববৎ।

হিমালয় বোকে এসেন্স

এলকোহল	৫ পোয়া
বার্গমেট অয়েল	১ আউন্স

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

রোজ জিরেনিয়াম	১ ড্রাম
গোলাপী আতর	½ ভরি
কেসিয়া অয়েল	৩০ ফোঁটা

ইহার প্রস্তুতপ্রণালী পূর্ব্ববৎ।

মাতোয়ারা এসেন্স

চন্দন আতর	৫০ ফোঁটা
মৃগনাভি	১০ রতি
গোলাপী আতর	৫০ ফোঁটা
কমলা লেবুর আতর	১ ড্রাম
ভোটভার্ট অটো	১০ ফোঁটা
ভেনিলা	১ ড্রাম
এলকোহল	১ পাইন্ট

এলকোহলের সহিত এই দ্রব্যগুলি মিশাইয়া একমাস রাখিয়া দিবে, তাহার পর ফিল্টার কাগজ দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে। ইহার গন্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং মনোমুগ্ধকর।

ভায়োলেট এসেন্স

পরিস্রুত জল	১০ আউন্স
স্পিরিট অফ আইনন	১ ড্রাম
গোলাপ জল	২ আউন্স
অরেঞ্জ ফ্লাউয়ার ওয়াটার	২ „
কলোন স্পিরিট	১৬ „

এলকোহলের সহিত আইনন মিশাইয়া তাহার পর অপর দ্রব্যগুলি মিশাইয়া একদিন রাখিয়া ফিল্টার করিয়া লইবে।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

কিস-মি-কুইক এসেন্স

রেক্টিফায়েড স্পিরিট	১ পাইণ্ট
টিঞ্চার গ্রাস	পরিমাণ মত
স্পিরিট জেসমিন	৪ আউন্স
স্পিরিট অরেঞ্জ ফ্লাউয়ার	৪ "
স্পিরিট য়্যাম্বারগ্রিস	৩ ড্রাম
স্পিরিট টংকাডিল	৮ "

একটী কাচপাত্রে স্পিরিট ঢালিয়া তাহার সহিত টিঞ্চার গ্রাসগুলি কিছুক্ষণ ভিজাইয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিলে বেশ রং হইবে। তাহার পর উহার সহিত অপরাপর গন্ধদ্রব্যগুলি মিশাইয়া ছাঁকিয়া লইবে।

মিল্ক অফ রোজ

পরিস্কৃত জল	২ পাইণ্ট
গোলাপ জল	২ "
স্পিরিট অফ রোজ	২ "
টিঞ্চার ষ্টোরাক্স্	২ আউন্স
টিঞ্চার বেলকুইন	২ "

একটি কাচপাত্রে জল ঢালিয়া তাহার সহিত অপর দ্রব্যগুলি মিশাইয়া ছাঁকিয়া লইলেই মিল্ক অফ রোজ প্রস্তুত হইবে।

রোজ জিরেনিয়ম

অয়েল অফ রোজ জিরেনিয়ম	২ ড্রাম
কলোন স্পিরিট	১২ আউন্স

পমেটম

চর্ব্বি	২½ পোয়া
সাদা মোম	১ ছটাক

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

ভেসেলিন	½ সের
বার্গামেট অয়েল	১ আউন্স
জিরেনিয়ম অয়েল	২ ড্রাম
লিমন অয়েল	২ ,,
ল্যাভেণ্ডার অয়েল	৩ ,,

চর্ব্বি ও মোম প্রথমতঃ একটী পাত্রে করিয়া মৃদু উত্তাপে গলাইয়া লইবে। উহা উত্তমরূপে গলিয়া যাইলে উহার সহিত ভেসেলিন মিশ্রিত করিবে। তাহার পর গন্ধদ্রব্যগুলি একে একে ঢালিয়া দিয়া নাড়িতে থাকিবে। তাহা হইলেই পমেটম প্রস্তুত হইবে।

মাতোয়ারা পমেটম

বাদাম তৈল	২ সের
গ্লিসারিণ	১ পাইণ্ট
নরম সাবান	২ পোয়া
টিঞ্চার অফ মাস্ক	আবশ্যক মত

গ্লিসারিণের সহিত সাবান গলাইয়া লইয়া উহার সহিত বাদাম তৈল মিশ্রিত করিবে, তাহার পর অল্প পরিমাণ মাস্ক দিয়া বেশ করিয়া নাড়িবে। যদি গন্ধ মনোমত না হয়, আর একটু মাস্ক দিবে এবং ইচ্ছা করিলে ইহার সহিত অন্যান্য গন্ধও ব্যবহার করিতে পার।

গোলাপী পমেটম

ভেসেলিন অয়েল	১ পাইণ্ট
সেরেসিন সাদা	২ আউন্স
এলকানিন	১ ড্রাম
জিরেনিয়ম অয়েল	১ ,,

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

পামারোসা অয়েল	½ ড্রাম
লিমন অয়েল	½ "

ইহার প্রস্তুতপ্রণালী পূর্ব্ববৎ।

রোচামেরী পমেটম

বাদাম তৈল	½ সের
সাদা মোম	½ ছটাক
দারুচিনির আরক	২০ ফোঁটা
লেবুর আরক	১২০ "
গোলাপী আতর	২০ "
য়্যালকনিকরুট	পরিমাণ মত

বাদাম তৈল গরম করিয়া তাহাতে মোম ও রং করিবার আবশ্যক হইলে য়্যালকনিকরুট চূর্ণ করিয়া ফেলিয়া দিবে। তৈল শীতল হইলে ছাঁকিয়া লইয়া উহার সহিত গন্ধদ্রব্য মিশ্রিত করিবে। বাদাম তৈলের পরিবর্ত্তে নারিকেল তৈলও ব্যবহৃত হইতে পারে।

দেশী পমেটম

মেষের চর্ব্বি	১ সের
সাদা মোম	১ পোয়া
পাম অয়েল	১ তোলা
মৃগনাভি চূর্ণ	১০ রতি
লেবুর তৈল	১ তোলা
গোলাপী আতর	২০ ফোঁটা

চর্ব্বি, মোম, পাম অয়েল ও মৃগনাভি চূর্ণ একটী পাত্রে করিয়া অগ্নির মৃদু উত্তাপে বসাইয়া দিবে। তাহার পর শীতল হইতে আরম্ভ করিলে গন্ধদ্রব্যগুলি মিশাইবে।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

লিমন পমেটম

রিফাইন নারিকেল তৈল	১ সের
সাদা মোম	৪ তোলা
দারুচিনির তৈল	৪০ ফোঁটা
লেবুর তৈল	১ ভরি

নারিকেল তৈলের সহিত মোম গলাইয়া উহার সহিত গন্ধদ্রব্য মিশাইবে।

লাবণ্য বর্দ্ধক পমেটম

বাদাম তৈল	১ পোয়া
অয়েল অফ ক্লোভস	১৫ ফোঁটা
রোজমেরী অয়েল	১৫ "
নিরোলি অয়েল	৬০ "
বার্গমেট অয়েল	১৫ "
ল্যাভেণ্ডার অয়েল	৩০ ফোঁটা
সাদা মোম	১০ তোলা

বাদাম তৈলের সহিত মোম অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া, উহার সহিত গন্ধ দ্রব্যগুলি মিশ্রিত করিবে।

লিমন পমেটম

বাদাম তৈল	১ পোয়া
সাদা মোম	½ ছটাক
স্পারমেসিটি	১ আউন্স
কর্পূর	½ ছটাক
গোলাপ জল	৩ "
বোরাক্স চূর্ণ	৪ ড্রাম
গোলাপী আতর	১০ ফোঁটা

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

বাদাম তৈল, মোম ও স্পারমেসিটি অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া, উহার সহিত কর্পূর মিশাইয়া লইবে। পৃথক পাত্রে গোলাপ জলের সহিত বোরাক্স চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া অল্পে অল্পে প্রথম পাত্রে ঢালিয়া দিয়া উত্তমরূপে নাড়িতে থাকিবে। তাহার পর ঠাণ্ডা হইয়া আসিলে আতর মিশাইলেই লিমন পমেটম প্রস্তুত হইবে।

ফেস পমেটম

ইহা ওষ্ঠাধর বা মুখে মর্দ্দন করিলে উহা কোমল, কান্তিময় এবং মসৃণ হয়।

ভেসেলিন	১ পাউণ্ড
প্যারাফিন	১ „
লেবুর তৈল	১ ড্রাম
ভায়োলেট তৈল	১ „
কারমাইন বা আলতা	প্রয়োজন মত

ভেসেলিন ও প্যারাফিন মৃদু উত্তাপে গলাইয়া কারমাইন বা আলতা দ্বারা উহা রঞ্জিত করিয়া গন্ধদ্রব্য মিশাইবে।

গোলাপী ফেস পমেটম

বাদাম তৈল	১ সের
সাদা মোম	৫ ছটাক
এলকানিন	১ ড্রাম
জিরেনিয়ম অয়েল	২ „

ইহার প্রস্তুত প্রণালী পূর্ব্ববৎ।

সিনকোনা পমেটম

বাদাম তৈল	১ আউন্স
চর্ব্বি	৪ „

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

বালসাম	½ ড্রাম
কুইনাইন সলফেট	½ ,,
অয়েল অফ ক্লোভস্	১ ,,
গোলাপী আতর	১৫ ফোঁটা

ইহার প্রস্তুত প্রণালী পূর্ব্ববৎ।

মাস্ক পমেটম

অয়েল জিরেনিয়ম	৪ ড্রাম
সলফেট অফ কুইনাইন	২ ,,
বাদাম তৈল	৩ পাউণ্ড
সাদা মোম	১ ,,

প্রথমতঃ মোম ও বাদাম তৈল একসঙ্গে গলাইয়া লইবে। অতঃপর গন্ধদ্রব্য-গুলি ধীরে ধীরে উহাতে ঢালিয়া দিলে উত্তম মাস্ক পমেটম প্রস্তুত হইবে।

মাতোয়ারা পমেটম

বার্গমেট অয়েল	৮ আউন্স
ল্যাভেণ্ডার অয়েল	২০ ড্রাম
লিমন অয়েল	১৬ ,,
মোম	৩ পাউণ্ড
ভেসেলিন (সাদা)	৮ ,,

প্রথমতঃ মোম গলাইয়া লইয়া ভেসেলিন মিশাইবে। অতঃপর গন্ধদ্রব্য-গুলি মিশ্রিত করিলে উত্তম মাতোয়ারা পমেটম প্রস্তুত হইবে।

মেরী পমেটম

গোলাপ জল	২৪ আউন্স
গোলাপী আতর	১ ড্রাম
কর্পূর	৬ আউন্স

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

বাদাম তৈল	১০ আউন্স
সাদা মোম	৪ ,,

প্রথমতঃ মোম ও বাদাম তৈল একসঙ্গে গলাইয়া পরে কর্পূর দিবে। অতঃপর গন্ধদ্রব্যগুলি ধীরে ধীরে মিশ্রিত করিবে।

মানে-না-মানা পমেটম

অয়েল অফ ক্লোভস্	১ ড্রাম
অরেঞ্জ অয়েল	৮ ,,
রোজ অয়েল	৬ ফোঁটা
পিউরিফায়েড লার্ড	১ ড্রাম
সাদা মোম	২ আউন্স
গ্যাম্বজ রুট	পরিমাণ মত
বাদাম তৈল	,,
য়্যালকানিকরুট	,,

প্রথমতঃ বাদাম তৈল, মোম, য়্যালকানিকরুট একত্রে উত্তমরূপে গরম করিয়া নামাইয়া ফেলিবে। ঠাণ্ডা হইলে উহাতে গন্ধদ্রব্যগুলি মিশ্রিত করিবে।

এনি মেরী পমেটম

ল্যাভেণ্ডার অয়েল	২০ ড্রাম
লিমন অয়েল	১৬ ,,
বার্গমেট অয়েল	৮ আউন্স
সাদা ভেসেলিন	৮ পাউণ্ড
সাদা মোম	৩ ,,

প্রথমতঃ মোম গলাইয়া উহাতে ভেসেলিন মিশাইয়া লইবে। পরে গন্ধদ্রব্যগুলি মিশাইলেই উৎকৃষ্ট পমেটম প্রস্তুত হইবে

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

ভেলভেট ক্রীম

বাদাম তৈল	২ পাইণ্ট	অয়েল অফ ক্লোভস্	১ ড্রাম
বার্গমেট অয়েল	১৬ ড্রাম	অয়েল রোজমেরী	১ "
নিরোলী অয়েল	৪ "	ল্যাভেণ্ডার	২ "

সাদা মোম ১০ আউন্স

প্রথমতঃ মোম ও বাদাম তৈল একত্রে গলাইয়া পরে গন্ধদ্রব্যগুলি ধীরে ধীরে মিশ্রিত করিলে উত্তম ক্রীম প্রস্তুত হইবে।

পাউডার

রোজ পাউডার

এরারুট	½ সের	রোজপিঙ্ক	৫ ফোঁটা
চন্দন তৈল	১০ ফোঁটা	অয়েল অফ রোজ	১০ "

এরারুটের সহিত উক্ত দ্রব্যগুলি মিশ্রিত করিয়া লইলেই উৎকৃষ্ট রোজ পাউডার প্রস্তুত হইবে। মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

হিমালয় বোকে পাউডার

অরিসরুট চূর্ণ	½ পোয়া	প্যাচৌলি	১ ছটাক
গোলাপ পাপড়ি	১½ "	অয়েল জিরেনিয়ম	১৫ ফোঁটা
চন্দন বা স্যাণ্ডেলউড	১ ছটাক	গোলাপী আতর	১০ "

গোলাপ পাপড়ি, স্যাণ্ডেলউড এবং প্যাচৌলি হামালদিস্তায় গুঁড়া করিয়া, অরিসরুট চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া লইবে, তাহার পর জিরেনিয়ম অয়েল ও আতর মিশাইবে।

অভ্র পাউডার

অভ্র চূর্ণ	২½ সের
জেসমিন এক্সট্রাক্ট	৪ আউন্স
গোলাপী আতর	½ ড্রাম

অভ্র চূর্ণের সহিত জেসমিন এক্সট্রাক্ট ও গোলাপী আতর মিশাইবে।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

(অন্য প্রকার)

অভ্র চূর্ণ	½ সের	বচ চূর্ণ	১ ছটাক
শ্বেতসার	½ পোয়া	বার্গমেট অয়েল	১৫ ফোঁটা

ইহার প্রস্তুতপ্রণালী পূর্ব্ববৎ।

লাবণ্য পাউডার

অরিসরুট পাউডার	১ পাউণ্ড	লেমন অয়েল	৩০ ফোঁটা
পাউডার ষ্টার্চ	২½ আউন্স	বার্গমেট অয়েল	৫ "
ল্যাভেণ্ডার অয়েল	১০ ফোঁটা	অয়েল অফ ক্লোভস	১০ "

অরিসরুট পাউডারের সহিত পাউডার ষ্টার্চ মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া লইবে, পরে গন্ধদ্রব্যগুলি মিশাইবে।

সুগন্ধি আতর প্রস্তুত প্রণালী

হেনা আতর

একটি কাচের পাত্রে হেনাফুল বিছাইয়া তাহার উপর পরিষ্কৃত পাতলা ন্যাকড়া ঢাকা দিয়া রাখ। এইরূপে উপরি উপরি ছয় স্তবক হেনাফুল ও ন্যাকড়া ঢাকা দিতে থাকিবে। অতঃপর তিন পোয়া আন্দাজ স্যাণ্ডেল অয়েল উহার উপর ছড়াইয়া দাও। মাসাধিককাল প্রত্যহ দুই ঘণ্টাকাল রৌদ্রে বসাইয়া রাখিবে। তাহার পর উত্তমরূপে ছাঁকিয়া লইলে উৎকৃষ্ট হেনা আতর প্রস্তুত হইবে।

বেলফুলের আতর

বেলফুল	১৬ আউন্স
চন্দন তৈল	২ পাউণ্ড
গুঁড়া খড়ি	৪ আউন্স

প্রথমে গুঁড়া খড়িতে বেলফুলগুলি দিয়া এক সপ্তাহ একটি কাচের জারের ভিতর রাখিবে। অতঃপর বেলফুলগুলি বাছিয়া লইয়া খড়ির সঙ্গে চন্দন তৈল

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

মিশাইয়া দুই সপ্তাহকাল রৌদ্রে বসাইতে হইবে। তাহার পর ছাঁকিয়া লইলে উত্তম বেলফুলের আতর প্রস্তুত হইবে।

গোলাপ জল ও আতর

কিছু গোলাপফুলের পাপড়ি লইয়া একটী পরিষ্কৃত কাচের পাত্রে পরিষ্কৃত জল দিয়া ভিজাইয়া রাখিবে। অতঃপর উহাকে দুই সপ্তাহকাল রৌদ্রে দিবে। যখন দেখিবে যে উক্ত জলের উপর ফেনারমত একটী পদার্থ ভাসিতেছে, তখন তূলা দিয়া সাবধানে ঐ পদার্থ তুলিয়া লইবে। ইহাকেই গোলাপী আতর বলে। তাহার পর পাপড়ি সমেত জল ছাঁকিয়া লইলে যে জল পাওয়া গেল তাহাই গোলাপ জল।

কেওড়া জল

বাতাস প্রবেশ করিতে না পারে এমন একটী চীনা মাটীর জার লইবে। উহার মধ্যে পাঁচ পাউণ্ড কেওড়াফুল দিয়া তাহাতে ১৬ পাউণ্ড গরম জল ঢালিয়া জারের মুখ বন্ধ করিয়া দিবে। সাবধান, যেন উহার মধ্যে কোনরূপ বাহিরের বাতাস প্রবেশ না করে। দুই ঘণ্টা বাদে ছাঁকিয়া লইলে উত্তম কেওড়া জল প্রস্তুত হইবে।

বিলাতী গোলাপ জল

দুই আউন্স কার্ব্বনেট অফ ম্যাগনিসিয়ার সহিত ৪ ড্রাম অটো-ডি-রোজ উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া তাহার সহিত পাঁচ সের পরিস্রুত জল মিশাইলে বিলাতী গোলাপ জল প্রস্তুত হইবে।

অটো-ডি-রোজ

সুগন্ধি বসরাই গোলাপ সংগ্রহ করিয়া তাহার পাপড়িগুলি কিঞ্চিৎ জলের সহিত একটী কাচপাত্রে রাখিয়া রৌদ্রে দিবে। কয়েক দিন পরে জলের উপর যখন তৈলবৎ পদার্থ ভাসিবে, তখন তাহা সংগ্রহ করিয়া উহার সহিত কিঞ্চিৎ বাদাম তৈল মিশাইবে। ইহাই অটো-ডি-রোজ।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

সুগন্ধি মাজন প্রস্তুত প্রণালী

টুথ পাউডার বা দন্তমঞ্জন

হোয়াইটিং	১ পাউণ্ড	কাহি	½ ড্রাম
মিনে	১০ রতি	তুঁতে ভস্ম	½ "
কার্ব্বলিক এসিড	১ ড্রাম	ফটকিরি চূর্ণ	½ "
পিপারমেণ্ট অয়েল	১ "	ম্যাগনিসিয়া কার্ব্ব	১ পাউণ্ড
ক্যাম্ফর বা কর্পূর	½ "	চিনি	১ ছটাক

হোয়াইটিং বা খড়ি গুঁড়ার সহিত মিনে বেশ করিয়া মাড়িয়া লইলে পাউডার গোলাপী বর্ণে রঞ্জিত হইবে। তাহার পর ম্যাগনিসিয়া কার্ব্ব মিশাইয়া, ক্যাম্ফর, তুঁতে ভস্ম, ফটকিরি চূর্ণ ও চিনি মিশাইবে।। পরে উহার সহিত একে একে কার্ব্বলিক এসিড, পিপারমেণ্ট অয়েল ও কাহি মিশাইলে সুবাসিত কার্ব্বলিক টুথ পাউডার বা দন্তমঞ্জন প্রস্তুত হইবে।

সুগন্ধি টুথ পাউডার

খড়ি চূর্ণ	½ সের	ফ্লোরেণ্টাইন অরিস	২ আউন্স
সাদা ক্যাসটাইল সোপ	১ আউন্স	চিনি	½ ছটাক
অয়েল অফ উইণ্টারগ্রিণ	¼ আউন্স		

প্রথম চারিটী জিনিষ উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ছাঁকিয়া লইয়া উহার সহিত উইন্টারগ্রিণ অয়েল মিশাইবে।

ফোরহানস্ টুথ পাউডার

খড়ির গুঁড়া	½ সের	স্যাকরিণ	৩ গ্রেণ
ফ্লোরেণ্টাইন অরিস	৪ আউন্স	এক্সট্রাক্ট অফ ভায়োলেট	¼ আউন্স
ক্যাসটাইল সোপ	১ "	এভারগ্রিণ কলারিং	প্রয়োজনমত

খড়ির সহিত এভারগ্রিণ কলারিং উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া রং করিয়া লইবে, তাহার পর ফ্লোরেণ্টাইন অরিস ও ক্যাসটাইল সোপ চূর্ণ করিয়া ছাঁকিয়া লইয়া উহার সহিত অপর দ্রব্যগুলি মিশ্রিত করিবে।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

নিম্ টুথ পাউডার

চক বা খড়ির গুঁড়া	১ পাউণ্ড	কার্ব্বনেট অফ ম্যাগনিসিয়া	½ পাউণ্ড
রোজ পিঙ্ক	১ "	সলফেট অফ কুইনাইন	৬ ড্রাম
অয়েল অফ রোজ	১২ ফোঁটা		

এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া লইয়া উহার সহিত অয়েল অফ রোজ মিশাইলে উৎকৃষ্ট দন্তমঞ্জন প্রস্তুত হইবে।

কর্পূরগন্ধ দন্তমঞ্জন

খড়ি চূর্ণ	১ সের	ফ্লোরেণ্টাইন অরিস	৪ আউন্স
সাদা ক্যাসটাইল সোপ	২ আউন্স	স্যাকরিণ	৩ গ্রেণ
কর্পূর চূর্ণ	৩ আউন্স		

খড়ির সহিত সাদা ক্যাসটাইল সোপ ও ফ্লোরেণ্টাইন অরিস চূর্ণ করিয়া ছাঁকিয়া লইয়া উহার সহিত অপর দ্রব্যগুলি মিশাইলে উৎকৃষ্ট কর্পূরগন্ধ দন্তমঞ্জন প্রস্তুত হইবে।

কার্ব্বলিক টুথ পাউডার

খড়ি চূর্ণ	½ সের	ফ্লোরেণ্টাইন অরিস	২ আউন্স
সাদা ক্যাসটাইল সোপ	১ আউন্স	চিনি	½ ছটাক
লিকুইফাইড কার্ব্বলিক এসিড	২ ড্রাম		

ইহার প্রস্তুত প্রণালী পূর্ব্ববৎ। এই টুথ পাউডার দ্বারা মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট এবং দন্ত ও মাড়ির অনেক রোগ বিনষ্ট হয়।

দুর্গন্ধহারক টুথ পাউডার

খড়ি চূর্ণ	½ পাউণ্ড	মেন্থল	১০ গ্রেণ
ক্যাসটাইল সোপ	৩ ড্রাম	ইউক্যালিপটস	১০ "
সোহাগা	৩ "	উইণ্টারগ্রিণ অয়েল	১০ "
থাইমল	১০ গ্রেণ	এলকোহল	¼ আউন্স

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

প্রথমে এলকোহলের সহিত থাইমল প্রভৃতি তৈল সকল দ্রব করিয়া লইয়া খড়ি চূর্ণ প্রভৃতি দ্রব্যের সহিত উত্তমরূপে মিশাইবে। এই উৎকৃষ্ট দন্তমঞ্জন ব্যবহার করিলে দন্ত বা মাড়ির কোন রোগ হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না, অথচ ইহা দ্বারা দন্ত পরিষ্কার ও মুখের দুর্গন্ধ নাশ ও দন্তমূল দৃঢ় হইবে।

দেশী দাঁতের মাজন

অঙ্গার বা কাঠকয়লা চূর্ণ	১ পোয়া
চিনি	১ „
অয়েল অফ ক্লোভস বা লবঙ্গ তৈল	১ ড্রাম

অঙ্গার চূর্ণের সহিত চিনি উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া তাহার সহিত লবঙ্গ তৈল মিশাইলে উত্তম দন্তমঞ্জন প্রস্তুত হইবে।

দন্তবল

তামাকের গুল	১ পোয়া	সৈন্ধব লবণ	১ তোলা
ফুলখড়ি	১ ছটাক	কর্পূর	¼ আউন্স
শুঁঠ চূর্ণ	১ তোলা	লবঙ্গ তৈল	½ ড্রাম

তামাকের গুল, ফুলখড়ি এবং সৈন্ধব লবণ উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ছাঁকিয়া লইয়া অপরাপর দ্রব্যগুলির সহিত বেশ করিয়া মিশাইয়া তাহার সহিত লবঙ্গ তৈল উত্তমরূপে মর্দ্দিত করিয়া লইলেই উৎকৃষ্ট দন্তমঞ্জন প্রস্তুত হইবে।

ডেণ্টনিক

পচা সুপারি ভস্ম	১ পোয়া	তেজপত্র চূর্ণ	১ তোলা
মাজুফল চূর্ণ	১ তোলা	দারুচিনি চূর্ণ	১ „
চক খড়ি চূর্ণ	১½ পোয়া	লবঙ্গ চূর্ণ	১ „
হরিতকী ভস্ম চূর্ণ	১ ছটাক	ফটকিরি চূর্ণ	১ „
কর্পূর	১ তোলা		

এই দ্রব্যগুলি উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া লইলেই উৎকৃষ্ট দন্তমঞ্জন প্রস্তুত হইবে।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

কলগেট টুথপেষ্ট

স্যালিসিলিক এ্যাসিড	১৫ গ্রেণ	থাইমল	৫ গ্রেণ
উইন্‌টার গ্রীন তৈল	¼ আউন্স	অরিসরুট চূর্ণ	২ আউন্স
দারুচিনির তৈল	১০ ফোঁটা	প্রিসিপিটেড চক	১ পাউণ্ড
মেনথল	৫ গ্রেণ	গ্লিসারাইট অফ ষ্টার্চ্চ	আবশ্যকমত

উক্ত দ্রব্যগুলি উত্তমরূপে মিশ্রিত করিলে কলগেট টুথপেষ্ট প্রস্তুত হইবে। অতঃপর উহা টিউবের মধ্যে ভরিয়া রাখিবে।

রোজ টুথপেষ্ট

চক খড়ি	½ সের	অয়েল অফ ক্লোভস	১২ ফোঁটা
পাউডার অরিসরুট	৪ আউন্স	অয়েল সিনামন	৪ „
পাউডার কটল ফিসবোন	১ „	মধু	৬ আউন্স
লিমন অয়েল	½ ড্রাম	রোজ অয়েল	½ ড্রাম
কারমাইন	১০ গ্রেণ		

উল্লিখিত দ্রব্যগুলি একসঙ্গে মিশাইলে উত্তম রোজ টুথপেষ্ট প্রস্তুত হইবে। এই টুথপেষ্ট দিয়া দন্তমঞ্জন করিয়া দশমিনিট পরে মুখ ধুইয়া ফেলিবে।

তরল আলতা প্রস্তুত প্রণালী

বৌদিদি তরল আলতা

খুনখারাপী রং	½ আউন্স	গ্লিসারিন	২ আউন্স
এমোনিয়া চূর্ণ	১ „	ল্যাভেণ্ডার	১ „
স্পিরিট	১ „	এমোনিয়ার জল	৫½ পাউণ্ড

একটি কলাই বা কাচের পাত্রে এমোনিয়ার জলে খুনখারাপি রংএ এমোনিয়া চূর্ণ উত্তমরূপে মিশাইয়া লইতে হইবে। অতঃপর উহাতে গ্লিসারিন ও ল্যাভেণ্ডার মিশাইবে। শেষে স্পিরিট দিয়া শিশিতে ভরিয়া রাখিবে।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

রাঙাজবা তরল আলতা

খুনখারাপী রং	৪ আউন্স	এমোনিয়ার জল	২২ পাউণ্ড
এমোনিয়া চূর্ণ	৪ „	গোলাপ জল	১০ আউন্স
স্পিরিট	৬ আউন্স		

উপরোক্ত এমোনিয়ার জলে এমোনিয়া চূর্ণ ও খুন খারাপী রং মিশাইবার পর গোলাপ জল মিশাইয়া লইবে। তাহার পর স্পিরিট দিয়া শিশিতে ভরিবে।

সুবাসিত মীরা তরল আলতা

খুনখারাপী রং	১ আউন্স	এমোনিয়া চূর্ণ	১ আউন্স
এমোনিয়ার জল	৩ সের	রেক্টিফায়েড স্পিরিট	২ „
গোলাপ জল	৩ আউন্স		

প্রথমতঃ এমোনিয়ার জলে এমোনিয়া চূর্ণ ফেলিয়া বেশ করিয়া মিশাইয়া লইবে, তাহার পর খুনখারাপী রং দিবে। অতঃপর রেক্টিফায়েড স্পিরিট ও গোলাপ জল মিশাইয়া লইলেই উৎকৃষ্ট গোলাপগন্ধ তরল আলতা প্রস্তুত হইবে। রেক্টিফায়েড স্পিরিটের অভাবে সাধারণ স্পিরিটও মিশান যাইতে পারে। উহা দিবার আর কোন উদ্দেশ্য নাই, তুলিকা দ্বারা চরণে লেপন করিবামাত্র শুকাইয়া যাইবে।

গোলাপ জলের পরিবর্ত্তে ঐ পরিমাণ ল্যাভেণ্ডার ওয়াটারও মিশান যাইতে পারে, তাহা হইলে আলতা ল্যাভেণ্ডার গন্ধে সুবাসিত হইবে

রুজ প্রস্তুত প্রণালী

রুজ

কারমাইন	২ আউন্স	এসেন্স অফ রোজ	২½ আউন্স
এমোনিয়া ওয়াটার	২ „	গোলাপ জল	১ বোতল

প্রথমতঃ কারমাইনকে মিহি গুঁড়ায় পরিণত করিবে। ষ্ট্রং লাইকার এমোনিয়াতে জল মিশ্রিত করিয়া তরল করিলে এমোনিয়া ওয়াটার হয়।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

উহাতে উক্ত কারমাইন গুঁড়াগুলি ফেলিয়া কাঁচের কাঠি দিয়া নাড়াচাড়া করিলেই তরল পদার্থে পরিণত হইবে। উহাতে উক্ত দ্রব্যগুলি দিয়া ৪।৫ মিনিট কাল ঝাঁকন দিয়া এক জায়গায় আর নাড়া চাড়া না করিয়া সপ্তাহ-কাল রাখিয়া দিবে। অতঃপর সাবধানে ছাঁকিয়া শিশিতে পূরিয়া ফেলিবে। ইহা সুশ্রী ও সৌন্দর্য্যশালিনী নারীর ও সুন্দর বালকবালিকার গণ্ডদেশ প্রাতঃ-সূর্য্য কিরণের মত রক্তিমাভ দেখাইবে।

লিপ্‌ষ্টিক

নারিকেল তৈল	১ সের	য়্যাঙ্কুসিন	১ আউন্স
সাদা মোম	৪½ আউন্স	অটোরোজ	১½ ড্রাম
স্পার্ম্মাসিটি	৪½ ,,	বার্গমেট অয়েল	১ ,,

প্রথমতঃ একখানি এনামেল পাত্রে মোম ও স্পার্ম্মাসিটি রাখিয়া ওয়াটার বাথের উপরে বসাইয়া গলাইতে হইবে। গলান হইলে নারিকেল তৈল মিশাইয়া তৎপরে য়্যাঙ্কুসিন দিয়া বারবার নাড়াচাড়া করিয়া মিশাইয়া ফেলিবে। যখন দেখিবে সামান্য ঠাণ্ডা হইয়াছে, তখন অটোরোজ ও বার্গমেট অয়েল মিশাইয়া ছাঁচে ঢালিবে। সুন্দরী রমণীগণ ওষ্ঠের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য ইহা ব্যবহার করেন।

নখ সফ্‌টনার

শক্ত নখকে নরম করিতে ইচ্ছা হইলে এক টুকরা ন্যাকড়ায় শতকরা ৩ ভাগ সলিউশন অফ হাইড্রোজেন পারক্সাইড মাখাইয়া নখে অল্পক্ষণ ঘষিয়া জল দিয়া ধুইয়া লইলে নখ নরম হয়।

নখ পালিশ

গ্লিসারিণ	৪ ড্রাম	* টিন অক্সাইড	৩ আউন্স
* গামট্রাগাকান্থ	৪০ গ্রেণ	কারমাইন	৪ ড্রাম
* অস্‌মোকেওলিন	১০ ড্রাম	অটোরোজ	১০ ফোঁটা
* ট্যালক	৪ আউন্স	এমোনিয়ার জল	সামান্য
	গোলাপ জল	পরিমিত	

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

নক্ষত্র (*) চিহ্নিত চারিটী পদার্থকে পৃথক পৃথক ভাবে উত্তম করিয়া খলে পিষিয়া চূর্ণ করিবে। অতঃপর এমোনিয়ার জলে কারমাইন দ্রব করিয়া উক্ত চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিবে। অতঃপর উহাতে অটোরোজ ও পরিমিত গোলাপ জল উত্তমরূপে মিশাইয়া আন্দাজ ১৪ আউন্স করিবে। ইহা তুলি দ্বারা নখে লাগাইলে নখগুলি লালবর্ণ হইবে। এই রং সহজে উঠিবে না।

বিবিধ খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত প্রণালী

লিমন সিরাপ

লেবুর রস	১ সের
পাতি লেবুর খোসা	২ ছটাক
চিনি	২ সের

পাতি লেবুর খোসাগুলি টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া লেবুর রসের সহিত মিশাইয়া অগ্নির মৃদু তাপে দুই ঘণ্টা জ্বাল দিবে। পরে উহার সহিত চিনি মিশ্রিত করিয়া পুনরায় জ্বালে বসাইবে। অর্দ্ধঘণ্টা পরে নামাইয়া, শীতল হইলে, ছাঁকিয়া লইলেই উত্তম লিমন সিরাপ প্রস্তুত হইবে।

(অন্য প্রকার)

চিনি	১ সের
লিমন যুস	পরিমাণ মত
পরিস্রুত জল	৩ সের

চিনির সহিত জল মিশ্রিত করিয়া জ্বাল দিলেই চিনি গলিয়া রস প্রস্তুত হইবে। উহা শীতল হইলে উহার সহিত লিমন যুস মিশাইয়া উত্তমরূপে নাড়িলেই লিমন সিরাপ প্রস্তুত হইবে।

(অন্যপ্রকার)

অয়েল অফ লিমন	৪ আউন্স	পাতিলেবুর খোসা	১ ছটাক
লিমনগ্রাস অয়েল	½ ড্রাম	এলকোহল	৬ পাইণ্ট
গরম জল	½ পাইণ্ট		

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া এক সপ্তাহকাল রাখিয়া দিবে, তাহার পর ছাঁকিয়া লইলেই লিমন সিরাপ হইবে।

অরেঞ্জ সিরাপ

কমলা লেবুর খোসা	½ পোয়া	চিনি	২ সের
টিঞ্চার অরেঞ্জ	১ "	জল	১ "

চিনি ও জল একটী পাত্রে করিয়া আগুনে চাপাইয়া দিয়া চিনির রস প্রস্তুত করিয়া লইবে। অপর একটী পাত্রে লেবুর খোসাগুলি ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া টিঞ্চার অরেঞ্জের সহিত মিশাইয়া মৃদু উত্তাপে বসাইয়া দিবে। এই ভাবে ঘণ্টাখানেক জ্বাল দিয়া, উহা বেশ শীতল হইলে, ছাঁকিয়া লইয়া প্রথম পাত্রস্থিত চিনির রসে মিশাইয়া পুনরায় অগ্নির উপর বসাইয়া দিবে। এই ভাবে অর্দ্ধ ঘণ্টা মৃদু তাপে জ্বাল দিয়া নামাইয়া শীতল করিলেই উৎকৃষ্ট অরেঞ্জ সিরাপ প্রস্তুত হইবে।

অরেঞ্জ-ফ্লাউয়ার ওয়াটার

অরেঞ্জ ফ্লাউয়ার এসেন্স	৪ আউন্স
ম্যাগনিসিয়াম কার্ব্বনেট	½ "
জল	১ পাইন্ট

এসেন্সের সহিত ম্যাগনিসিয়াম কার্ব্বনেট মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে পিষিয়া চূর্ণ করিয়া লইয়া তাহার সহিত জল মিশাইয়া ছাঁকিয়া লইবে।

রোজ সিরাপ

চিনি	৫ সের	গোলাপ জল	৩ পাইন্ট
জল	৩ "	গোলেলা	½ ছটাক

প্রথমতঃ চিনির রস প্রস্তুত করিয়া লইবে। যখন দেখিবে চিনি জলের সহিত বেশ মিশিয়া গিয়াছে, তখন উহার সহিত গোলাপ জল মিশ্রিত করিয়া অগ্নির উত্তাপ মন্দীভূত করিয়া দিবে। তৎপরে আগুন হইতে নামাইয়া গোলেলা মিশাইলেই রোজ সিরাপ প্রস্তুত হইবে।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

(অন্যপ্রকার)

চিনি	৪ সের	গোলাপের পাপড়ি	½ সের
জল	২½ „	সালফিউরিক এসিড	৪ ড্রাম

একটী পাত্রে সমুদায় চিনির সহিত অর্দ্ধেক জল মিশ্রিত করিয়া অগ্নির উত্তাপে বসাইবে। কিছুক্ষণ ফুটিয়া উহা যখন চিনির রসে পরিণত হইবে, তখন উহা নামাইয়া, অপর একটী পাত্রে অবশিষ্ট জলের সহিত গোলাপের পাপড়িগুলি মিশাইয়া অগ্নির উপর বসাইবে। কিয়ৎক্ষণ পরে যখন বুঝিবে জল বেশ সুগন্ধ-যুক্ত হইয়াছে, তখন উহা নামাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া প্রথম পাত্রের রসের সহিত মিশাইয়া পুনরায় জ্বাল দিবে। কিয়ৎক্ষণ পরে উহা একটু ঘন হইয়া আসিলে নামাইয়া লইবে। শীতল হইলে উহার সহিত সালফিউরিক এসিড মিশাইলে উত্তম রোজ সিরাপ প্রস্তুত হইবে।

(অন্যপ্রকার)

উৎকৃষ্ট অয়েল অফ রোজ	৬ ফোঁটা	চিনি	১½ সের
পামারোসা অয়েল	৬ „	এলকোহল	২½ পাইন্ট
পরিস্রুত জল			১৬ পাইন্ট

একটি পাত্রে চিনির জল মিশাইয়া রস প্রস্তুত করিবে। অতঃপর এলকোহলে অয়েল অফ রোজ ও পামারোসা অয়েল বেশ করিয়া মিশাইয়া প্রথম পাত্রের রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

আনারসের সিরাপ

আনারস	১ সের
জল	৩ „
চিনি	২ „

আনারসগুলি টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া অর্দ্ধেক জলের সহিত একটি পাত্রে করিয়া আগুনের উপর বসাইয়া দিবে। উত্তমরূপে জ্বাল পাইয়া আনারস-গুলি বেশ সুসিদ্ধ হইয়া আসিলে নামাইয়া লইবে। অপর একটী পাত্রে বাকি জলের সহিত চিনি মিশাইয়া রস প্রস্তুত করিয়া লইবে। পরে প্রথম পাত্রের জল

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

বেশ কয়িয়া ছাঁকিয়া লইয়া চিনির রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া অগ্নির মৃদু উত্তাপে পুনরায় বসাইয়া দিবে। এই ভাবে এক ঘণ্টাকাল জ্বাল দিয়া নামাইয়া লইলেই আনারসের সিরাপ প্রস্তুত হইবে।

সোডা ওয়াটার

বাইকার্ব্বনেট অফ সোডা	২০ গ্রেণ
টার্টারিক এসিড	২০ ,,
পরিস্রুত জল	পরিমাণমত

একটী সোডা ওয়াটারের বোতল বার আনা রকম জলে ভর্ত্তি করিয়া তাহাতে টার্টারিক এসিড ফেলিয়া দাও। বোতলটি ধরিয়া নাড়িতে নাড়িতে যখন দেখিবে এসিড উহার সহিত বেশ মিশিয়া গিয়াছে, তখন উহাতে বাইকার্ব্বনেট অফ সোডা দিয়া তৎক্ষণাৎ ছিপি দ্বারা উহার মুখ বন্ধ করিয়া, লৌহ তার অথবা ফিতা দ্বারা ছিপিটী উত্তমরূপে বাঁধিয়া বোতলের মুখটী নীচের দিকে করিয়া রাখিবে। তাহা হইলেই সোডা ওয়াটার প্রস্তুত হইবে।

লিমনেড ওয়াটার

কার্ব্বনেট অফ সোডা	২ ড্রাম	এসেন্স অফ লিমন	২ ফোঁটা
পরিষ্কৃত চিনি	৩ ,,	নাইট্রিক এসিড	৩৫ গ্রেণ
পরিষ্কৃত জল	পরিমাণ মত		

প্রথমে একটী সোডা ওয়াটারের বোতলে পরিমাণ মত জল দিয়া, তাহাতে সোডা, চিনি ও এসেন্স অফ লিমন দিয়া উত্তমরূপে নাড়িতে থাকিবে, তাহার পর উহাতে নাইট্রিক এসিড দিয়া বোতলের মুখ বন্ধ করিয়া, লৌহ তার অথবা ফিতা দ্বারা উত্তমরূপে বাঁধিয়া বোতলের মুখটী নীচের দিকে করিয়া রাখিবে। তাহা হইলেই লিমনেড ওয়াটার প্রস্তুত হইবে।

লিমনেড পাউডার

উত্তম চিনি	২ সের	সিট্রিক এসিড	২ আউন্স
ম্যাগনিসিয়াম কার্ব্বনেট	৩ আউন্স	এসেন্স অফ লিমন	১ ড্রাম

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

এই কয়টি দ্রব্য একত্র মিশাইয়া, উত্তমরূপে পিষিয়া চালুনি দ্বারা ছাঁকিয়া লইলে যে দ্রব্য পাওয়া যাইবে, তাহাই লিমনেড পাউডার। এক গ্লাস শীতল জলে ঐ পাউডারের এক চামচ ফেলিয়া নাড়িয়া লইলেই লিমনেড ওয়াটার প্রস্তুত হইবে।

লিমন সরবৎ

পরিষ্কৃত চিনি	২½ সের	কার্ব্বনেট অফ সোডা	১৮ আউন্স
টার্টারিক এসিড	২০ আউন্স	অয়েল অফ লিমন	১ ড্রাম

প্রথমে তিনটি দ্রব্য উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া তাহাতে অয়েল অফ লিমন দিয়া দুই হস্তে করিয়া ঘর্ষণ করিবে, তাহার পর সরু চালুনী দ্বারা এই পাউডার দুই বার কি তিন বার ভাল করিয়া ছাঁকিয়া বোতলের মধ্যে ছিপি আঁটিয়া রাখিবে। এক গ্লাস জলে এক চামচ পাউডার দিলে উত্তম লেবুর সরবৎ হইবে।

ক্রিম সোডা পাউডার

পরিষ্কৃত চিনি	১ সের	কার্ব্বনেট অফ সোডা	৭ ড্রাম
টার্টারিক এসিড	১ আউন্স	পরিষ্কার আরবীয় গঁদচূর্ণ	২ তোলা
	ভ্যানিলা	পরিমাণ মত	

প্রথম চারিটী দ্রব্য এক সঙ্গে উত্তমরূপে মিশাইয়া, উহাকে সুগন্ধযুক্ত করিবার জন্য ভ্যানিলা যতটুকু আবশ্যক দিবে, তাহার পর উত্তমরূপে ছাঁকিয়া বোতলে রাখিবে।

এমব্রসিয়া পাউডার

পরিষ্কৃত চিনি	১ সের	নাইট্রিক এসিড	১০ ড্রাম
কার্ব্বনেট অফ সোডা	১২ ড্রাম	এসেন্স অফ এমব্রসিয়া	২০ ফোঁটা

এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া মিশাইয়া চালুনী দ্বারা উত্তমরূপে ছাঁকিয়া বোতলের মধ্যে রাখিবে। ইহার আস্বাদ অমৃত তুল্য মুখরোচক।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

লিমন বিয়ার

গরম জল	৫ সের	আদা	½ ছটাক
লেবু	১-টী	ইয়েষ্ট বা সুরামণ্ড	১ টি-কাপ
চিনি	½ সের		

লেবুটি টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া এবং আদা ছাড়াইয়া থেঁত করিয়া গরম জলে সমস্ত দ্রব্য মিশাইয়া ১০।১৫ ঘণ্টা রাখিয়া দিবে, তাহার পর ছাঁকিয়া বোতলে পূরিবে।

জিঞ্জার বিয়ার

পিঙ্গল বর্ণ চিনি	½ সের	ক্রিম অফ টার্টার	½ আউন্স
গরম জল	৫ "	ছেঁচা আদা	½ ছটাক
ইয়েষ্ট	½ পাইণ্ট		

আদা ছাড়াইয়া থেঁত করিয়া গরম জলে ফেলিয়া বেশ করিয়া নাড়িয়া তাহাতে চিনি ও ক্রিম অফ টার্টার দিবে, ফেনা মরিয়া যাইলে, ইয়েষ্ট মিশাইয়া সমস্ত রাত্রি রাখিয়া দিবে; পর দিন ছাঁকিয়া লইয়া বোতলে পূরিবে।

লজেন্স

কোটিস্থ বা খয়েরকৎ	৯৫ গ্রেণ	ক্যাপসিসিন	১৫ মিনিম
টেনিক এসিড	১৩৬ "	ব্লাক কারাণ্ট পেষ্ট	৩½ আউন্স
টার্টারিক এসিড	১৩৬ "	পরিষ্কার চিনি	১ সের
মিউসিলেজ অফ একাসিয়া	বেশী পরিমাণ		

এইগুলি একত্র মিশ্রিত করিলে যে লজেন্স প্রস্তুত হইবে, তাহার ব্যবহারে কণ্ঠ ও স্বর পরিষ্কার হইবে।

গোলাপী লজেন্স

সাদা পরিষ্কার চিনি	১ পোয়া
কারমাইন	৪ গ্রেণ
গোলাপী আতর	২ ফোঁটা

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

বাবলা আটা বা গঁদের সহিত এইগুলি বেশ করিয়া মিশাইয়া কর্দ্দমাকার করিবে। তাহার পর ইচ্ছামত ছাঁচে ঢালিয়া শুষ্ক করিয়া লইলেই গোলাপী লজেন্স তৈয়ারী হইবে।

পিপারমেণ্ট লজেন্স

চিনি	১ পোয়া
ডিম্ব	৪-টী
পিপারমেণ্ট অয়েল	৩৫ ফোঁটা

ডিম্বের শ্বেতসার পদার্থ বাহির করিয়া তাহার সহিত চিনি ও পিপারমেণ্ট মিশাইয়া পূর্ব্বপ্রকারে ছাঁচে ঢালিয়া শুকাইয়া লইলে পিপারমেণ্ট লজেন্স প্রস্তুত হইবে।

বন্‌বন্

সাদা চিনি	পরিমাণ মত
স্যাণ্টোনাইন	২০ গ্রেণ

এই দুইটী দ্রব্য সামান্য জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ২০টী বটিকা প্রস্তুত করিবে। কৃমি রোগে এই বন্‌বন্ বটিকা সেব্য।

পাঁউরুটী

সুজি বা ময়দা	১ পোয়া	টার্টারিক এসিড	৩০ গ্রেণ
বাইকার্ব্বনেট অফ সোডা	৩৬ গ্রেণ	জল	৩ ছটাক

প্রথমে সুজি বা ময়দার সহিত বাইকার্ব্বনেট অফ সোডা উত্তমরূপে মিশাইবে, তাহার পর টার্টারিক এসিড ঐরূপে মিশাইয়া, পরিমাণমত জল ঢালিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি ময়দা মাখিয়া লইবে। একটা জ্বলন্ত উনানের উপর একখানি গরম গামলা বা কড়া চাপা দিয়া উনানের অগ্নি ও ছাই বাহির করিয়া একখানি ছোট হাতা, রেকাব বা ঐরূপ কোন পাত্রে রুটী রাখিয়া উনানের মধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক উনানের মুখটী ইট দ্বারা বন্ধ করিয়া দিবে। কিছু সময় পরে

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

উহা বাহির করিয়া লইলেই উত্তম পাঁউরুটী প্রস্তুত হইবে। বলা বাহুল্য, এ কার্য্যে অভিজ্ঞতা ও তৎপরতা আবশ্যক।

বিস্কুট

ময়দা	১ সের	চিনি	½ পোয়া
এরারুট	½ ছটাক	মাখম	½ „
ডিম	১-টী	কার্ব্বনেট অফ এমোনিয়া	৪ ড্রাম
দুগ্ধ		পরিমাণমত	

এই সমস্ত দ্রব্য একটী পাত্রে করিয়া উত্তমরূপে মিশাইয়া মাখিয়া লইবে, তাহার পর ইচ্ছামত ছাঁচে ঢালিয়া একটী পৃথক পাত্রে রাখিবে। ঐ পাত্রটী ১৫।২০ মিনিট উনানে বসাইয়া রাখিয়া নামাইয়া লইলেই উৎকৃষ্ট বিস্কুট প্রস্তুত হইবে। উক্ত বিস্কুটগুলি গরম থাকিতে থাকিতে এয়ারটাইট কাচপাত্রে বা টিনের বাক্সের মধ্যে রাখিয়া দিলে দীর্ঘ দিন টাটকা থাকিবে।

জিঞ্জার বিস্কুট

ময়দা	২ সের	মাখম	১ পোয়া
কাশীর চিনি	১ পোয়া	জিঞ্জার পাউডার	½ „
দুগ্ধ		পরিমাণমত	

প্রথমে ময়দার সহিত চিনি ও মাখম উত্তমরূপে মিশাইয়া লইবে, তাহার পর অপর একটী পাত্রে খানিকটা দুগ্ধের সহিত জিঞ্জার পাউডার বেশ করিয়া পিষ্ট করিয়া প্রথম পাত্রের ময়দার সহিত মিশাইয়া লইয়া, যে পরিমাণ দুগ্ধ আবশ্যক বিবেচনা করিবে, তাহা দিয়া ময়দা মাখিয়া লইবে। পরে পুরু করিয়া বেলিয়া ছাঁচে ঢালিয়া বিস্কুট প্রস্তুত করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় উনানে বসাইয়া রাখিলেই উৎকৃষ্ট জিঞ্জার বিস্কুট প্রস্তুত হইবে।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

(অন্য প্রকার)

ময়দা	১ সের	মাখম	½ পোয়া
চিনি	½ পোয়া	জিঞ্জার পাউডার	১ ছটাক
দুগ্ধ		পরিমাণমত	

প্রথমে চিনি, মাখম ও ময়দা উত্তমরূপে মিশাইবে, পরে পরিমাণমত দুগ্ধ ও জিঞ্জার পাউডার দিয়া ভাল করিয়া ঠেসিয়া পুরু করিয়া বেলিবে। পরে ইচ্ছামত ছাঁচে ঢালিয়া বিস্কুট প্রস্তত করিয়া একটি পাত্রে করিয়া ১০ মিনিট কাল উনানে রাখিবে। এই প্রকারে উৎকৃষ্ট জিঞ্জার বিস্কুট প্রস্তত হইবে।

এরারুট বিস্কুট

এরারুট	½ সের	মাখম	½ পোয়া
চিনি	½ পোয়া	ভিনিগার	পরিমাণমত

এই সকল একত্র মিশাইয়া, পূর্ব্বের ন্যায় ছাঁচে ঢালিয়া, উনানের উপর ১০ মিনিট রাখিলেই এরারুট বিস্কুট হইবে।

পিকনিক বিস্কুট

ময়দা	½ সের	চিনি	২ ছটাক
মাখম	২ ছটাক	কার্ব্বনেট অফ সোডা	½ তোলা
দুগ্ধ		১ পোয়া	

মাখম উত্তমরূপে ফেনাইয়া লইয়া ময়দার সহিত মাখিবে, পরে উহার সহিত চিনি ও সোডা মিশাইয়া দুগ্ধের সহিত ময়দাগুলি মাখিয়া লইবে। পুরু করিয়া বেলিয়া লইয়া ইচ্ছামত ছাঁচে ঢালিয়া একখানি টিনের পাত্রের উপর রক্ষা করিবে। তাহার পর ছুঁচ অথবা ঐরূপ সূক্ষ্মাগ্র কোন দ্রব্য দ্বারা বিস্কুটগুলির উপর ছিদ্র করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিধানে উনানের উপর বসাইবে, তাহা হইলেই পিকনিক বিস্কুট প্রস্তত হইবে।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

মুখরোচক হাল্কা বিস্কুট

ময়দা	১ সের	হংস বা মুর্গির ডিম্ব	৮-টী
কাশীর চিনি	½ "	কার্ব্বনেট অফ এমোনিয়া	¼ তোলা
উৎকৃষ্ট মাখম	½ "	ভিনিগার	পরিমাণমত

প্রথমতঃ একটি পাত্রে ময়দার সহিত চিনি ও মাখম বেশ করিয়া মিশাইয়া লইবে, তাহার পর পৃথক পাত্রে ডিমগুলি ভাঙ্গিয়া তাহার সহিত কার্ব্বনেট অফ এমোনিয়া মিশাইয়া প্রথম পাত্রের ময়দায় ঢালিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া তাহাতে ভিনিগার আবশ্যকমত দিয়া বেশ করিয়া মাখিয়া লইবে। এক্ষণে উক্ত মণ্ডাকার পদার্থটী পুরু করিয়া বেলিয়া ছাঁচে ঢালিয়া অগ্নির উত্তাপে পূর্ব্বের মত রাখিলেই বিস্কুট প্রস্তুত হইবে।

আমেরিকান বিস্কুট

ময়দা	১ সের	এরারুট	½ আনা
চিনি	½ পোয়া	ডিম	১-টী
মাখম	½ পোয়া	কার্ব্বনেট অফ এমোনিয়া	১ কাঁচ্চা
দুগ্ধ		পরিমাণমত	

সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে এবং আবশ্যকমত পুরু করিয়া বেলিবে। পরে ছাঁচে তুলিয়া একটি অন্য পাত্রে রাখিবে এবং পাত্র সমেত তৈয়ারী বিস্কুট উনানে বসাইয়া দিবে। পনের মিনিট পরে পাত্রটি বাহির করিয়া লইলে উৎকৃষ্ট বিস্কুট প্রস্তুত হইবে। দীর্ঘকাল বিস্কুট টাটকা রাখিতে হইলে উনান হইতে বাহির করিয়াই এয়ারটাইট টিন বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিবে।

সন্দেশ বিস্কুট

ময়দা, চিনি, মাখম, ব্র্যাণ্ডি, দুগ্ধ ও ক্যারাওয়ে সীড পরিমাণমত লইয়া পূর্ব্বোক্ত উপায়ে বিস্কুট প্রস্তুত করিবে।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

মেরী বিস্কুট

ময়দা	১৪০ ভাগ	এমোনিয়া	¼ ভাগ
চিনি	২৮ „	দুগ্ধ	৬০ „
মাখম	২৮ „	টার্টারিক এসিড	½ „
ভুট্টার আটা	১০ „	সোডা	১ „
লবন	½ ভাগ		

সমস্ত দ্রব্য একত্রে উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া ছোট ছোট লেচি প্রস্তত করিবে। এইবার ঐ লেচিতে ইচ্ছামত আকারে বিস্কুট তৈয়ার করিয়া তাহার মধ্যে ছিদ্র করিয়া দিবে, নতুবা ফুলিয়া যাইবে। এখন এইগুলি টিনের পাতের উপর সারি সারি করিয়া রাখিয়া তন্দুরের মধ্যে ১০।১৫ মিনিট সেঁকিবে। যখন দেখিবে রসশূন্য হইয়া বাদামী বর্ণের হইয়াছে, তখন নামাইয়া এয়ারটাইট টিন বাক্সের মধ্যে রাখিবে।

সার্কাস বিস্কুট

ময়দা	৬ সের	ডিম	৪০-টা
চিনি	১০ ছটাক	সোডা	১৪ আনা
এমোনিয়া	১¼ তোলা		

সমস্ত দ্রব্য একত্রে মিশাইয়া ও উত্তমরূপে ঠাসিয়া ছোট ছোট লেচি করিবে। তৎপরে ঐ লেচিতে ইচ্ছানুযায়ী বিস্কুট তৈয়ার করিয়া ও টিনের পাতের উপর রাখিয়া তন্দুরের মধ্যে ১৫ মিনিট সেঁকিয়া লইবে।

ওয়াইন বিস্কুট

ময়দা	½ সের	ডিম	৪-টা
চিনি	১ পোয়া	কার্ব্বনেট অফ এমোনিয়া	½ ভরি
মুড়া মাখম	১ „	ভিনিগার বা সির্কা	পরিমিত

প্রথমতঃ ময়দা, চিনি ও মাখম একসঙ্গে মিশাইবে। অতঃপর কার্ব্বনেট অফ এমোনিয়া, ডিম ও ভিনিগার একসঙ্গে মিশাইয়া উল্লিখিত দ্রব্যগুলির সহিত

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

কাদার মত করিয়া মিশাইবে। অতঃপর পুরুভাবে বেলিয়া আবশ্যক অনুযায়ী ছাঁচে কাটিয়া পূর্ব্ববৎ বিস্কুট প্রস্তুত করিবে।

জেম বিস্কুট

ময়দা	২ সের	ডিম	১৬-টা
চিনি	১ „	কার্ব্বনেট অফ এমোনিয়া	১ ভরি
মুড়া মাখম	১ „	ভিনিগার	পরিমিত

প্রথমতঃ ময়দা, চিনি ও মাখম একসঙ্গে মিশাইবে, তাহার পর কার্ব্বনেট অফ এমোনিয়া, ডিম ও ভিনিগার একসঙ্গে মিশাইয়া উল্লিখিত দ্রব্যগুলির সহিত কাদার মত করিয়া মিশাইবে। অতঃপর পুরু করিয়া বেলিয়া টিনের পাত্রে করিয়া ১০ মিনিট কাল অগ্নির উত্তাপে রাখিলে উৎকৃষ্ট জেম বিস্কুট প্রস্তুত হইবে।

কেক প্রস্তুত প্রণালী

মেডিরা কেক

চিনির সহিত মাখম উত্তমরূপে চটকাইয়া রাখিয়া দাও। অতঃপর ডিমের তরল অংশটুকু লইয়া ময়দা ও এলাইচ দিয়া মোলায়েম ভাবে মাখাইয়া উল্লিখিত চিনি মেশান মাখম উহার সহিত সংযোগ করিয়া ভালভাবে ঠাসিয়া পরিমিত দুধ দিয়া কাদার মত দলিতে থাকিবে। উক্ত দ্রব্যগুলি একটী পাকপাত্রে পূরিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দমে বসাইয়া রাখিবে। কিছুক্ষণ পরে খুলিয়া দেখিবে যে ফুলিয়া উঠিয়াছে, তখন তাহা তুলিয়া একটী অন্যপাত্রে রাখিয়া দাও।

লপ্তও কেক

ময়দা	১০ ছটাক	ডিম	৬-টী
আঙ্গুর	½ সের	ছোট এলাচ চূর্ণ	½ ছটাক
চিনি	½ „	লেবুর রস	১২।১৩ ফোঁটা
মাখম	৬ ছটাক	দুধ	১০ ছটাক

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

ময়দা ও মাখম একসঙ্গে মিশাইবে, তাহার পর আঙ্গুরের খোসা, বীচি, বোঁটা প্রভৃতি বাছিয়া থেঁতো করিয়া উহার সঙ্গে মিশাইয়া দিবে। অতঃপর উহাতে চিনি, ছোট এলাচ গুঁড়া, লেবুর রস দিয়া এক সঙ্গে রাখিবে। এইবার ডিমের তরলাংশ লইয়া দুধের সঙ্গে মিশাইয়া উল্লিখিত দ্রব্যে ঢালিয়া দিয়া উত্তমরূপে ঠাসিয়া লইবে। ঠাসা হইয়া যাইলে এক একটি কেক প্রস্তুত করিবে। তাহার পর আঁচের আগুনে পাকপাত্র বসাইয়া তাহার উপর এক একখানি কেক দিয়া পাত্রের মুখ বন্ধ করিবে। কিছুক্ষণ পরে ঢাকা খুলিলে দেখিতে পাইবে বেশ ফুলিয়া উঠিয়াছে, তখন নামাইয়া অন্য পাত্রের উপর রাখিয়া দিবে।

কুইনস্ কেক

মাখম	½ সের	কিস্‌মিস	½ সের
চিনি	৬ ছটাক	ডিম	৮-টী
ময়দা	½ সের	জায়ফল চূর্ণ ও বাদাম চূর্ণ পরিমিত	

ময়দা, জায়ফল চূর্ণ, বাদাম চূর্ণ ও চিনি ডিমের তরলাংশের সহিত মিশাইয়া মাখম দিয়া বেশ করিয়া দলিয়া লইবে। অনন্তর ছোট ছোট ৫।৬টী কলাই ডিসে মাখম মাখাইয়া উল্লিখিত প্রস্তুত দ্রব্য ও কিসমিস দিয়া পূর্ণ করিয়া মুখ বন্ধ করিয়া দমে বসাইয়া দিবে। কিছুক্ষণ পরে ঢাকনি খুলিয়া দেখিবে কেক-গুলির রং বাদামী হইয়াছে, তখন সেগুলি অন্য পাত্রে রাখিবে।

খৃষ্টমাস কেক

ময়দা	১ সের	চিনি	½ সের
মাখম	½ „	কাগজি লেবুর খোসা চূর্ণ	১ ছটাক
আঙ্গুর	½ „	ছোট এলাচ চূর্ণ	সামান্য
ডিম	৬-টী	দুধ	পরিমিত

ময়দার সঙ্গে মাখম মোলায়েম করিয়া মাখিয়া লইয়া তাহাতে চিনি, লেবুর খোসা চূর্ণ ও ছোট এলাচ চূর্ণ মিশাইয়া রাখিবে। তাহার পর আঙ্গুরের বীচি, খোসা, বোঁটা ফেলিয়া থেঁতো করিয়া উল্লিখিত দ্রব্যসহ উত্তমরূপে মিশাইয়া

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

লইয়া পরিমিত দুধ ঢালিয়া উত্তমরূপে ঠাসিয়া লও। অনন্তর আগুনের আঁচে পাকপাত্র বসাইয়া উপরে একটী পুরু কাগজ দিয়া তাহার উপর উক্ত প্রস্তুত দ্রব্য পরিপূর্ণ করিয়া পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া দমে বসাও। কিছুক্ষণ পরে দেখিবে যে পাঁউরুটীর মত ফুলিয়া উঠিয়াছে, সেই সময় নামাইয়া অন্য পাত্রে রাখিবে।

স্পঞ্জ কেক

উৎকৃষ্ট চিনি	৩ পোয়া	জল	৩ পোয়া
ময়দা	½ সের	ডিম	২৪-টী
মাখম		৪ কাঁচ্চা	

একটি পাকপাত্রে মাখম মাখাইয়া আঁচে চড়াও। যখন দেখিবে পাকপাত্র গরম হইয়াছে, তখন চিনি দিয়া ২।৪ বার নাড়িয়া জল ঢালিয়া দিবে। চিনি গলিয়া গেলে নামাইয়া রাখিবে। অতঃপর আর একটী পাকপাত্রে মাখম মাখাইয়া আঁচে বসাইবে। পাকপাত্র গরম হইলে ময়দা ঢালিয়া ২।১ বার নাড়িয়া চিনি মিশান জল ঢালিয়া দিবে। যখন দেখিবে বেশ গাঢ় হইয়াছে, তখন নামাইয়া ডিমের তরল অংশ লইয়া ঠাসিতে থাকিবে। এধারে আর একটি পাকপাত্রে উক্ত প্রস্তুত দ্রব্য পূর্ণ করিয়া উহার মুখ বন্ধ করিয়া দমে বসাইয়া রাখিবে। কিছুক্ষণ পরে ঢাকনি খুলিয়া দেখিবে যে ফুলিয়া উঠিয়াছে, তখন কেকগুলি নামাইয়া অন্য পাত্রে রাখিবে।

কনডেন্স মিল্ক বা দুধের গুঁড়া

টাটকা দুগ্ধ	১ কোয়ার্টার	জল	½ ছটাক
চিনি	½ সের	সোডা কার্ব্ব	½ ড্রাম

জলের সহিত সোডা কার্ব্ব মিশাইয়া, উহার সহিত দুগ্ধ ও চিনি মিশাইবে। পরে অগ্নির উপর চাপাইয়া জ্বাল দিলে যখন বেশ ঘন হইয়া আসিবে, তখন উহা নামাইয়া অপর একটী পাত্রে রাখিয়া মৃদু উত্তাপে কিয়ৎক্ষণ রাখিলে উহা শুষ্ক হইয়া যাইবে। উহাকে গুঁড়া করিয়া লইলেই কন্‌ডেন্স মিল্ক বা দুগ্ধের গুঁড়া হইবে।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

দুগ্ধ রক্ষা

দুধের জলীয় অংশ অগ্নির উত্তাপে কিয়ৎক্ষণ বসাইয়া রাখিলেই উবিয়া যাইবে, তখন উহার সহিত কিঞ্চিৎ চিনি মিশাইয়া এয়ারটাইট বোতলের মধ্যে রক্ষা করিতে পারিলে বহুদিন পর্য্যন্ত অবিকৃত থাকিবে।

মাংস টাটকা রাখিবার উপায়

কোন পাত্রের মধ্যে মাংস রখিয়া তাহাতে মাখম তোলা দুগ্ধ খানিকটা ঢালিয়া দিয়া মাংসগুলিকে ডুবাইয়া দিলে ঐ মাংস ১০।১২ দিন পর্য্যন্ত টাটকা থাকিবে। দুগ্ধ অবশ্য কিছুক্ষণ পরেই নষ্ট হইয়া যায়।

শীতল পানীয় জল

সমপরিমাণ সোরা ও লবণ একসঙ্গে মিশাইয়া, অল্প পরিমাণ জল সহযোগে কাদায় পরিণত করিয়া, যদি তাহার উপর এক গ্লাস পানীয় জল বসাইয়া রাখা যায়, তাহা হইলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে উক্ত জল বরফের মত ঠাণ্ডা হইয়া আসিবে।

(অন্য প্রকার)

সলফেট অফ সোডা	৪ পাউণ্ড
নাইট্রেট অফ পটাস	২ "
মিউরেড অব এমোনিয়া	২ "

এই তিনটী দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া উহার উপর সম পরিমাণ জল ঢালিয়া দিলে তাহা সঙ্গে সঙ্গে বরফের মত শীতল হইয়া উঠিবে, তখন সাবধানে উহার মধ্যে জলপূর্ণ একটী গ্লাস বসাইয়া দিলে সেই গ্লাসের জলও অল্প সময়ের মধ্যে শীতল হইবে। কিন্তু সাবধান এই পানীয় জলে যেন প্রথম পাত্রের জল কোনরূপে পতিত না হয়, কারণ উহার সহিত বিষাক্ত দ্রব্যের সংমিশ্রণ আছে।

কুল্পী বরফ

একটী টিনের নলের মধ্যে চিনির সহিত জ্বাল দেওয়া দুগ্ধ অথবা রাবড়ি রাখিয়া ঢাকনি দ্বারা নলটি বন্ধ করিবে, তাহার পর একটী হাঁড়ীর মধ্যে ঐ কুল্পী

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

বা নলগুলি রাখিয়া তাহার উপর বরফ ও লবণ দিয়া হাঁড়িটী পূর্ণ করিয়া কাপড় দিয়া উহা কিয়ৎক্ষণ জড়াইয়া রাখিলেই কুল্পীর মধ্যস্থিত দুগ্ধ বা রাবড়ি জমিয়া যাইবে।

আইসক্রীম

আইসক্রীম প্রস্তুত করিবার জন্য কল কিনিতে পাওয়া যায়। সেই কলের মধ্যে একটি ঢাকনা যুক্ত চুঙ্গা আছে, তাহার মধ্যে দুগ্ধ, চিনি অথবা রাবড়ি প্রভৃতি দ্রব্যাদি পরিমাণমত রাখিয়া ঢাকনা দ্বারা মুখ বন্ধ করিবে এবং তাহার চারিপার্শ্বে লবণযুক্ত বরফের খণ্ড দিবে। ঐ কলের একটি হ্যাণ্ডেল আছে, ঐ হ্যাণ্ডেল ধরিয়া অল্পক্ষণ ঘুরাইলে চুঙ্গার মধ্যস্থ দুগ্ধ প্রভৃতি জমিয়া যাইবে, তখন ঢাকনী খুলিয়া দেখিবে আইসক্রীম প্রস্তুত হইয়াছে।

রোজ কর্ডিয়াল

(বলকারক উত্তেজক ঔষধ)

অয়েল অফ রোজ	৩ ফোঁটা	চিনি	১৫ সের
পামার্স্ অয়েল	৩ „	এলকোহল	৫২ আউন্স
পরিস্রুত জল	৮ পাইন্ট		

চিনি জলে ফেলিয়া পৃথক পাত্রে রাখ, এলকোহলের সহিত রোজ এবং পামার্স্ অয়েল পৃথক পাত্রে মিশাইয়া দুইটী একসঙ্গে করিয়া ফিল্টার কাগজ দ্বারা ছাঁকিয়া লইলেই রোজ কর্ডিয়াল প্রস্তুত হইবে।

অরেঞ্জ কর্ডিয়াল

চিনি	৫ সের
জল	১৩ „
কমলা লেবু	১৫ টা

প্রথমে চিনি জলে মিশাইয়া মৃদু উত্তাপে জ্বাল দিয়া রস বা সিরাপ প্রস্তুত করিয়া লও, তাহার পর লেবুগুলি ছাড়াইয়া উহার রস বাহির করিয়া সেই রস ও খোসাগুলি টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ঐ সিরাপের সঙ্গে মিশাইয়া ৩।৪ দিন

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

কোন একটী গরমস্থানে রাখিয়া দিবে। মধ্যে মধ্যে উহা বেশ করিয়া নাড়িয়া পাত্রের মুখবন্ধ করিয়া রাখিবে, তাহার পর ঠাণ্ডাস্থানে আনিয়া উত্তমরূপে ছাঁকিয়া লইলেই অরেঞ্জ কর্ডিয়াল প্রস্তুত হইবে।

চেরী কর্ডিয়াল

বাদাম তৈল	৮ ফোঁটা	ভেনিলা একষ্ট্রাক্ট	১ ড্রাম
দারুচিনি তৈল	১ "	এলকোহল	৩ পাইন্ট
লবঙ্গ তৈল	১ "	চিনি	১½ সের
এসিটিক ইথার	১২ "	চেরিফলের রস	২০ আউন্স
সিউয়ানথিক ইথার	১ "	পরিস্রুত জল	৫ সের

একটী পাত্রে চিনি ও জল মিশাইয়া রস প্রস্তুত করিয়া লইবে, অপর পাত্রে এলকোহলে তৈল ও ইথার মিশাইয়া, দুইটী একসঙ্গে করিয়া তাহাতে ফলের রস ঢালিয়া দিবে। পরে ছাঁকিয়া লইলেই উৎকৃষ্ট চেরি কর্ডিয়াল প্রস্তুত হইবে।

লাইম যুষ কর্ডিয়াল

চিনি	৩ সের	বোরিক এসিড	½ আউন্স
জল	৩ "	লাইম যুষ	৬০ "
সাইট্রিক এসিড	৪ আউন্স	টিঞ্চার অফ লিমন পিল	৪ "

জলে চিনি দিয়া রস করিয়া তাহাতে এসিড দুইটী মিশাইয়া ঠাণ্ডা করিতে দাও, তাহার পর উহার সহিত বাকি জিনিষ দুইটী মিশাইবে।

মোরব্বা প্রস্তুত প্রণালী

বেলের মোরব্বা

কাঁচা বেলের খোসা ছাড়াইয়া, উহাকে চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া উহার বীচিগুলি বাহির করিয়া ফেলিবে। তৎপরে শীতল জলে কিয়ৎক্ষণ ভিজাইয়া রাখিয়া উত্তমরূপে ধৌত করিয়া পরিমাণমত চিনির জলে উক্ত চাকাগুলি সিদ্ধ করিয়া লইলেই বেলের মোরব্বা প্রস্তুত হইবে।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

হরিতকীর মোরব্বা

বাছাই করা কতকগুলি হরিতকী লইয়া সেগুলি উত্তমরূপে জলে ধৌত করিয়া, উহাতে পরিমাণমত জল দিয়া বেশ করিয়া সিদ্ধ করিয়া লইবে। অপর একটি পাত্রে চিনির রস করিয়া উহাতে ঐ হরিতকীগুলি ছাড়িয়া দিয়া পুনরায় অগ্নির উত্তাপে বসাইয়া দিবে। রস বেশ গাঢ় হইয়া আসিলে নামাইয়া লইবে।

আমের মোরব্বা

কতকগুলি পরিপুষ্ট কাঁচা আমের খোসা ছাড়াইয়া আঁঠি বাহির করিয়া ফেলিবে। তৎপরে সেগুলিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া কিছু সময় চুণের জলে ভিজাইয়া রাখিবে। ঘণ্টাখানেক পরে সেগুলিকে ঠাণ্ডা জলে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া সামান্য একটু লবণ মাখাইয়া কিছুক্ষণ ঢাকিয়া রাখিয়া, উহাতে কিছু জল দিয়া আগুনের উপর বসাইয়া দিবে। আম্রখণ্ডগুলি সুসিদ্ধ হইয়া আসিলে, চিনির রসে ঐ খণ্ডগুলি দিয়া পুনরায় আগুনে বসাইবে। রস বেশ ঘন হইয়া আসিলে নামাইয়া লইবে।

জামের জেলি

কতকগুলি সুপক্ক পরিপুষ্ট কালজাম বাছিয়া লইয়া উত্তমরূপে জলে ধৌত করিয়া উহাদের উভয় মুখ কাটিয়া জলে সিদ্ধ করিয়া লইবে। ঐ সিদ্ধ জামগুলি কাপড়ে ঢালিয়া ছাঁকিয়া উহার রস বাহির করিয়া লইবে। ঐ রসের সম পরিমাণ চিনি উহার সহিত মিশাইয়া অগ্নির মৃদু উত্তাপে বসাইবে। যখন দেখিবে রস বেশ ঘন হইতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই সময়ে উহা নামাইয়া উহার সহিত সামান্য লেবুর রস মিশাইয়া বোতলে পুরিবে, তাহা হইলেই জামের জেলি প্রস্তুত হইবে।

আচার প্রস্তুত প্রণালী

আদার আচার

ভাল দেখিয়া আদ্রক বা আদা লইয়া খোসা ছাড়াইয়া সেগুলিকে উত্তমরূপে জলে ধৌত করিবে, তাহার পর ঐ গুলিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া উহার সহিত

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

লবণ ও মরিচ চূর্ণ বেশ করিয়া মিশাইয়া, পরিমাণমত কাগজি লেবুর রসে ঐ গুলিকে এক সপ্তাহ ভিজাইয়া একটী পৃথকপাত্রে ঐগুলি তুলিয়া লইলেই আদার আচার প্রস্তুত হইবে।

ওলের আচার

এক সের ভাল ওল লইয়া টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া, এক সের তেঁতুল পাতার সহিত পরিমাণমত জল দিয়া উত্তমরূপে সিদ্ধ করিবে। তাহার পর শীতল জলে ওলের টুকরাগুলি উত্তমরূপে ধৌত করিয়া উহাদের গায়ের খোসা ছাড়াইয়া ফেলিবে। তাহার পর অর্দ্ধপোয়া আন্দাজ সরিষাবাটা ও একছটাক লবণ উহাতে মাখাইয়া রৌদ্রে ফেলিয়া রাখিবে। উহা শুষ্ক হইয়া আসিলে এক সের সরিষার তৈলের মধ্যে উহা ৮।১০ দিন রাখিলেই উত্তম ওলের আচার প্রস্তুত হইবে।

আনারসের আচার

পাক ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে এমন কয়েকটী আনারস লইয়া উহাদের খোসা ছাড়াইয়া চোক তুলিয়া ফেলিবে, পরে ঐ গুলিকে বড় বড় খণ্ডে বিভক্ত করিয়া উহার সহিত চিনি, তেজপত্র ও দারুচিনি মিশাইয়া বেশ করিয়া ঢাকিয়া রাখিয়া পরে উহার উপর আর খানিকটা চিনি ছড়াইয়া দিয়া পাত্রটি অগ্নির উত্তাপে বসাইয়া দিবে। অগ্নির মৃদু তাপে চিনি গলিয়া যাইলে আনারসের খণ্ডগুলি তুলিয়া লইয়া ঐ রস পুনরায় জ্বালে চড়াইবে। রস একটু গাঢ় হইয়া আসিলে পুনরায় আনারসের খণ্ডগুলি নিক্ষেপ করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। কিছুক্ষণ পরে উহা নামাইয়া, শীতল হইলে, রস সহ আনারসের খণ্ডগুলি একটি পাত্রের মধ্যে রাখিয়া তাহার মুখ বাঁধিয়া রাখিবে।

কালি প্রস্তুত প্রণালী

ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের জন্য বিভিন্ন রকমের কালির প্রয়োজন। আমরা একে একে প্রথমতঃ লিখিবার কালি প্রস্তুত প্রণালী প্রদান করিতেছি।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

দেশী কালি

কিছু ভূষা সংগ্রহ করিয়া প্রথমে উত্তমরূপে মাড়িবে। তাহার পর উহাতে পরিমাণমত গঁদের জল দিয়া পুনরায় মাড়িতে থাক, যখন দেখিবে দুইটি বেশ মিশিয়া গিয়াছে, তখন উহার সহিত কিছু চাউল চুয়ান জল মিশাইলেই দেশী কালি প্রস্তুত হইবে।

কাজল কালি

হরিতকী	½ পোয়া	আমলা	½ পোয়া
বহেড়া	½ "	জল	১ সের

একটি লৌহপাত্রে জলের সহিত ঐ দ্রব্যগুলি মিশাইয়া ৩।৪ দিন রৌদ্রে রাখিলে লিখিবার কালি প্রস্তুত হইবে।

পার্কার কুইনস্

গল বা মাজুফল	৭ সের	গরম জল	৮ সের
আরবীয় গঁদ	২½ "	হীরাকস	২½ "

গল বা মাজুফলগুলিকে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া একটী পাত্রে গঁদের সহিত রাখিয়া তাহার উপর গরম জল ঢালিয়া দাও। এক পক্ষকাল ইহাকে এইভাবে রাখিয়া মাঝে মাঝে নাড়িয়া দিবে; তাহার পর চারি সের শীতল জলে হীরাকস ফেলিয়া, গলিয়া যাইলে, প্রথম পদার্থের সহিত মিশাইয়া ২০।২২ দিন রাখিয়া দিবে; তাহা হইলে উৎকৃষ্ট ইংরাজী কালি প্রস্তুত হইবে।

ওয়াটার ম্যানস ইঙ্ক

গল বা মাজুফল	৬ পাউণ্ড	হীরাকস	২½ পাউণ্ড
আরবীয় গঁদ	২ "	কার্ব্বলিক এসিড	২ আউন্স
জল		পরিমাণমত	

গলগুলিকে চূর্ণ করিয়া একটী তাম্রপাত্রে ১৫ সের জল দিয়া এক ঘণ্টা জ্বাল দিবে। অগ্নির উত্তাপে জল উবিয়া যাইবে, সুতরাং ১০ সের জল দিয়া পুনরায়

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

অর্দ্ধঘণ্টা জ্বাল দিবে। তৎপরে গরম থাকিতে থাকিতে হীরাকস ও গঁদ দিয়া উহা যতক্ষণ না গলিয়া যায় ততক্ষণ উত্তমরূপে নাড়িতে থাকিবে। পরে উহা ছাঁকিয়া লইয়া কার্ব্বলিক এসিড মিশাইলেই উৎকৃষ্ট কালি প্রস্তুত হইবে।

মাষ্টার কুইল্ ইঙ্ক

শীতল জল	১০০০ ভাগ	পটাসিয়াম	৪ ভাগ
গল উডের আরক	১৫ "	কার্ব্বনেট অফ সোডা	১ "

নয়শত ভাগ জলের সহিত গল উডের আরক মিশ্রিত করিয়া কিয়ৎকাল মুক্তস্থানে রাখিয়া দিবে। তাহার পর উহার সহিত সোডা মিশাইবে। অনন্তর অবশিষ্ট জলের সহিত পটাসিয়াম মিশাইয়া পূর্ব্ব পাত্রের পদার্থের সহিত সতর্কতার সহিত মিশাইতে থাকিবে। এক হাতে একটী কাঠি দিয়া নাড়িবে এবং অপর হাতে পটাসিয়াম মিশ্রিত জল ফোঁটা ফোঁটা করিয়া ঢালিবে। এই মিশ্রিত পদার্থ একঘণ্টা বাতাসে রাখিয়া দিলে উৎকৃষ্ট কাল কালি প্রস্তুত হইবে।

আইডিয়াল ইঙ্ক

চুণের জল	৮০০ ভাগ	কার্ব্বলিক এসিড	৩ ভাগ
গল উডের আরক	১০০ "	আরবীয় গঁদ	৩০ "
হাইড্রোক্লোরিক এসিড	২৫ "	বাইক্রোমেট অফ পটাস	৩ "
পরিস্রুত জল		৬০০ ভাগ	

একটি পাত্রে চূণের জলের সহিত গল উডের আরক মিশ্রিত করিয়া, অগ্নির উপর চাপাইয়া নাড়া-চাড়া করিতে থাকিবে। পরে উহা নামাইয়া হাইড্রোক্লোরিক এসিড ও কার্ব্বলিক এসিড উহাতে মিশাইয়া পুনরায় অগ্নির মৃদু উত্তাপে বসাইবে। কিয়ৎক্ষণ পরে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। অপর একটি পাত্রে গঁদ জলে ভিজাইবে। গঁদ জলের সহিত মিশিয়া যাইলে প্রথম পাত্রের পদার্থ ইহার সহিত মিশাইলেই উৎকৃষ্ট কালি হইবে।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

ব্লু-ব্ল্যাক ইঙ্ক

গল বা মাজুফল চূর্ণ	৪½ আউন্স	হীরাকস	১½ আউন্স
লবঙ্গ চূর্ণ	১ ড্রাম	সালফিউরিক এসিড	৩৫ ফোঁটা
শীতল জল	৫ পোয়া	সালফেট অফ ইণ্ডিগো	১ আউন্স

একটী কাচপাত্রে মাজুফল চূর্ণ ও লবঙ্গ চূর্ণ দিয়া বেশ করিয়া মিশাইয়া তাহাতে জল ঢালিয়া এক পক্ষকাল রাখিয়া দিবে। প্রত্যহ একটি কাঠি দিয়া মাঝে মাঝে ঘাঁটিয়া দিবে। পরে উহা উত্তমরূপে ছাঁকিয়া হীরাকস ও সালফিউরিক এসিড মিশাইবে। হীরাকস মিশাইবার পূর্ব্বে জল দিয়া গলাইয়া লইবে, তাহার পর সালফেট অফ ইণ্ডিগো মিশাইলেই উত্তম ব্লু-ব্ল্যাক ইঙ্ক হইবে।

সোয়েল ইঙ্ক

মাজুফল	১½ সের	নীল রং	½ ছটাক
হীরাকস	½ "	পীত মেজেণ্টা	৫ গ্রেণ
খদির	১ ছটাক	জল	১০ সের

মাজুফলগুলি উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ১০ সের জলে ৮।১০ দিন ভিজাইয়া রাখিবে। পরে অগ্নির উত্তাপে বসাইয়া উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া উহার সহিত হীরাকস ও খদির মিশ্রিত করিয়া পুনরায় সিদ্ধ করিবে। এই ভাবে কিছুক্ষণ সিদ্ধ করিবার পর রং যখন বেশ কাল হইয়া আসিবে, তখন কোন শীতল স্থানে এক সপ্তাহ রাখিয়া দিবে। পরে উহা ছাঁকিয়া লইয়া উহার সহিত নীল রং ও পীত মেজেণ্টা মিশাইলেই উত্তম সোয়েল ইঙ্ক প্রস্তুত হইবে।

নীল কালি

প্রুসিয়ান ব্লু বা নীল রং	½ পোয়া
অকজ্যালিক এসিড	১ ছটাক
জল	১½ সের

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

জলে রং মিশাইয়া আগুনে বসাইবে। শীতল হইলে এসিড মিশাইবে। তাহা হইলেই ব্লু বা নীল কালি প্রস্তুত হইবে।

লাল কালি

ম্যাজেণ্ডা	½ সের
আরবীয় গঁদ	২ তোলা
উষ্ণ জল	৪ সের

প্রথমে উষ্ণ জলে ম্যাজেণ্ডা ফেলিয়া, যখন দেখিবে উহা বেশ গলিয়া গিয়াছে, তখন উহা অগ্নির উত্তাপে বসাইয়া দিবে। কিয়ৎক্ষণ পরে নামাইয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে উহাতে গঁদ মিশাইয়া উত্তমরূপে নাড়িবে, তাহা হইলেই লাল কালি প্রস্তুত হইবে।

স্কারলেট রেড

ব্রাজিল উড চূর্ণ	৮ আউন্স	ফটকিরি	১ আউন্স
হোয়াইট ওয়াইন ভিনিগার	২½ পাইণ্ট	আরবীয় গঁদ	১ "

একটি এনামেল পাত্রে এই দুইটী জিনিষ মিশাইয়া একদিন রাখিয়া দাও, পরদিন মৃদু উত্তাপে বসাইবে ; ফুটিতে আরম্ভ করিলে নামাইয়া উহাতে ফটকিরি ও গঁদ মিশাইবে।

সবুজ কালি

ভার্দীগ্রিস	৪ আউন্স
ক্রিম অফ টার্টার	২ "
জল	½ সের

একটী পাত্রে এই সমস্ত দ্রব্য উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া কিয়ৎক্ষণ অগ্নির উত্তাপে রাখিয়া শীতল হইলে ছাঁকিয়া লইবে।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

(অন্যপ্রকার)

চিনের সবুজ রং	½ পোয়া
জল	৫ "

একটী পাত্রে করিয়া অগ্নির উত্তাপে ফুটাইয়া লইলেই সবুজ কালি হইবে।

বেগুণে কালি

গরম জল	১ সের
বেগুণে রং	১ ছটাক
আরবীয় গঁদ	১ তোলা

রং গরম জলে গুলিয়া আগুনে বসাইবে, ফুটিয়া উঠিলে নামাইয়া উহার সহিত গঁদ মিশ্রিত করিবে।

পীতাভ নীল কালি

লগউড নির্য্যাস	৪ আউন্স
বাইক্রোমেট অফ পটাস	১ ড্রাম

এই দুইটী দ্রব্য মিশাইলেই উত্তম পীতাভ নীল কালি হইবে।

হলদে কালি

গাম্বুজ চূর্ণ	১ ছটাক
স্পিরিট	৩ কাঁচ্চা
জল	১½ পোয়া

উষ্ণ জলে গাম্বুজ চূর্ণ দিয়া কিয়ৎক্ষণ ভিজাইয়া রাখিবে। তৎপরে স্পিরিট দিয়া বেশ করিয়া নাড়াচাড়া করিয়া লইলে উত্তম হলদে কালি হইবে।

সাদা কালি

জল	২ আউন্স
মিউরিয়েটিক এসিড	২ ড্রাম
আরবীয় গঁদ চূর্ণ	২০ গ্রেণ

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

এই সমস্ত দ্রব্য একটী পাত্রে মিশ্রিত করিয়া লইলেই সাদা কালি হইবে। রঙ্গিন কাগজে লেখা চলিবে।

সোণালী কালি

সোণার তবক বা গুঁড়া	২ ছটাক
আরবীয় গঁদ	১ "

গঁদের জলে সোণার তবক বা গুঁড়া উত্তমরূপে মাড়িয়া লইলেই সোণালী কালি হইবে।

গুঁড়া কালি

মাজুফল	১ পোয়া	চিনি	১ ছটাক
হীরাকস	১ ছটাক	গঁদ	৩ কাঁচ্চা

এই জিনিষগুলি শুষ্ক করিয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ছাঁকিয়া লইয়া একত্র মিশ্রিত করিলেই কালির গুঁড়া হইবে। ঐ গুঁড়া সামান্য একটু লইয়া পরিমিত জলে মিশাইলেই লিখিবার কালি হইবে।

রূপালী কালি

অক্সাইড অফ জিঙ্ক	৬০ গ্রেণ	স্পিরিট অফ ওয়াইন	৮০ ফোঁটা
মিউসিলেজ	২ আউন্স	সিলভার ব্রোঞ্জ	৬ ড্রাম

প্রথমে জিঙ্ক এবং মিউসিলেজ এক সঙ্গে বেশ করিয়া মাড়িয়া লও, তাহার পর অপর দুইটী দ্রব্য উহার সহিত মিশাইয়া উহাতে সামান্য জল দিলেই রূপালী কালি হইবে।

(প্রকারান্তর)

গঁদের জলে রাঙ্গতা বা রূপালী পাত মাড়িয়া লইলেও রূপালী কালি হয়।

ওয়াটার প্রুফ ইঙ্ক (জলের অভেদ্য কালি)

গাম লাক	৪ ভাগ	সোহাগা	২ ভাগ
গরম জল	৪০ "	আরবীয় গঁদ	২ "
নীল চূর্ণ	২ ভাগ		

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

৩৬ ভাগ গরম জলে ৪ ভাগ গাম লাক ও ২ ভাগ সোহাগা ফেলিয়া যখন বেশ গলিয়া যাইবে তখন ছাঁকিয়া একটী পৃথক পাত্রে রাখিয়া দাও। এক্ষণে ২ ভাগ আরবীয় গঁদ বাকি ৪ ভাগ জলে ফেলিয়া গলিয়া যাইলে ছাঁকিয়া লইবে। এই উভয় দ্রব্য মিশাইয়া যখন বেশ ঠাণ্ডা হইয়া আসিবে তখন উহার সহিত নীল চূর্ণ দিয়া উত্তমরূপে নাড়িতে থাকিবে। কয়েক ঘণ্টা পরে উপরিস্থিত তরল পদার্থ অন্য পাত্রে এমন ভাবে ঢালিয়া লইবে, যেন তলানি তাহার সহিত মিশিয়া না যায়। এই কালিতে লিখিলে জলে, সাবানে বা কোন এসিডেও তাহা উঠিয়া যাইবে না।

(প্রকারান্তর)

অন্য যে কোন কালির সহিত সামান্য পরিমাণ গ্লু বা শিরিষ মিশ্রিত করিয়া লইলেও জলে সে কালি ধৌত হইয়া যাইবে না।

অদৃশ্য কালি

তুঁতে	১ ভাগ
ব্রোমাইড অফ পটাসিয়াম	১ „
জল	৮ „

এই তিনটী দ্রব্য একত্র মিশাইয়া তাহার দ্বারা লিখিলে লেখা অদৃশ্য হইয়া যাইবে, কোন অক্ষরের চিহ্নমাত্র থাকিবে না, কিন্তু কাগজখানি অগ্নির উত্তাপে ধরিলে সমস্ত অক্ষরগুলি স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিবে।

(অন্যপ্রকার)

সোরা	১ কাঁচ্চা
লবণ	১ „

এই দুইটি দ্রব্য অল্প পরিমাণ জলে গুলিয়া লিখিলে কিছুই পড়া যাইবে না, কিন্তু অগ্নির উত্তাপে ধরিবামাত্র লেখাগুলি ফুটিয়া উঠিবে।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

(অন্যপ্রকার)

তুঁতে	১ কাচ্চা
নিশাদল	১ „

এই দুইটী দ্রব্য একত্র গুলিয়া লিখিলেও কাগজে লেখার চিহ্নমাত্র দেখা যাইবে না, কিন্তু অগ্নিতাপে ধরিলেই বেশ পড়া যাইবে।

স্থায়ী কালি

ভূষা কালি	১½ ছটাক	ল্যাভেণ্ডার তৈল	১০ আউন্স
নীল	১ „	বার্ণিসের গঁদ	৩ তোলা

বার্ণিসের গঁদ উত্তমরূপে গুঁড়া করিয়া ল্যাভেণ্ডার তৈলের সহিত মিশাইবে, পরে মৃদু উত্তাপে বসাইয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। গঁদ তৈলের সহিত উত্তমরূপে মিশিয়া যাইলে, নামাইয়া উহার সহিত ভূষা কালি ও নীল মিশাইয়া বেশ করিয়া নাড়িয়া লইলে যে কালি প্রস্তুত হইবে, তাহা দ্বারা লিখিলে সে লেখা বহুদিন স্থায়ী হয়; এই জন্য দলিল প্রভৃতি লিখিবার সময় অনেকে এই কালি ব্যবহার করিয়া থাকেন।

স্থায়ী লাল কালি

(১) সোডিয়াম কারবোনেট	৬ ড্রাম	আরবীয় গঁদ	৬ ড্রাম
জল		১½ ছটাক	
(২) প্লাটিনিক ক্লোরাইড	২ ড্রাম	জল	২ ছটাক
(৩) ষ্টৈনাশ ক্লোরাইড	২ „	জল	½ „

তিনটী পৃথক পাত্রে ঐ তিন রকম দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া রাখ, তাহার পর যে কাগজে লেখা হইবে তাহা ১নং পদার্থে সিক্ত করিয়া তাহার উপর কোন একটী লৌহ দ্রব্য উত্তপ্ত করিয়া স্থাপন করিলে উহা শুষ্ক হইয়া যাইবে, তখন ২নং পাত্রের মিশ্র পদার্থের দ্বারা তাহার উপর যাহা ইচ্ছা লিখিয়া যাও। উহা শুষ্ক

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

হইলে ৩নং পাত্রের পদার্থ ঐ লেখার উপর বুলাইয়া দিলে সুন্দর আনীল লোহিতবর্ণ ফুটিয়া উঠিবে। ঐ লেখা বহুদিন অবিকৃত থাকিবে।

স্থায়ী সোণালী কালি

(১) ক্লোরাইড অফ গোল্ড এণ্ড সোডিয়াম	১ ভাগ	(২) অক্সেলিড এসিড	১ ভাগ
আরবীয় গঁদ	২ „	আরবীয় গঁদ	২ „
জল	১০ „	জল	৫ „

দুইটী পৃথক পাত্রে এই দ্রব্যগুলি মিশ্রিত করিয়া রাখ। যে কাপড় বা দ্রব্যের উপর লিখিতে হইবে ২নং পাত্রের মিশ্র পদার্থ দ্বারা প্রথমে তাহা সিক্ত করিয়া শুকাইয়া লইবে, তাহার পর ১নং পাত্রের পদার্থ দ্বারা লিখিয়া তাহার উপর উত্তপ্ত কোন লৌহ দ্রব্য চাপিয়া ধরিলে উত্তম সোণালী বর্ণ ফুটিয়া উঠিবে। লিখিবার সময় ময়ূর বা হাঁসের পাখার কলম ব্যবহার করিবে।

কপিং কালি

মাজুফল চূর্ণ	½ সের	সালফেট অফ আয়রণ	৪ আউন্স
আরবীয় গাম	১½ ছটাক	ভিনিগার	১ কোয়ার্ট
চিনি	১½ „	জল	৪ সের

এই দ্রব্যগুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া ১০।১২ দিন রাখিয়া দিবে এবং মধ্যে মধ্যে উত্তমরূপে নাড়িয়া-চাড়িয়া দিবে, তাহার পর ছাঁকিয়া লইলেই কপিং কালি প্রস্তুত হইবে।

(অন্যপ্রকার)

ভায়োলেট কালি	১ ভাগ
গ্লিসারিণ	৩ „

এই দুইটী দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া লইলেই কপিং ইঙ্ক প্রস্তুত হইবে।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

(অন্যপ্রকার)

মিছরী	½ ছটাক
মাৎগুড়	২½ কাঁচ্চা
উৎকৃষ্ট কাল কালি	১½ পাইণ্ট

এই কয়টী দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া লইলেই কপিং কালি প্রস্তুত হইবে।

রবারষ্ট্যাম্পের কালি

নিগ্রোসিন	৩ ভাগ	গ্লিসারিণ	৭০ ভাগ
এলকোহল	১৫ „	জল	১৫ „

এলকোহলে নিগ্রোসিন ফেলিয়া গলাইয়া লইবে, অপর পাত্রে জলে গ্লিসারিণ মিশাইয়া দুইটী দ্রব্য এক সঙ্গে নাড়িয়া-চাড়িয়া লইলেই রবারষ্ট্যাম্পের কালি প্রস্তুত হইবে।

রবারষ্ট্যাম্পের লাল রঙের কালি

ম্যাজেণ্টা	½ সের
গ্লিসারিণ	½ „
রেক্‌টিফায়েড স্পিরিট	২ আউন্স

স্পিরিটে ম্যাজেণ্টা দিয়া বেশ করিয়া মিশাইয়া লইবে, তাহার পর গ্লিসারিণ মিশাইলে রবারষ্ট্যাম্পের লাল রঙের কালি প্রস্তুত হইবে।

(অন্যপ্রকার)

অলক্তক	১ কাঁচ্চা	গ্লিসারিণ	১ ড্রাম
এমোনিয়া ওয়াটার	২ আউন্স	ডেক্সট্রিণ	৬ „

তেজস্কর এমোনিয়া ওয়াটারে আলতা ফেলিয়া গুলিয়া লইয়া তাহার সহিত অপর দুইটী দ্রব্য মিশ্রিত করিলেই উৎকৃষ্ট লাল রঙের রবারষ্ট্যাম্পের কালি প্রস্তুত হইবে।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

বেগুনী রঙ

বেগুনী রং	১ সের
গ্লিসারিণ	১/২ „
জল	১/২ „

জলের সহিত রং মিশাইয়া আগুনে চড়াইয়া দিবে, রং গলিয়া যাইলে গ্লিসারিণ মিশাইয়া পুনরায় আগুনে চাপাইবে।

(অন্যপ্রকার)

বেগুনী রং	১ কাঁচ্চা
এলকোহল	১/২ সের
গ্লিসারিণ	২ „

এলকোহলে রং মিশাইয়া তাহার সহিত গ্লিসারিণ মিশাইলেই বেগুনী কালি হইবে।

টাইপ-রাইটার যন্ত্রের ফিতার কালি

এনিলিন ব্ল্যাক	১/২ আউন্স
উৎকৃষ্ট এলকোহল	১৫ „
ঘনিভূত গ্লিসারিণ	১৫ „

এলকোহলে এনিলিন ব্ল্যাক গলাইয়া তাহার সহিত গ্লিসারিণ মিশাইলে টাইপরাইটার যন্ত্রের ফিতার কালি হইবে।

(অন্যপ্রকার)

এলকোহল	২ আউন্স	জল	২ আউন্স
এনিলিন কলার	১/৮ „	গ্লিসারিণ	৪ „

প্রথমে এলকোহলে এনিলিন মিশাইয়া পরে তাহার সঙ্গে জল ও গ্লিসারিণ মিশাইয়া লইবে।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

বস্ত্রাদিতে লিখিবার কালি

নাইট্রেট অফ সিলভার	৪ ড্রাম	উষ্ণ জল	½ সের
আরবীয় গঁদ	৪ „	ক্যাপ গ্রীণ	সামান্য
কার্ব্বনেড অফ সোডা	১½ আউন্স		

উষ্ণ জলে নাইট্রেট অফ সোডা দ্রব করিয়া তাহাতে গঁদ মিশ্রিত করিয়া সামান্য গ্রীণ রং মিশাইয়া লইবে। অপর একটী পাত্রে দেড় পোয়া আন্দাজ জলে কার্ব্বনেট অফ সোডা মিশাইয়া বস্ত্রের যে স্থান চিহ্ন করিবার আবশ্যক ধৌত করিয়া শুকাইয়া লইবে। তৎপরে ঐ স্থানে ঐ কালি দিয়া লিখিলে বা কোন চিহ্ন অঙ্কিত করিলে তাহা আর উঠিয়া যাইবে না।

(অন্যপ্রকার)

কষ্টিক	½ ছটাক	পরিস্রুত জল	১ ছটাক
জল	১ সের	চিনি	২ তোলা
টার্টারিক এসিড	১ তোলা	গঁদ	৩ „
সোডা	৩ কাঁচ্চা	ভূষা কালি	১ „

দুইটী পৃথক কাচপাত্রে অর্দ্ধ সের হিসাবে জল রাখিয়া উহার একটিতে কষ্টিক ও অপরটীতে সোডা ভিজাইয়া লইয়া, ঐ দুইটী পদার্থ এক সঙ্গে মিশ্রিত করিলে, উহার তলায় দইয়ের মত একপ্রকার পদার্থ জমা হইয়াছে দেখিতে পাইবে। ব্লটিং কাগজ দ্বারা জলটা ছাঁকিয়া উক্ত পদার্থটী বাহির করিয়া লইবে। এক্ষণে উহার সহিত যথাক্রমে টার্টারিক এসিড, পরিস্রুত জল, চিনি, গঁদ ও ভূষা কালি মিশ্রিত করিলেই বস্ত্রে মার্কা দিবার কালি প্রস্তুত হইবে।

(অন্য প্রকার)

নাইট্রেট অফ সিলভার	১ আউন্স	গঁদ	১ কাঁচ্চা
টার্টারিক এসিড	৩ ড্রাম	এমোনিয়া	আবশ্যক মত

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

নাইট্রেট অফ সিলভার ও টার্টারিক এসিড একত্র চূর্ণ করিয়া অল্প পরিমাণ জল উহাতে মিশাইবে, তাহার পর প্রয়োজনমত এমোনিয়া দ্বারা এ গুলি দ্রব করিয়া গঁদ মিশাইবে।

লিথোগ্রাফের কালি

মাস্টিক	৮ আউন্স	মোম	১ পাউণ্ড
গলিত লাক্ষা	১২ ,,	বসা	৬ আউন্স
তার্পিণ	১ ,,	টেলো সোপ	৬ ,,
ভূষা কালি	৪ আউন্স		

প্রথম তিনটি দ্রব্য একত্র করিয়া অগ্নির উত্তাপে বসাইয়া গলাইয়া লও, তাহার পর উহাতে মোম ও বসা দিয়া যখন দেখিবে উহা বেশ গলিয়া গিয়াছে, তখন উহার সহিত টেলো সোপ দিয়া নাড়িতে থাকিবে, সকল দ্রব্য উত্তমরূপে মিশিয়া যাইলে ভূষা কালি দিয়া বেশ করিয়া নাড়িবে। একটু ঠাণ্ডা হইয়া আসিলে ছাঁচে ঢালিবে অথবা কোন শিলা-ফলকের উপর ঢালিয়া ঠাণ্ডা হইলে চতুষ্কোণ টুকরা করিয়া কাটিবে।

(অন্যপ্রকার)

টেলো সোপ	৩০ ভাগ	সোডা	৩০ ভাগ
মাস্টিক	৩০ ,,	গলিত লাক্ষা	১৫০ ,,
ভূষা কালি	১২ ভাগ		

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রথম চারিটি দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া ভূষা কালি মিশাইবে, তাহার পর ঠাণ্ডা হইয়া আসিলে ছাঁচে ঢালিয়া লইবে।

মার্কিং কালি

রিসরসিন ব্লু	২ ড্রাম	উষ্ণ পরিস্রুত জল	১½ সের
ঠাণ্ডা পরিস্রুত জল	৩ কাঁচ্চা	অক্সালিক এসিড	২০ গ্রেণ
চিনি	½ ছটাক		

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

প্রথম দুইটি পদার্থ মিশাইয়া মধ্যে মধ্যে নাড়িয়া দুই ঘণ্টা রাখিয়া দাও, তাহার পর উহার সহিত অপর দ্রব্যগুলি মিশাইয়া উত্তমরূপে নাড়িয়া লইবে।

কমলা লেবু রঙের মার্কিং কালি

এনিলাইন অরেঞ্জ	২ ড্রাম
চিনি	১ তোলা
পরিস্রুত জল	১ পোয়া

উক্ত দ্রব্যগুলি একত্র মিশ্রিত করিলে কমলা লেবু রঙের কালি হইবে।

হস্তি দন্তের উপর লিখিবার কালি

নাইট্রেট অফ সিলভার	৩ ভাগ	পরিস্রুত জল	৩০ ভাগ
আরবীয় গঁদ	২০ „	যে কোন রং	আবশ্যকমত

১০ ভাগ জলে নাইট্রেট অফ সিলভার এবং অপর পাত্রে ২০ ভাগ জলে গঁদ ভিজাইবে। উহা জলের সহিত বেশ মিশিয়া যাইলে দুইটি এক সঙ্গে করিয়া যে রঙের কালির প্রয়োজন সেই রং মিশাইয়া লইবে। এই কালির দ্বারা গজদন্ত নির্ম্মিত দ্রব্য ও কাচের উপর বেশ লেখা যায়।

কাচের উপর লিখিবার কালি

সোডিয়াম সিলিকেট	২ ভাগ
তরল ভারতীয় কালি	১ „

এই দুইটী দ্রব্য মিশ্রিত করিলে যে কালি প্রস্তুত হইবে, তদ্দ্বারা কাচের উপর লিখিলে তাহা স্থায়ী হইবে।

(অন্যপ্রকার)

এলকোহল	১৫০ ভাগ	জল	২৫০ ভাগ
রোজিন বা ধুনা	২০ „	বোরাক্স	৩৫ „
নীল রং		পরিমাণমত	

একটী পাত্রে এলকোহলের সহিত রোজিন বা ধুনা মিশ্রিত করিয়া রাখ, তাহার পর আর একটী পাত্রে জলের সহিত বোরাক্স দ্রবীভূত করিয়া প্রথম পাত্রে

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

ফোঁটা ফোঁটা করিয়া ফেলিয়া নাড়িতে থাক। ইহার সহিত রং মিশাইলে কাচে লেখা কালি হইবে।

জুতা ব্রুসের কালি

সুইট অয়েল	৪ ড্রাম	তুঁতে	১ কাঁচ্চা
কোতরা গুড়	১ ছটাক	ভিনিগার	১ আউন্স
আইভরি ব্ল্যাক	৩ আউন্স	জল	১২ পোয়া

প্রথমে সুইট অয়েলের সহিত কোতরা গুড় ও আইভরি ব্ল্যাক একে একে দিয়া উত্তমরূপে মিশাইয়া লইবে, তাহার পর উহার সহিত তুঁতে, ভিনিগার ও জল মিশাইয়া উত্তমরূপে নাড়িয়া লইলেই জুতা ব্রুসের কালি প্রস্তুত হইবে।

জুতায় মাখাইবার কালি

মাজুফল চূর্ণ	১৫০ ভাগ	ফটকিরি	১৫ ভাগ
তুঁতে অথবা হীরাকস	১০ "	ভিনিগার	২৫০ "
দানাদার শর্করা	৬০ "	লবণ	২০ "
পরিস্রুত জল	৪০০০ ভাগ		

জলের সহিত ঐ দ্রব্যগুলি মিশ্রিত করিয়া ধীরে ধীরে ফুটাইয়া লইবে। শীতল হইলে বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লইলে উত্তম কালি হইবে।

কোব্রা কালি

রেক্টিফায়েড স্পিরিট	২৪ আউন্স	শিরীষ	২ আউন্স
বকম কাঠ	৮ "	মাজুফল	২ ড্রাম
নরম সাবান	১ ড্রাম		

প্রথমে বকম কাঠ স্পিরিটে ভিজাইয়া উহার সহিত অপর দ্রব্যগুলি মিশ্রিত করিয়া ৭।৮ দিন ভিজাইয়া রাখিবে। তাহার পর বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া লইলে জুতায় মাখাইবার কালি প্রস্তুত হইবে।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

ছাপার কাল কালি

তিসির তৈল	৩ সের	টার্পিণের সাবান	২ সের
কাল রজন	৪½ "	ভূষা কালি	৩½ "
প্রুসিয়ান ব্লু	১ ছটাক	সিন্দুর	১½ ছটাক

ছাপার কালি তৈয়ার করিতে তিসির তৈলের বার্ণিস প্রথমে প্রস্তুত করিয়া লওয়া আবশ্যক। এই কার্য্যের জন্য প্রায় অর্দ্ধ মণ জিনিষ ধরে এমন একটী লৌহ পাত্রের আবশ্যক; কারণ তৈল অগ্নির উত্তাপে বসাইলে উথলিয়া ফেণা হইয়া পড়িয়া যাইবার এবং জ্বলিয়া উঠিবার সম্ভাবনা। উক্ত পাত্রে তিসির তৈল ঢালিয়া অগ্নির উত্তাপে বসাইবে। কিছুক্ষণ জ্বাল দিবার পর উহাতে ফেণা হইয়া উথলিয়া উঠিবে এবং এক প্রকার গন্ধ বাহির হইবে। ফেণা মরিয়া যাইলে অগ্নির উত্তাপ হইতে নামাইয়া উহার উপর একটী পাত্র চাপা দিবে। কিয়ৎক্ষণ পরে তৈল ঘন হইয়া আসিবে, সেই সময়ে রজন চূর্ণ করিয়া উহাতে ঢালিয়া দিয়া উত্তমরূপে নাড়িবে, পরে সাবান খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া উহাতে দিয়া পুনরায় অগ্নির উত্তাপে বসাইয়া নাড়িতে থাকিবে। এইরূপে সাবান গলিয়া পুনরায় ফেণা উঠিয়া যখন মরিয়া যাইবে, তখন অগ্নির উপর হইতে নামাইয়া উহা একটী মৃণ্ময়পাত্রে ঢালিয়া লইবে, পরে উহার সহিত নীল ও ভূষা কালি মিশাইয়া বেশ করিয়া নাড়িবে। তৎপরে সিন্দুর মিশাইয়া কিয়ৎক্ষণ নাড়িলেই ছাপার কালি প্রস্তুত হইবে।

(অন্যপ্রকার)

বালসম কোপেবা	৯ আউন্স	প্রুসিয়ান ব্লু	৫ ড্রাম
ভূষা কালি	১½ ছটাক	ইণ্ডিয়ান রেড	১½ কাঁচ্চা
নীল	৫ ড্রাম	সাবান পীতবর্ণ	১½ ছটাক

এই দ্রব্যগুলি একত্র মিশাইয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া পরিমাণমত তিসি তৈলের বার্ণিস মিশাইলেই ছাপার কালি হইবে।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

(অন্যপ্রকার)

ভূষা কালি	১ ছটাক	গ্লিসারিণ	২ ছটাক
সাবান	১ পোয়া	ব্লু রং	২ কাঁচ্চা
টার্পিণ তৈল	১ „	নীল	২ „
সূক্ষ্ম কয়লার গুঁড়া	১ ছটাক	অকজ্যালিক এসিড	½ ছটাক
গরম জল	½ ছটাক		

একটী পাত্রে তার্পিণ তৈলের সহিত গ্লিসারিণ মিশাইয়া মৃদু তাপে জ্বাল দিবে। তৎপরে ভূষা কালি, সাবান ও কয়লার গুঁড়া একে একে অল্প অল্প করিয়া ঢালিয়া পুনরায় অগ্নির উপর বসাইবে। অপর পাত্রে ব্লু রং, নীল ও অকজ্যালিক্ এসিড জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া লইয়া প্রথম পাত্রের সহিত মিশাইলেই উত্তম ছাপার কালি প্রস্তুত হইবে।

ছাপার লাল কালি

কোচি নীল	½ পোয়া	ক্লোরেট অফ টিন	½ ছটাক
জল	৩ সের	ফটকিরি	½ „

জলের সহিত কোচি নীল মিশাইয়া আগুনে চাপাইবে। উহা বেশ মিশিয়া যাইলে ছাঁকিয়া লইবে। শীতল হইলে উহার সহিত অপর দ্রব্য দুইটী মিশাইয়া বাতাসে রাখিয়া দিলে ঘন হইয়া ছাপার লাল কালি প্রস্তুত হইবে।

(অন্যপ্রকার)

কমলা লেবুর রং	১ ছটাক
চীনের সিন্দুর	½ „
গ্লিসারিণ	পরিমাণমত

এই তিনটী দ্রব্য মিশাইয়া লইলেই ছাপার লাল কালি প্রস্তুত হইবে।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

ছাপার সবুজ কালি

নীল	১ ছটাক
হরিদ্রা রং	১ „
গ্লিসারিণ	পরিমাণমত

এই তিনটী দ্রব্য একত্র মিশাইলেই ছাপিবার সবুজ কালি হইবে।

ছাপার নীল কালি

প্রুসিয়ান ব্লু	সম পরিমাণ
সাবান	সম পরিমাণ
গ্লিসারিণ	সম পরিমাণ

প্রুসিয়ান ব্লুর সহিত সাবান ও গ্লিসারিণ মিশাইয়া লইলেই ছাপার নীল কালি হইবে।

ছাপার বেগুনী কালি

বেগুনী রং	১ ছটাক
নীল রং	১ „
গ্লিসারিণ	২ আউন্স

এই তিনটি দ্রব্য একত্র মিশাইলেই ছাপার উত্তম বেগুনী কালি প্রস্তুত হইবে।

ছাপার পীতবর্ণ কালি

অরেঞ্জ ক্রোম	১ ছটাক
তিসির তৈল	১ „

এই দুইটী দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া লইলেই পীতবর্ণের কালি প্রস্তুত হইবে।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

রং প্রকরণ, বার্ণিস প্রভৃতি প্রস্তুত প্রণালী

কাল রং

ময়দা	½ সের	হরিদ্রা প্রসিয়েট	½ সের
লগউড	১½ "	কাল মণ্ড	৩ পোয়া
গঁদ	১½ পোয়া	নাইট্রেট্ অফ আয়রণ	১ "

পরিমাণমত জলে লগউড ভিজাইয়া লইয়া উহার সহিত গঁদ, ময়দা ও হরিদ্রা প্রসিয়েট মিশাইয়া আগুনের উপর চাপাইবে। অগ্নির তাপে জলীয় ভাগ উবিয়া যাইলে কাল মণ্ড ও নাইট্রেট্ অফ আয়রণ অপর পাত্রে উত্তপ্ত করিয়া লইয়া উহার সহিত মিশাইলে পাকা কাল রং প্রস্তুত হইবে।

নীল রং

টিন পালপ্	১½ সের	ডবল মিউরিয়েট অফ টিন	৩ সের
টার্টারিক এসিড	৫ পোয়া	গঁদের জল	৩ "
পরিষ্কৃত জল	৩ সের		

একটী পাত্রে টিন পালপ্ ও টার্টারিক এসিড মিশ্রিত করিয়া অগ্নির মৃদু তাপে চাপাইবে। উহার জলীয় অংশ নষ্ট হইলে, নামাইয়া সূক্ষ্ম বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে। মিউরিয়েট অফ টিন ১০০ ডিগ্রি তাপে উত্তপ্ত করিয়া ঐ চূর্ণের সহিত মিশাইয়া উহার উপর গঁদের জল ঢালিয়া দিবে। উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া সতর্কতার সহিত অগ্নির মৃদু উত্তাপে বসাইবে। সাবধান যেন তাপমান যন্ত্রের ১২০ ডিগ্রির অধিক উত্তাপ না হয়। এই ভাবে অর্দ্ধঘণ্টা অগ্নির তাপে রাখিয়া নামাইয়া লইবে এবং ঠাণ্ডা হইয়া আসিলে পুনরায় ছাঁকিয়া লইলেই উৎকৃষ্ট নীল রং প্রস্তুত হইবে।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

(অন্যপ্রকার)

বোরেট অফ লাইম	৬ ভাগ	লিথারেজ বা মুদ্রাশঙ্খ	৫ ভাগ
অক্সাইড অফ জিঙ্ক	৩ „	ফেল্ডস্পার	৪ „
অক্সাইড অফ কোবাল্ট	২ ভাগ		

এই কয়টী দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া লইলেই উৎকৃষ্ট নীল রং প্রস্তুত হইবে।

গাঢ় নীল রং

হোয়াইট লেড	১৫ ভাগ
প্রুসিয়ান ব্লু	১ „

এই দুইটী দ্রব্য একত্রে মিশাইলেই গাঢ় নীল রং প্রস্তুত হইবে।

ব্লু ব্ল্যাক রং

ভূষা কালি	৯ ভাগ
প্রুসিয়ান ব্লু	১ „

এই দুইটী দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া লইলেই উত্তম ব্লু ব্ল্যাক রং প্রস্তুত হইবে।

সবুজ রং

নীলবড়ির সার	½ সের
ফটকিরি	১ পোয়া
কষ্টিক	১¼ সের

প্রথম ফটকিরির সহিত নীলবড়ির সার একত্র মিশ্রিত করিয়া অগ্নির তাপে বসাইবে। তৎপরে কষ্টিক মিশাইয়া ৮।১০ মিনিট জ্বাল দিলেই সবুজ রং প্রস্তুত হইবে।

(অন্য প্রকার)

মুদ্রাশঙ্খ	২০ ভাগ	কাচ চূর্ণ	২½ ভাগ
ফ্লিণ্ট	১২ „	চা খড়ি চূর্ণ	২½ „
অক্সাইড অফ কপার	২ „	অক্সাইড অফ ক্রোম	১½ „

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

এই কয়টী দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া লইলেই উত্তম সবুজ রং হইবে।

ব্রাউন রং বা পিঙ্গল বর্ণ

ক্রুড এণ্টিমনি	৬ ভাগ
ম্যাঙ্গানিজ	১ "
অক্সাইড অফ আয়রণ	½ "

এই তিনটী দ্রব্য মিশাইলেই ব্রাউন রং বা পিঙ্গল বর্ণ হইবে।

হরিদ্রা বর্ণ রং

টিন এসেচ	৪½ ভাগ	লিথারেজ	১ ভাগ
ক্রুড এণ্টিমনি	১ "	রেড ওচার	১ "

এই কয়টী দ্রব্য মিশাইয়া লইলেই হরিদ্রা বর্ণের রং প্রস্তুত হইবে।

বেগুনী রং

আলট্রামেরিণ ব্লু	৩ ভাগ
রোজ লেক	২ "
উত্তম আইভরি ব্ল্যাক	১ "

এই তিনটী দ্রব্য মিশাইয়া লইলেই বেগুনী রং হইবে।

লাল রং

কাকনিল	৪ পাউণ্ড	টার্টার	৩ পাউণ্ড
বার্ক	১½ "	স্কারলেট স্পিরিট	২ কোয়ার্ট

প্রথমে কাকনিল ও বার্ক একত্র সিদ্ধ করিয়া অগ্নির উপর হইতে নামাইয়া রাখিবে, কিয়ৎক্ষণ পরে উহার সহিত অপর দুইটী দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া প্রায় এক ঘণ্টাকাল মৃদু উত্তাপে জ্বাল দিয়া নামাইয়া লইলেই লাল রং প্রস্তুত হইবে।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

গোলাপী রং

কাকনিল	১ পাউণ্ড	টার্টারিক এসিড	১ পাউণ্ড
ডবল মিউরিএট অফ টিন	$\frac{3}{4}$ পাইণ্ট	এমোনিয়া	$\frac{1}{4}$ পাইণ্ট
অকজেলিক এসিড	৬ আউন্স		

প্রথম তিনটী দ্রব্য একত্র মিলাইয়া ১৫ মিনিট কাল ৩০০ ডিগ্রি উত্তাপে জ্বাল দিবে; পরে শীতল হইলে উহার সহিত এমোনিয়া ও অকজেলিক এসিড মিশাইয়া কিয়ৎকাল জ্বাল দিলেই গোলাপী রং প্রস্তুত হইবে।

বস্ত্রাদি রঞ্জিত করিবার প্রণালী

লাল রং

হোয়াইট লেড	১ ভাগ
স্কারলেট লেক	১ "

এই দুইটি দ্রব্য একত্র মিশাইলেই বস্ত্রাদি রঞ্জিত করিবার জন্য লাল রং প্রস্তুত হইবে। উহার সহিত পরিমাণমত জলে দ্রব্য দুইটী গুলিয়া লইতে হইবে।

(অন্যপ্রকার)

(এক মন দশ সের সূতা বা কাপড় এই রংয়ে রঞ্জিত হইবে।)

এলাম বা ফটকিরি	১০ সের	মিউরিয়েট অফ টিন	২$\frac{1}{2}$ সের
টার্টার	২$\frac{1}{2}$ "	ম্যাডার মঞ্জিষ্ঠা	৩৭ "
জল	পরিমাণমত		

প্রথমে একটী পাত্রে ফটকিরি, টার্টার ও মিউরিয়েট অফ টিন এক সঙ্গে মিশ্রিত করিবে। ঐ গুলি উত্তমরূপে গলিয়া যাইলে, দুই ঘণ্টা অগ্নির তাপে ফুটাইবে। তৎপরে নামাইয়া সমস্ত রাত্রি রাখিয়া দিবে। তৎপরে পরিষ্কৃত জলে মঞ্জিষ্ঠা দ্রব করিয়া উহার সহিত মিশাইয়া তাহাতে সূতা বা বস্ত্রাদি দিয়া মৃদু উত্তাপে এক ঘণ্টা বসাইয়া রাখিবে এবং যাহাতে সকল জিনিষ সমভাবে রঞ্জিত হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবে। তৎপরে ধৌত করিয়া শুকাইতে দিবে।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

রেশম রং করিবার লাল রং

(অর্দ্ধসের দ্রব্য রঞ্জিত হইবে)

এলাম বা ফটকিরি	৩ আউন্স	চূর্ণ মাজুফল	২ আউন্স
কোচিনিল বা অলক্ত	৩ „	ক্রিম অফ টার্টার	½ „
জল		১ ভাঁড়	

হাতে সহ্য হয় এমন গরম জলে এলাম বা ফটকিরি এক ঘণ্টা ফেলিয়া রাখিবে; পৃথক একটী ভাঁড় বা মৃৎপাত্রে অলক্ত, মাজুফল চূর্ণ ও ক্রিম অফ টার্টার ১০ মিনিট কাল জ্বাল দিয়া দুইটী জিনিষ মিশাইয়া, একটু ঠাণ্ডা হইয়া আসিলে রেশম বা রেশমী বস্ত্র উহাতে ডুবাইয়া পুনরায় অগ্নির উপর বসাইয়া দিবে এবং রঞ্জিত করিবার দ্রব্যগুলি উহাতে এক ঘণ্টা ধরিয়া ডুবাইতে থাকিবে, তাহার পর জলে কাচিয়া শুষ্ক করিয়া লইবে।

পশম বা পশমী বস্ত্র রং করিবার লাল রং

(২০ সের দ্রব্য রঞ্জিত হইবে)

ল্যাক ডাই	৩ পোয়া	টার্টার	২ সের
সলফিউরিক এসিড	৩ „	টিন লিকার	৫ পোয়া
গরম জল		পরিমাণমত	

প্রথমে ল্যাক ডাই ও সলফিউরিক এসিড একত্র মিশ্রিত করিয়া লেই বা মণ্ড তৈয়ার করিয়া রাখ; তৎপরে টার্টার ও টিন লিকার পরস্পর মিশাইয়া উহার সহিত ঐ মণ্ড মিশ্রিত করিবে এবং গরম জলে ঐ মিশ্রিত দ্রব্য ফেলিয়া নাড়িয়া দিলেই লাল রং হইবে। ঐ রংয়ে পশম বা পশমী বস্ত্র সিক্ত করিয়া লইলেই উহা লালবর্ণে রঞ্জিত হইবে।

কাল রং (২০ সের সূতা বা সূতী কাপড় রঞ্জিত হইবে)

সুমাক	১৫ সের	হীরাকস	২ সের
চুণের জল	পরিমাণ মত	কুঙ্কুম	১০ „
বাইক্রোমেট অফ পটাস		½ সের	

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

প্রায় এক ঘণ্টাকাল সুমাকে সূতা বা বস্ত্র ফুটাইয়া লইয়া সমস্ত রাত্রি ঝুলাইয়া রাখিবে। তৎপরে পৌণে একঘণ্টা ঐ দ্রব্য চূণের জলে ডুবাইয়া তুলিয়া লইবে। এক ঘণ্টা কাল ঐগুলি একস্থানে ঝুলাইয়া রাখিবে। পরে সুমাকের জলে হীরাকস ফেলিয়া সেই জলে ঐগুলিকে ভিজাইবে। এক ঘণ্টা পরে তুলিয়া পুনরায় চূণের জলে সিক্ত করিবে। পরে কুসুমের জল প্রস্তুত করিয়া সেই জলে ঐ দ্রব্যগুলি আড়াই ঘণ্টা জ্বাল দিবে, তৎপরে নূতন জলে বাইক্রোমেট অফ পটাস দিয়া উহাতে ঐ দ্রব্যগুলি পুনরায় ঘণ্টাখানেক ভিজাইয়া পরিষ্কার শীতল জলে কাচিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে।

সবুজ রং

(২০ সের সূতা বা সূতী বস্ত্র রঞ্জিত হইবে।)

ফাষ্টিক	১০ পাউণ্ড	নরম সাবান	২$\frac{১}{২}$ কোয়ার্ট
ব্লু ভাইট্রল	১০ আউন্স	লগউড চিপস্	১$\frac{১}{৪}$ পাউণ্ড

কোন একটী পিত্তলের পাত্রে লগউড সমস্ত রাত্রি ভিজাইয়া রাখিবে। প্রাতঃকালে উহার সহিত অপর দ্রব্যগুলি মিশ্রিত করিয়া আগুনের উপর চাপাইবে। উহা বেশ গরম হইয়া উঠিলেই উহাতে সূতা বা বস্ত্র দিয়া নাড়াচাড়া করিয়া লইলেই উহা সবুজবর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিবে।

রেশম রং করিবার সবুজ রং

গ্রীণ ইবনি	পরিমাণমত
সালফেট অফ ইন্ডিগো	পরিমাণমত

গ্রীণ ইবনি জলে মিশ্রিত করিয়া ফুটাইয়া লইবে। উহা বেশ থিতাইলে, হাত সওয়া গরম থাকিতে থাকিতে উপরিস্থিত পরিস্কার জলে রেশমগুলি ডুবাইতে থাকিবে। উহা হরিদ্রা বর্ণ ধারণ করিলে, অপর পাত্রে জলে সলফেট অফ ইন্ডিগো মিশাইয়া সেই জলে রেশম ডুবাইলেই সবুজ রং হইবে।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

পশম ও রেশম রং করিবার সবুজ রং

ইয়োলো ওক এবং হিকারী বার্ক সম পরিমাণ লইয়া জলে মিশাইয়া ফুটাইলেই হরিদ্রা বর্ণ ধারণ করিবে। উহার সহিত অল্প পরিমাণ ইন্‌ডিগো এক্সট্রাক্ট মিশাইলেই রেশম বা পশম রং করিবার সবুজ রং প্রস্তুত হইবে।

বেগুনী রং

(অর্দ্ধমণ পরিমাণ দ্রব্য রঞ্জিত হইবে।)

(ক) ফটকিরি	১½ সের	চূর্ণ অলক্ত	½ সের
মিউরিয়েট অফ টিন	৪ টি-কাপ	ক্রিম অফ টার্টার	১ ,,
(খ) ব্রাজিল উড	১½ সের	ফটকিরি	২ ,,
লগউড	৩½ ,,	মিউরিয়েট অফ টিন	৮ টি-কাপ
এক্সট্রাক্ট অফ ইণ্ডিগো	সামান্য পরিমাণ		

প্রথমে একটি পাত্রে ফটকিরি, মিউরিয়েট অফ টিন এবং ক্রিম অফ টার্টার মিশাইয়া ২০ মিনিট জ্বাল দিয়া উহার সহিত চূর্ণ অলক্ত মিশাইয়া অন্ততঃ ৫ মিনিট অগ্নির তাপে রাখিবে। ইহাতে বস্ত্রাদি ঘণ্টা দুই ভিজাইয়া লইয়া উহা হইতে তুলিয়া দ্বিতীয় পাত্রে ডুবাইয়া দিবে। দ্বিতীয় পাত্রে ব্রাজিল উড, লগউড, ফটকিরি, মিউরিয়েট অফ টিন ও সামান্য পরিমাণ এক্সট্রাক্ট অফ ইণ্ডিগো পূর্ব্ব হইতে মিশাইয়া জল প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। এই জলে বস্ত্রাদি ভিজাইলেই উহা বেগুনী রং হইয়া যাইবে।

হলদে রং

(২০ সের কার্পাস সূত্র বা বস্ত্র রঞ্জিত হইবে)

সুগার অফ লেড	৩½ পাউণ্ড
বাইক্রোমেট অফ পটাস	২ ,,

সুগার অফ লেডে দ্রব্যগুলি ঘণ্টা দুই ভিজাইয়া রাখিবে, তৎপরে বাইক্রোমেট অফ পটাসের জল তৈয়ার করিয়া উহাতে ভিজাইলেই হলদে রং হইয়া

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

যাইবে। যদি প্রথমবারে মনোমত রং না হয়, তাহা হইলে পুনরায় ঐ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে।

রেশম রং

সুগার অফ লেড	৭½ আউন্স
ফটকিরি	১ সের
ফাষ্টিক	১০ পাউণ্ড

প্রথম দুইটী দ্রব্য মিশাইয়া জল তৈয়ার করিয়া উহাতে রেশমী দ্রব্য ১০।১২ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিবে। তৎপরে ঐ পাত্র হইতে তুলিয়া জল ঝরিয়া যাইতে দিবে। পরে ফাষ্টিক দিয়া দ্বিতীয় পাত্রে জল করিয়া উহাতে ভিজাইবে। যত অধিকক্ষণ রাখিবে রং তত গাঢ় হইবে।

টুপী রং করিবার প্রণালী

কাল রং

লগউডের বেশ তেজাল জল তৈয়ার করিয়া তাহার সহিত সামান্য হীরাকস মিশাইয়া তাহাতে খড়ের টুপী বা পশমী টুপী সমস্ত রাত্রি ভিজাইয়া প্রাতঃকালে তুলিয়া বাতাসে শুকাইতে দিবে। যদি ঐ কাল রং অপছন্দ হয়, পুনরায় ঐ প্রক্রিয়ায় আর একবার চেষ্টা করিবে।

লাল রং

ব্রাজিল উড চূর্ণ পটাসের ক্ষার জলের সহিত মিশাইয়া আগুনে ফুটাইয়া লইবে। খড়ের টুপী উহাতে ফেলিয়া কিছুক্ষণ জ্বাল দিলে উত্তম লাল রং হইবে।

নীল রং

প্রচুর পরিমাণ পটাস লাইএর সহিত অর্দ্ধসের পরিমাণ লিটমাস কিংবা লাকমাস চূর্ণ মিশাইয়া ছাঁকিয়া লইবে, তৎপরে আগুনে ফুটাইয়া উহাতে টুপী রং করিবে।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

গোলাপী রং

দুই ভাগ নীলের আরক, আড়াই ভাগ কমন গ্রাফাইট এবং পাঁচ ভাগ অর্চিল একত্র মিশ্রিত করিয়া কিয়ৎক্ষণ মৃদু জ্বালে রাখিয়া নামাইয়া লইবে এবং জল ঠাণ্ডা হইলে উহাতে টুপী রং করিবে।

হস্তিদন্ত রং করিবার প্রণালী

কাল রং

হস্তিদন্ত নির্ম্মিত কোন দ্রব্যের উপর কাল রং ফলাইতে হইলে সেই দ্রব্যটীকে প্রথমতঃ পটাস বা সোডা লাই দ্বারা উত্তমরূপে ধৌত করিয়া লইয়া সিলভার নাইট্রেটের জলের মধ্যে কিয়ৎক্ষণ রাখিলেই উহা কাল বর্ণ ধারণ করিবে। জল হইতে তুলিয়া রৌদ্রে শুকাইতে দিবে।

লাল রং

খানিকটা জলে এসিটিক এসিড বা অল্প পরিমাণ এনিলিন রেড মিশ্রিত করিয়া সেই জলে গজদন্তের কোন দ্রব্য কিয়ৎক্ষণ ভিজাইয়া রাখিবে, তাহার পর তুলিয়া শুষ্ক হইলে ভিয়ানা লাইম দ্বারা পালিশ করিয়া লইবে।

হরিদ্রা রং

খানিকটা জলে লেড এসিটেট ফেলিয়া উহা দ্রব হইলে সেই জলে হাতীর দাঁতের জিনিষ কয়েক ঘণ্টা ডুবাইয়া রাখিবে। পরে উহা হইতে উত্তোলন করিয়া জল শুষ্ক হইলে পোটাসিয়াম ক্রমেটের জলে ডুবাইলে উহার রং হলদে হইবে।

কাষ্ঠ রঞ্জিত করিবার প্রণালী

সাধারণ কাষ্ঠে আবলুশ রং

হীরাকস	১ পোয়া	বকম কাষ্ঠ	২ ছটাক
মাজুফল	২ ছটাক	জল	২ সের

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

একটী পাত্রে এক সের আন্দাজ জল লইয়া তাহাতে হীরাকস দিয়া ফুটাইবে। জল কতকটা মরিয়া যাইলে যে কাষ্ঠে রং করিতে হইবে, সেই কাষ্ঠে এই জল ৩।৪ বার বেশ করিয়া মাখাইয়া শুকাইতে দিবে। অপর পাত্রে বাকি জলের সহিত মাজুফল ও বকম কাষ্ঠ দিয়া ঐ ভাবে আগুনে ফুটাইবে। জল কতকটা কমিয়া যাইলে ঐ জল সেই কাষ্ঠে পুনঃ পুনঃ মাখাইতে থাকিবে। ইহার ফলে ঐ কাষ্ঠ আবলুশ কাষ্ঠের মত হইবে, তখন আর উহাকে চিনিবার উপায় থাকিবে না।

(অন্যপ্রকার)

হীরাকস	১½ কাঁচ্চা	ষ্টীল ফিলিংস	৭ আউন্স
লগউড	৭ আউন্স	ভিনিগার	¼ পাইন্ট

এক পাইন্ট গরম জলে হীরাকস ও লগউড খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিয়া দিবে। ঐ জল গরম থাকিতে থাকিতে কাঠের উপর বেশ করিয়া মাখাইবে। উহা শুষ্ক হইলে ভিনিগারে ষ্টীল ফিলিংস দিয়া দ্রব করিয়া লইয়া ঐ কাষ্ঠে লাগাইলেই উহা আসল আবলুশ কাষ্ঠের বর্ণ ধারণ করিবে।

সাধারণ কাষ্ঠে মেহগ্নি রং

মঞ্জিষ্ঠা	½ পোয়া	কার্ব্বনেট অফ পটাস	½ ছটাক
বকম কাষ্ঠ	½ ছটাক	জল	৬ সের

মঞ্জিষ্ঠা ও বকম কাষ্ঠে হামানদিস্তায় বেশ করিয়া চূর্ণ করিয়া, একটী পাত্রে সের দুই জলের সহিত উহা আগুনে চাপাইবে। বার বার কাটি দিয়া নাড়িতে নাড়িতে যখন দেখিবে জলে বেশ রং ধরিয়াছে, তখন মৃদু উত্তাপে আরও কিয়ৎ-ক্ষণ বসাইয়া রাখিবে। পরে যে কাষ্ঠে রং করিতে হইবে, সেই কাষ্ঠ ঐ জল গরম থাকিতে থাকিতে, তাহার উপর বেশ করিয়া মাখাইয়া দিবে। উহা শুষ্ক হইলে পুনরায় মাখাইয়া শুকাইতে দিবে। এই ভাবে ৪।৫ বার মাখাইবার পর বেশ করিয়া শুকাইয়া লইবে। পরে বাকি জলে কার্ব্বনেট অফ পটাস ফেলিয়া যে জল প্রস্তুত হইবে, সেই জল ঐ কাষ্ঠে মাখাইলেই উহা মেহগ্নি কাষ্ঠের মত রং

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

ধারণ করিবে, তখন উহাকে আর নকল মেহগ্নি বলিয়া সহজে চিনিবার উপায় থাকিবে না।

কাষ্ঠ রং করিবার কাল রং

হোয়াইট সেলাক	৬ আউন্স
ভেজিটেবল ব্ল্যাক	৩ "
মিথিলেটড স্পিরিট	১½ পাইন্ট

এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া লইলে সাধারণ কাষ্ঠ রং করিবার কাল রং প্রস্তুত হইবে।

(অন্যপ্রকার)

ভূষা কালি	½ সের
গ্রাউণ্ড আইরণ স্কেল	২½ "
ভিনিগার	৫ সের

ভিনিগারের সহিত ঐ দুইটী দ্রব্য মিশাইয়া লইলেই কাল রং হইবে।

চর্ম্ম রং করিবার প্রণালী

পাকা চামড়ার কাল রং

মাজুফল চূর্ণ	৭৫ ভাগ	ফটকিরি	৮ ভাগ
হীরাকস বা তুঁতে	৫ "	ভিনিগার	১২৫ "
রকক্যাণ্ডি	৩০ "	লবণ	১০ "
পরিস্রুত জল	২০০০ ভাগ		

এই সকল দ্রব্য জলে মিশ্রিত করিয়া মৃদু উত্তাপে বসাইবে। ঠাণ্ডা হইলে কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে।

পেটেণ্ট চামড়ার কাল রং

ভিনিগার	৪ পাউণ্ড
আইভরি ব্ল্যাক	৭ আউন্স
চূর্ণ আইরণ স্কেল	৩ "

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

এই দ্রব্যগুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া ৪।৫ দিন রাখিয়া দিলেই উত্তম কাল রং হইবে।

ব্লু ব্ল্যাক রং

এল ড্রপিংস	৪ পাউণ্ড	লগউড এক্সট্রাক্ট	১ ছটাক
মাজুফল চূর্ণ	½ পোয়া	সালফেট অফ আইরণ	১¼ „

এই গুলি একত্র গরম করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

লাল রং

জল	৫ পোয়া
হার্টস হর্ণ	৫ সের
কোচিনিল	২ ছটাক

প্রথমে জল ফুটিবার মত হইলে উহাতে কোচিনিল দ্রবীভূত করিয়া লইয়া হার্টস হর্ণ মিশাইলেই লাল রং হইবে।

ব্রাউন রং

ফাষ্ট ব্রাউন	১½ আউন্স	ফটকিরি	৪ আউন্স
হোয়াইট টার্টার	৩ „	জল	১০ গ্যালন

এক গ্যালন জলে ফাষ্ট ব্রাউন ফেলিয়া ভাল করিয়া মিশাইয়া লইবে; তাহার পর ঐ জল মৃদু তাপে বসাইয়া ১১০ ডিগ্রি গরম হইলে নামাইয়া তাহাতে চামড়াগুলি ভিজাইয়া লইবে। পরে ১০ গ্যালন জলে টার্টার ও ফটকিরি দিয়া উহা দ্রবীভূত হইলে ঐ জলে চামড়া কিয়ৎক্ষণ রাখিলেই পাকা ব্রাউণ রং হইবে।

পটারি বা মৃৎশিল্প রং করিবার প্রণালী

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি কোন মৃৎপাত্রে রাখিয়া পাঁজা বা পোয়ালের মধ্যে পোড়াইয়া গুঁড়া করিয়া লইলেই সেই সেই রঙ্গের চূর্ণ তৈয়ারী হইবে।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

কাল রং

ক্রোমেট অফ আয়রণ	১২ ভাগ	অক্সাইড অফ টিন	১ ভাগ
অক্সাইড অফ নিকেল	১ "	অক্সাইড অফ কোবাল্ট	২½ "

পিঙ্গলাভ লাল রং

অক্সাইড অফ জিঙ্ক	২০ ভাগ	রেড লেড	২½ ভাগ
ক্রোকাস অফ মার্টিস	৩ "	বোরাসিক এসিড	২½ "
অক্সাইড অফ ক্রোম	৩ "	রেড অক্সাইড অফ আইরণ	½ "

গাঢ় লাল রং

অক্সাইড অফ জিঙ্ক	৩০ ভাগ	লিথারেজ	৫ ভাগ
ক্রোকাস মার্টিস	৭ "	বোরাক্স	৫ "
অক্সাইড অফ ক্রোম	৭ "	রেড অক্সাইড অফ আয়রণ	২ "

বেগুনী রং

অক্সাইড অফ কোবাল্ট	২½ ভাগ	অক্সাইড অফ জিঙ্ক	৮ ভাগ
অক্সাইড অফ ম্যাঙ্গানিজ	৪ "	কর্ণওয়াল ষ্টোন	৮ "

নীল রং

ফ্লিণ্ট	৯ ভাগ	কোবাল্ট	২½ ভাগ
অক্সাইড অফ জিঙ্ক	১৩ "	ফস্ফেট অফ সোডা	১ "

কমলা রং

বিশুদ্ধ এলিউমিনা	২½ ভাগ	বাইক্রোমেট অফ পটাশ	½ ভাগ
অক্সাইড অফ জিঙ্ক	১ "	আয়রণ স্কেল	¼ "

সবুজ রং

অক্সাইড অফ ক্রোম	৩ ভাগ
ফ্লিণ্ট	½ "
অক্সাইড অফ কপার	⅛ "

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

বার্ণিস প্রস্তুত প্রণালী

কাষ্ঠের বার্ণিস

মেথিলেটেড স্পিরিট	১½ সের	রুমি মুস্তাফি	½ পোয়া
পাতগালা	১½ পোয়া	খুনখারাপী রং	½ ছটাক

একটী কাচপাত্রে স্পিরিটের সহিত পাতগালা, রুমি মুস্তাফি এবং খুনখারাপী রং মিশাইয়া ৩।৪ দিন রৌদ্রে রাখিয়া দিলে, ঐ দ্রব্যগুলি স্পিরিটের সহিত মিশিয়া যাইবে। এই কয়দিন একটী কাটী দ্বারা মধ্যে মধ্যে নাড়িয়া দেওয়া আবশ্যক। যে কোন কাষ্ঠের দ্রব্য শিরিষ কাগজ দিয়া ঘসিয়া লইয়া এই বার্ণিস মাখাইলে উহার শোভা বৃদ্ধি হইবে।

কাল জাপানী বার্ণিস

সেলাক	২ ভাগ	গ্লিসারিণ	১ ভাগ
বোরাক্স বা সোহাগা	১ „	এনিলিন ব্ল্যাক	২½ „
জল		২৫ ভাগ	

জলে বোরাক্স বা সোহাগা গলাইয়া তাহাতে সেলাক দিয়া অগ্নির উত্তাপে বসাইয়া দিবে। কিয়ৎক্ষণ পরে নামাইয়া অপর দ্রব্যগুলি মিশ্রিত করিলেই কাল বার্ণিস প্রস্তুত হইবে।

টেবিল বার্ণিস

স্পিরিট অফ টার্পিণ	১ পাউণ্ড
ড্যামার রজন	½ „
কর্পূর	১০০ গ্রেণ

এই দ্রব্যগুলি একত্র ভিজাইয়া এক দিন রাখিলে টেবিল বার্ণিস প্রস্তুত হইবে।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

ফ্রেন্স বার্ণিস

অরেঞ্জ সেলাক	১ ভাগ
এলকোহল	৫ "
ইওসিন	সামান্য পরিমাণ

এলকোহলের সহিত অরেঞ্জ সেলাক মিশ্রিত করিয়া কিয়ৎক্ষণ রাখিয়া দিবে। তলার তলানি বাদ দিয়া উপরকার অংশ ছাঁকিয়া লইয়া উহার সহিত ইওসিন মিশাইলে লাল বর্ণের বার্ণিস তৈয়ারী হইবে। এনিলিন ব্লু মিশাইলে নীল বর্ণের বার্ণিস এবং এনিলিন গ্রীণ মিশাইলে বেগুণী বর্ণের বার্ণিস প্রস্তুত হইবে।

লাল বার্ণিস

রেক্টিফায়েড স্পিরিট	৫ সের	গাম স্যাণ্ডারক	৩ পোয়া
তার্পিণ বার্ণিস	½ "	এস্পেনিস এনোটা	৩ "
খুনখারাপী রং	১ পোয়া		

এই কয়টী দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া এক সপ্তাহ রাখিয়া দিলে উত্তম লাল বার্ণিস হইবে।

তার্পিণের বার্ণিস

স্পিরিট অফ টারপেণ্টাইন	½ সের
রজন চূর্ণ	৫ ছটাক

একটী পাত্রে করিয়া মৃদু উত্তাপে জ্বাল দিবে, রজন গলিয়া যাইলে নামাইবে। শীতল হইলে বোতলে পূরিয়া রাখিবে।

গাড়ীর জন্য ব্ল্যাক বার্ণিস

মসিনার তৈল	½ পাইণ্ট	তার্পিণ তৈল	১ পাইণ্ট
গাম এম্বার	১৬ আউন্স	আস্কট	৩ আউন্স
রজন	১½ ছটাক		

প্রথমে মসিনার তৈলে গাম এম্বার দিয়া গলাইয়া লইবে, পরে উহার সহিত আস্কট ও রজন মিশ্রিত করিয়া আগুনের উপর বসাইবে। এই সকল দ্রব্য

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

তৈলের সহিত মিশ্রিত হইলে নামাইয়া শীতল হইতে দিবে। পরে তার্পিণ ঈষৎ গরম করিয়া উহার সহিত মিশাইবে।

গৃহের আসবাবপত্র বার্ণিস

(ক) কোপাল	৮ পাউণ্ড	সুগার অফ লেড	½ পাউণ্ড
মসিনার তৈল	১০ „	তার্পিণ তৈল	৩৫ „
(খ) এনিম রোজিন	৮ „	জিঙ্ক ভাইট্রল	½ „
মসিনার তৈল	১০ „	তার্পিণ তৈল	৩৫ „

দুইটী পৃথক পাত্রে এই দ্রব্যগুলি মিশাইয়া জ্বাল দিবে, পরে নামাইয়া ঠাণ্ডা হইলে ছাঁকিয়া লইয়া একত্রে মিশ্রিত করিয়া লইলে উত্তম বার্ণিস হইবে।

স্বর্ণবর্ণ বার্ণিস

বেঞ্জইন	১ আউন্স	গাম ম্যাসটিক	১ আউন্স
জুনিপার গাম	১ „	এলকোহল	১½ পাইণ্ট
জাফরাণ		আবশ্যক মত	

এলকোহলে এই কয়টী দ্রব্য দ্রবীভূত করিয়া লইলে উৎকৃষ্ট স্বর্ণবর্ণ বার্ণিস হয়।

(অন্যপ্রকার)

রোক্টিফায়েড স্পিরিট	½ সের	হরিদ্রা	½ ছটাক
পাতগালা	১½ ছটাক	খুনখারাপী রং	¾ তোলা

স্পিরিটের সহিত এই দ্রব্যগুলি মিশাইয়া ৫।৭ দিন রাখিবে এবং প্রত্যহ মাঝে মাঝে নাড়িয়া-চাড়িয়া দিবে। উহা ছাঁকিয়া লইলেই উত্তম সোণালী রংয়ের বার্ণিস হইবে।

ব্রাউন বার্ণিস

গামকিনো	১০ আউন্স
গাম বেঞ্জামিন	২½ „
এলকোহল	৩০ „

এলকোহলে এই দ্রব্যগুলি মিশাইয়া লইলে উত্তম ব্রাউন বার্ণিস প্রস্তুত হইবে।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

(অন্যপ্রকার)

সেলাক	১০ আউন্স
থিক টার্পেনটাইন	১ „
এলকোহল	১৮ „

এলকোহলের সহিত সেলাক দ্রবীভূত করিয়া লইয়া তাহাতে টার্পেনটাইন মিশাইলে ঐ বার্ণিস হইবে।

তামার বার্ণিস

স্যানডারক	১০ ভাগ	গ্লিসারিণ	½ ভাগ
রোজিন	৩ „	এলকোহল	প্রয়োজনমত

প্রথম দুইটী দ্রব্য এলকোহলে দ্রবীভূত করিয়া লইয়া তাহার সহিত গ্লিসারিণ মিশাইয়া লইবে।

টিনের বার্ণিস

গর্জ্জন তৈল	পরিমাণমত	সিন্দুর	পরিমাণমত
রজন	„	হরিতাল চূর্ণ	„

গর্জ্জন তৈলে রজন মিশাইয়া অগ্নির উপর বসাইবে। উহা গলিয়া যাইলে উহার সহিত সিন্দুর ও হরিতাল চূর্ণ মিশাইয়া লইবে।

জাপানী টিনের বার্ণিস

টার্পেনটাইন স্পিরিট	৪ আউন্স	কর্পূর	½ ড্রাম
অয়েল অফ ল্যাভেণ্ডার	৩ „	কোপাল চূর্ণ	১ আউন্স

এই কয়টি দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া লইলে উৎকৃষ্ট জাপানী বার্ণিস প্রস্তুত হইবে।

লোহার বার্ণিস

সেলাক	১৫ পাউণ্ড	এলকোহল	৮০ পাউণ্ড
সিয়াম বেঞ্জামিন	১৩ „	ফর্মাইল ক্লোরাইড	২০ „

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

এই কয়টী দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া লইলে লোহার উপর রং করিবার বার্ণিস হইবে।

ধাতুদ্রব্যের বার্ণিস

সেলাক	১৫ ভাগ	স্যানডারক	৮ ভাগ
ভিনিস টার্পেনটাইন	২ "	স্পিরিট	৭৫ "

স্পিরিটে ঐ দ্রব্যগুলি ফেলিয়া মিশাইয়া লইলেই যে কোন ধাতুদ্রব্যে লাগাইবার বার্ণিস প্রস্তুত হইবে।

গালার বার্ণিস

পাতগালা	½ পোয়া
রেক্টিফায়েড স্পিরিট	১ পাইন্ট

রেক্টিফায়েড স্পিরিটে :পাতগালা চূর্ণ মিশাইয়া রৌদ্রে রাখিলে উহা যখন উহার সহিত বেশ মিশিয়া যাইবে, তখন সেই বার্ণিস দ্বারা খেলনা, ছবি, কাষ্ঠ প্রভৃতি বার্ণিস করা যায়।

কেবিনেট বার্ণিস

আফ্রিকান গাম কোপাল	৩½ সের
মসিনার তৈল	২½ "
তার্পিণ তৈল	১৫ "

মসিনার তৈলে গাম কোপাল মিশাইয়া নাড়িতে থাকিবে। যখন উহাতে আঠা বাঁধিতে থাকিবে, সেই সময়ে উহার সহিত তার্পিণ তৈল মিশাইবে।

গিল্টি করিবার বার্ণিস

পাংশু পাতগালা চূর্ণ	৬ ছটাক	এলকোহল	২½ সের
গম্বোজ	৬ ছটাক	খুনখারাপী রং	৬ ছটাক
জাফ্রাণ	১½ "	এনোটা	৬ "

পাতগালা চূর্ণ, গাম্বোজ ও জাফ্রাণ পৃথকভাগে এলকোহলে ভিজাইয়া রাখিবে। খুনখারাপী ও এনোটা এই দুইটী পদার্থকে পৃথক পৃথক পাত্রে

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

স্পিরিটে ফেলিয়া টিংচার করিয়া লইয়া প্রথম পাত্রের সহিত মিশাইলেই গিল্টির দ্রব্যের উৎকৃষ্ট বার্ণিস প্রস্তুত হইবে।

পালিস প্রস্তুত প্রণালী

কাষ্ঠ পালিস

অরেঞ্জ	৩ ভাগ	এলকোহল	৩০ ভাগ
স্যানডারাক	১ „	ড্রাগুনস ব্লড	সামান্য

এলকোহলের সহিত প্রথম দুইটী দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া লইয়া তাহার সহিত ড্রাগুনস ব্লড মিশাইবে।

(অন্যপ্রকার)

ল্যাক উত্তমরূপে পরিশুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিয়া লইবে ; তৎপরে এলকোহলে উহা এবং বোরাক্স ফেলিয়া ঘন ঘন নাড়িতে থাকিবে। উত্তমরূপে মিশ্রিত হইলে কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে।

পিত্তল, তাম্রাদি পালিস

স্ফটিক এবং বালুকা চূর্ণ	১০ ভাগ
প্যারিস রেড়	১৫ „
ভ্যাসেলিন	২৫ „

এই কয়টী দ্রব্য উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া পমেটমের মত করিবে। পিতলাদির দ্রব্য এসিডে ডুবাইয়া লইয়া ইহা দ্বারা প্যালিস করিলে তাহার ঔজ্জ্বল্য বাড়িবে।

(অন্যপ্রকার)

শিরিষ চূর্ণ	৫০ ভাগ	টেলো সোপ	১০ ভাগ
এনিড্রাস সোডিয়াম কার্ব্বনেট	২½ „	জল	৫০ „

এই কয়টী দ্রব্য উত্তমরূপে মিশাইয়া লইলে উত্তম পালিস হইবে।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

তামার পালিস

কাঠ কয়লা চূর্ণ	৪ ভাগ	তার্পিণের এসেন্স	২ ভাগ
স্পিরিট অফ ওয়াইন	৩ „	অক্‌জেলিক এসিড	অল্প পরিমাণ

প্রথমে উপরকার তিনটী দ্রব্য উত্তমরূপে মিশাইবে। তাহার পর সামান্য জলের সহিত অল্প পরিমাণ অক্‌জেলিক এসিড মিশাইবে। অতঃপর উক্ত প্রস্তুত দ্রব্যে উহা মিশাইয়া দিলেই তাম্রের জিনিষ রঞ্জিত করিবার পালিস হইবে।

ফ্রেঞ্চ পালিস

অরেঞ্জ সেলাক	৩ পাউণ্ড
স্পিরিট	১ গ্যালন
মসিনার তৈল	অতি অল্প পরিমাণ

স্পিরিটে অরেঞ্জ সেলাক মিশাইয়া তাহাতে কয়েক ফোঁটা মাত্র মসিনার তৈল মিশাইলে ফ্রেঞ্চ পালিস প্রস্তুত হইবে।

(অন্যপ্রকার)

চাঁচ গালা	১ পোয়া
গাম ম্যাগুর্‌য়্যাক	১ ছটাক
রেক্টিফায়েড স্পিরিট	১ সের

স্পিরিটে চাঁচ গালা ও গাম ম্যাগুর‍্যাক দিয়া কিয়ৎক্ষণ রাখিয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া দিলেই উহা গলিয়া যাইবে।

(অন্যপ্রকার)

স্বচ্ছ পাতগালা	৩ ছটাক	খুনখারাপী রং	অল্প পরিমাণ
ন্যাপথাল মেথিলেটেড স্পিরিট	৩ পোয়া	য়্যালকানিকরুট	অল্প পরিমাণ

স্পিরিটে পাতগালা গলাইয়া লইয়া উহার সহিত খুনখারাপী ও য়্যলকানিক-রুট কয়েক ঘণ্টা রাখিবার পর ছাঁকিয়া লইলেই লালবর্ণের ফ্রেঞ্চ পালিস প্রস্তুত হইবে।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

খাট পালঙ্কাদি গৃহসজ্জা পালিস

এলকোহল	৪ আউন্স	গাম বেনজয়িন	১ ড্রাম
সেলাক	১ ড্রাম	উত্তম পপি তৈল	১ „

এলকোহলে সেলাক এবং গাম মিশ্রিত করিয়া কোন গরম স্থানে রাখিয়া নাড়িলেই দ্রবীভূত হইবে। শীতল হইলে উহার সহিত পপি তৈল মিশাইবে।

লালবর্ণের পালিস

জল	৩ পাইন্ট	হোয়াইট ওয়াক্স	$\frac{৩}{৪}$ আউন্স
তার্পিণ	৩ „	হোয়াইট সোপ	৯ „
বি-ওয়াক্স	১$\frac{১}{২}$ পাউণ্ড	রেড লেড	৬ „

সাবান খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া জলে দিয়া অগ্নির উত্তাপে দ্রব করিয়া লইবে। জল খানিকটা কমিয়া যাইলে মোমগুলি গলাইয়া উহার সহিত তার্পিণ ও রেড লেড মিশাইয়া বেশ করিয়া নাড়িতে থাকিবে, তৎপরে সাবানের জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া যতক্ষণ শীতল হইতে আরম্ভ না করে ক্রমাগত নাড়িবে। যদি ঐ পালিস আরও লাল করিবার আবশ্যক হয়, উহার সহিত আরও খানিকটা রেড লেড মিশাইয়া দিবে।

কাচের পালিস

জারিত ম্যাগনিসিয়া	অল্প পরিমাণ
পরিশুদ্ধ বেনজয়িন	অল্প পরিমাণ

এই দুইটী দ্রব্য মিশাইয়া পাতলা কাইয়ের মত করিয়া কাপড়ের নুটী দ্বারা কাচের উপর ঘষিলেই উহার ঔজ্জ্বল্য বাড়িবে।

(অন্যপ্রকার)

কলোনচক চূর্ণ	৩০ ভাগ
ত্রিপোলি	১৫ „
বোল	৭$\frac{১}{২}$ „

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

এই কয়টী দ্রব্যের চূর্ণ মিশ্রিত করিলে কাচ পরিষ্কারের পালিস তৈয়ারী হইবে।

মার্ব্বেল প্রস্তরের পালিস

পাতগালা	½ সের
কোরড্রাম চূর্ণ	½ „

পাতগালা অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া উহার সহিত কোরড্রাম মিশ্রিত করিয়া ক্রমাগত নাড়িবে। ক্রমশঃ উহা জমাট বাঁধিয়া আসিবে। এই দ্রব্য মার্ব্বেল প্রস্তরের উপর লাগাইয়া প্রস্তর দ্বারা ঘর্ষণ করিলেই উহার চাকচিক্য বাড়িবে।

পালিস পাউডার

ম্যাগনিসিয়াম কার্ব্বনেট	১ সের
খড়ি	১ „
রোজ	১ „

এই কয়টী দ্রব্য চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করিলে পালিস পাউডার প্রস্তুত হইবে।

রৌপ্যনির্ম্মিত তৈজসাদি পালিস

খড়িচূর্ণ	২ ভাগ	এমোনিয়া ওয়াটার (উগ্র)	৪ ভাগ
তার্পিণ তৈল	৪ „	জল	১০ „

এমোনিয়ার সহিত তার্পিণ মিশ্রিত করিয়া, তাহাতে খড়ির চূর্ণ দিয়া বেশ করিয়া নাড়িয়া লইবে, তাহার পর অল্প অল্প জল দিয়া উত্তমরূপে মাড়িয়া লইবে।

মেটাল পালিস

তার্পিণ	১ ভাগ	প্যারিস রেড	২ ভাগ
শিরিষ চূর্ণ	১ „	ভ্যাসেলিন	২ „

এইগুলি একসঙ্গে মিশাইয়া যে কোন একটী গন্ধদ্রব্য বা এসেন্স মিশাইয়া লইবে। এই পালিসে যে কোন মেটাল বা ধাতুর জিনিষ পালিস হইবে।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

বিবিধ তামাক প্রস্তুত প্রণালী

নস্য

উত্তম তামাকের পাতা মিহি করিয়া গুঁড়াইয়া গোলাপ জলে সিক্ত করিয়া রৌদ্রে শুকাইবে। পরপর তিনবার উক্তরূপে গোলাপ জলে ভিজাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। পরে খুব মিহি চালুনী বা পাত্‌লা ন্যাকড়ার দ্বারা ছাঁকিয়া লইলেই নস্য প্রস্তুত হইল। রুচি অনুযায়ী গন্ধদ্রব্য মিশাইলেই মনোমত নস্য প্রস্তুত হইবে। গোলাপ জলের পরিবর্ত্তে ল্যাভেণ্ডার বা বিভিন্ন প্রকার গন্ধ জলেও নস্য প্রস্তুত হইয়া থাকে।

মাদ্রাজী "র" নস্য

উত্তম হিংলি বা মতিহারী তামাকের পাতা গুঁড়াইয়া গোলাপ বা ল্যাভেণ্ডার জলে ভিজাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে। পরে পাতলা ন্যাকড়ায় বা চালুনি দ্বারা ছাঁকিয়া লইলেই উৎকৃষ্ট মাদ্রাজী "র" নস্য প্রস্তুত হইবে।

গয়ার তামাক

মতিহারী, পুলো বা হিংলি তামাকের ডাঁটাগুলি বাদ দিয়া কাটারির সাহায্যে তামাকগুলি ছোট ছোট করিয়া কুটিয়া ফেলিবে। তাহার পর সামান্য রৌদ্রে দিয়া চিটাগুড় মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে মাখিয়া ফেলিবে। অতঃপর ঢেঁকিতে কুটিয়া উহার সহিত পাঁকা কাঁঠালের ভূতি, মর্ত্তমান কলার চোপা দিয়া পুনরায় ঢেঁকিতে কুটিয়া একটা মাটীর হাঁড়ির ভিতর ঠাসিয়া রাখিয়া মাসাধিককাল মাটিতে পুঁতিয়া রাখিবে। যে জায়গায় পুঁতিবে সেখানে যেন বৃষ্টির জল বা অন্য জল না পড়ে। একমাসের পর হাঁড়িটী বাহির করিয়া পুনরায় ঢেঁকিতে কুটিয়া উহার সহিত আতর বা অন্য কোন ভাল গন্ধদ্রব্য মিশ্রিত করিলে উৎকৃষ্ট গয়ার তামাক প্রস্তুত হইবে।

বিড়ি

উত্তম তামাক লইয়া সোরার জলে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিলে উহা হইতে কতকটা কস বাহির হইয়া যাইবে। অতঃপর পাতাগুলি শুষ্ক করিয়া ছোট ছোট

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

আকারে কাঁচির সাহায্যে কাটিয়া ফেলিবে। তাহার পর বিড়ির পাতাগুলি ভিজাইয়া সাইজ মত কাটিয়া তন্মধ্যে দোক্তা গুঁড়া দিয়া মুড়িয়া সূতা জড়াইয়া বিড়ি বাঁধিয়া লইবে।

চুরুট

উত্তম মতিহারী বা হিংলি তামাক এলকোহলে ভিজাইয়া নির্য্যাস বাহির করিয়া দিবে। অতঃপর পাতাগুলিকে গন্ধদ্রব্যে ভিজাইবে। ভিজা অবস্থায় পাতাগুলিকে মুড়িয়া লইবে। এমন সতর্কতার সহিত মুড়িবে যেন পাতামোড়া ফাঁপা বা নিরেট না হয়। মোড়ার উপরেই চুরুটের ভাল-মন্দ নির্ভর করে। তবে চুরুট এমন ভাবে মুড়িবে যাহাতে টানিবার সময় ধোঁয়া বাহির হয়। ভিজা থাকিতে থাকিতে সাইজ মত কাটিয়া লইবে। একটী বিশেষ কথা এই যখন চুরুট মুড়িবে তাহার পূর্ব্বে তামাকের পাতার ডাঁটা বা শিরাগুলি বাদ দিবে, নতুবা ডাঁটা বা শিরা থাকিলে চুরুট যখন খাইবে তখন ডাঁটাগুলি ফুলিয়া উঠিয়া ধোঁয়া বাহির হইবার পথ বন্ধ হইয়া যাইবে।

দোক্তা বা গুণ্ডি

মতিহারী বা হিংলি তামাককে কিছুক্ষণ রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া গুঁড়া করিয়া ফেলিবে। তাহার পর ধনের চাল, মৌরী, কালজিরা, গঁদলি, ছোট এলাচ, দারুচিনি একত্রে ভাজিয়া লইয়া, উক্ত দোক্তা গুঁড়ায় চুঁয়া মিশাইয়া লইলে উত্তম দোক্তা বা গুণ্ডি প্রস্তুত হইবে।

জরদা প্রস্তুত প্রণালী

জরদা

তামাক পাতা উত্তমরূপে ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া ফেলিবে, যেন ডাঁটা বা পাতার মধ্যে কোন প্রকার ময়লা না থাকে। অতঃপর এক একটী পাতা বাতাসে (রৌদ্রে নহে; শুকাইয়া লইয়া হামানদিস্তায় কুটিবে,

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

এমন ভাবে কুটিবে যাহাতে দানাদার থাকে, ধূলার মত গুঁড়া না হয়। অতঃপর একসের তামাক পাতা গুঁড়ায় ৪০ ফোঁটা লবঙ্গের তৈল, ২০ ফোঁটা গেলাপী আতর ও ৪ ফোঁটা নীরোলী অয়েল দিয়া উত্তমরূপে মিশাইবে। তাহার পর বোতল বা জারে মুখ বন্ধ করিয়া রাখিলে উত্তম জরদা প্রস্তুত হইবে।

গুলি জরদা

যে তামাকে বিড়ি প্রস্তুত হইয়া থাকে সেই তামাক পাতা গুঁড়া করিয়া চালিয়া লইবে। অতঃপর পরিমাণ অনুযায়ী কিমাম ও জরদা প্রস্তুত করিবার পর তামাক পাতা ভিজান যে জল থাকে, সেই জল লইয়া তামাকের মত উত্তমরূপে মাখিয়া ফেলিবে। তাহার পর গঁদের জলে ডুবাইয়া শুষ্ক করিয়া মৃগনাভি চূর্ণ ও অটো হেনা মিশ্রিত করিবে। অতঃপর রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া চালুনীতে রাখিয়া ধীরে ধীরে টিপ দিলে দানার আকারে বাহির হইবে। ইহাই গুলি জরদার প্রস্তুত প্রণালী।

পাতি জরদা

বিড়ির তামাককে গুঁড়া করিয়া মনোমত রং মিশ্রিত জলে মিশাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। তৎপরে আর একবার রং মিশ্রিত জলে তামাকগুলি ভিজাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে। এইবার পরিমাণ অনুযায়ী লবঙ্গ তৈল, লতা কস্তুরীর নির্য্যাস ও রূপালী তবক মিশ্রিত করিয়া জারে বা বোতলে মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে।

সূর্ত্তি

হিংলি বা মতিহার তামাকের পাতাতে সূর্ত্তি হইয়া থাকে। উক্ত তামাকের পাতাগুলির মোটা শিরা বাদ দিয়া শুধু পাতাগুলিই লইবে। পাতাগুলি শুষ্ক করিয়া ন্যাকড়ার সাহায্যে উত্তমরূপে ঝাড়িয়া লইবে, কারণ তামাকের পাতায় অত্যন্ত বালি বা ধুলা থাকে। অতঃপর পাতাগুলিকে গোলাপ জলে ফেলিয়া উত্তমরূপে ধুইয়া লইলে জলের বর্ণ লাল হইবে। তাহার পর জলসহ পাতাগুলি আগুনে ফুটাইতে হইবে। এক্ষণে তামাক পাতাগুলি ও গোলাপফুলের পাপড়ি-

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

সহ এক সঙ্গে মোলায়েম করিয়া শিলে বাটিয়া লইবে। যখন দেখিবে এঁটেল কাদার মত দাঁড়াইয়াছে, তখন উহাতে সের প্রতি ছোট এলাচের মিহি-গুঁড়া ১ ছটাক, জায়ফলের মিহিগুঁড়া ১ তোলা, মৃগনাভির মিহিগুঁড়া এক আনা ওজনের, গোলাপী আতর ৩।৪ ফোঁটা, মধু বা চুঁয়া দিয়া উত্তমরূপে মাখাইয়া ছোট ছোট গুলিদানা বাঁধিয়া ফেলিবে। তাহার পর একটা কলাই ডিসে সোণালী বা রূপালী পাত রাখিয়া তাহার উপর ঐ সকল গুলিদানা ধীরে ধীরে ফেলিয়া দিয়া ডিস্‌খানি নাড়া-চাড়া করিলে উহাদের গায়ে সোণালী ও রূপালী মিশিয়া যাইবে। ইহাই স্ফূর্ত্তি প্রস্তুত প্রণালী।

তাম্বূল বিলাস

জায়ফল চূর্ণ (মিহি গুঁড়া)	১ তোলা	যষ্টীমধু চূর্ণ (মিহিগুঁড়া)	১$\frac{১}{৪}$ তোলা
কেয়াফুলের রেণু	১ ছটাক	চন্দন তৈল	$\frac{১}{২}$ ড্রাম
এলাচ চূর্ণ (মিহি গুঁড়া)	১ „	কেওড়ার জল	পরিমাণমত

একটী বড় খলে কেয়াফুলের রেণু, জায়ফল চূর্ণ, ছোট এলাচ চূর্ণ ও যষ্টী মধু চূর্ণ রাখিয়া উহাতে কেওড়ার জল দিয়া উত্তমরূপে পিষিয়া কাদার মত করিয়া তাহাতে চন্দন তৈল মিশ্রিত করিয়া কৌটায় রাখিবে।

কস্তুরী বিলাস

কস্তুরী	১ আনা	গোলাপ ফুলের পাপড়ি	$\frac{১}{২}$ পোয়া
কর্পূর	১$\frac{১}{২}$ তোলা	যষ্টী মধু	$\frac{১}{২}$ „
খদির	$\frac{১}{২}$ পোয়া	কাবাব চিনি	$\frac{১}{২}$ ছটাক
বেনার মূল	$\frac{১}{২}$ „	লবঙ্গ	$\frac{১}{২}$ পোয়া
জায়ফল	$\frac{১}{২}$ „	জায়িত্রী	$\frac{১}{২}$ „
দারুচিনি	$\frac{১}{২}$ „	ছোট এলাচ	$\frac{১}{২}$ „
গোলাপ জল		পরিমিত	

উল্লিখিত দ্রব্যগুলি উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া মিহি চালুনীতে ছাঁকিয়া লইয়া এক সঙ্গে মিশাইবে। অতঃপর চূর্ণগুলিতে গোলাপজল মাখাইয়া সারাদিন রৌদ্রে

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

শুকাইয়া লইবে। তৎপরে পুনরায় গোলাপ জল মাখাইয়া শক্ত আঠার মত করিয়া উহাতে কস্তুরী চূর্ণ ও কর্পূর চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ক্ষুদ্র বটিকার আকারে বাঁধিয়া ছায়া জায়গায় রাখিয়া শুকাইয়া লইবে।

কিমাম্

তামাক পাতার জল	১ সের	জাফরাণ	২ তোলা
বড় এলাচের গুঁড়া	১ ছটাক	ভাজা মৌরীর গুঁড়া	২½ "
ছোট এলাচের গুঁড়া	১ "	ভাজা ধনে গুঁড়া	১ পোয়া

হুঁকি প্রস্তুত কালীন তামাক পাতার যে জল পড়িয়া থাকে সেই তামাক পাতার জল ১ সের দিয়া অপর দ্রব্যগুলির সহিত মিশাইয়া সিরাপের মত গাঢ় করিয়া রাখিবে। ৬।৭ দিন পরে উহার সঙ্গে পরিমিত আটো হেনা বা আটো রোজ মিশাইয়া দিবে। উহাতে যদি সামান্য মৃগনাভি দেওয়া হয়, তাহা হইলে উত্তম কিমাম্ প্রস্তুত হইবে।

বিবিধ প্রকরণ

কাঁসা

তাম্র	৭৮ ভাগ
টিন	২২ "

এই দুইটি অগ্নির উত্তাপে দ্রবীভূত করিলেই কাংস বা কাঁসা প্রস্তুত হইবে।

(অন্য প্রকার)

তাম্র	৭৭ ভাগ
এন্টিমোনি	২ "
টিন	২১ "

এই দ্রব্যগুলিকে অগ্নিতে গলাইয়া লইলেই কাংস্য ধাতু প্রস্তুত হইবে।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

সহ এক সঙ্গে মোলায়েম করিয়া শিলে বাটিয়া লইবে। যখন দেখিবে এঁটেল কাদার মত দাঁড়াইয়াছে, তখন উহাতে সের প্রতি ছোট এলাচের মিহি-গুঁড়া ১ ছটাক, জায়ফলের মিহিগুঁড়া ১ তোলা, মৃগনাভির মিহিগুঁড়া এক আনা ওজনের, গোলাপী আতর ৩।৪ ফোঁটা, মধু বা চুঁয়া দিয়া উত্তমরূপে মাখাইয়া ছোট ছোট গুলিদানা বাঁধিয়া ফেলিবে। তাহার পর একটা কলাই ডিসে সোণালী বা রূপালী পাত রাখিয়া তাহার উপর ঐ সকল গুলিদানা ধীরে ধীরে ফেলিয়া দিয়া ডিস্‌খানি নাড়া-চাড়া করিলে উহাদের গায়ে সোণালী ও রূপালী মিশিয়া যাইবে। ইহাই স্ফূর্ত্তি প্রস্তুত প্রণালী।

তাম্বূল বিলাস

জায়ফল চূর্ণ (মিহি গুঁড়া)	১ তোলা	যষ্টীমধু চূর্ণ (মিহিগুঁড়া)	১$\frac{১}{৪}$ তোলা
কেয়াফুলের রেণু	১ ছটাক	চন্দন তৈল	$\frac{১}{২}$ ড্রাম
এলাচ চূর্ণ (মিহি গুঁড়া)	১ ,,	কেওড়ার জল	পরিমাণমত

একটী বড় খলে কেয়াফুলের রেণু, জায়ফল চূর্ণ, ছোট এলাচ চূর্ণ ও যষ্টী মধূ চূর্ণ রাখিয়া উহাতে কেওড়ার জল দিয়া উত্তমরূপে পিষিয়া কাদার মত করিয়া তাহাতে চন্দন তৈল মিশ্রিত করিয়া কৌটায় রাখিবে।

কস্তুরী বিলাস

কস্তুরী	১ আনা	গোলাপ ফুলের পাপড়ি	$\frac{১}{২}$ পোয়া
কর্পূর	১$\frac{১}{৮}$ তোলা	যষ্টী মধু	$\frac{১}{২}$,,
খদির	$\frac{১}{২}$ পোয়া	কাবাব চিনি	$\frac{১}{২}$ ছটাক
বেনার মূল	$\frac{১}{২}$,,	লবঙ্গ	$\frac{১}{২}$ পোয়া
জায়ফল	$\frac{১}{২}$,,	জায়িত্রী	$\frac{১}{২}$,,
দারুচিনি	$\frac{১}{২}$,,	ছোট এলাচ	$\frac{১}{২}$,,
গোলাপ জল		পরিমিত	

উল্লিখিত দ্রব্যগুলি উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া মিহি চালুনীতে ছাঁকিয়া লইয়া এক সঙ্গে মিশাইবে। অতঃপর চূর্ণগুলিতে গোলাপজল মাখাইয়া সারাদিন রৌদ্রে

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

শুকাইয়া লইবে। তৎপরে পুনরায় গোলাপ জল মাখাইয়া শক্ত আঠার মত করিয়া উহাতে কস্তুরী চূর্ণ ও কর্পূর চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ক্ষুদ্র বটিকার আকারে বাঁধিয়া ছায়া জায়গায় রাখিয়া শুকাইয়া লইবে।

কিমাম

তামাক পাতার জল	১ সের	জাফরাণ	২ তোলা
বড় এলাচের গুঁড়া	১ ছটাক	ভাজা মৌরীর গুঁড়া	২½ ,,
ছোট এলাচের গুঁড়া	১ ,,	ভাজা ধনে গুঁড়া	১ পোয়া

স্বর্তি প্রস্তুত কালীন তামাক পাতার যে জল পড়িয়া থাকে সেই তামাক পাতার জল ১ সের দিয়া অপর দ্রব্যগুলির সহিত মিশাইয়া সিরাপের মত গাঢ় করিয়া রাখিবে। ৬।৭ দিন পরে উহার সঙ্গে পরিমিত অটো হেনা বা অটো রোজ মিশাইয়া দিবে। উহাতে যদি সামান্য মৃগনাভি দেওয়া হয়, তাহা হইলে উত্তম কিমাম্ প্রস্তুত হইবে।

বিবিধ প্রকরণ

কাঁসা

তাম্র	৭৮ ভাগ
টিন	২২ ,,

এই দুইটি অগ্নির উত্তাপে দ্রবীভূত করিলেই কাংস বা কাঁসা প্রস্তুত হইবে।

(অন্যপ্রকার)

তাম্র	৭৭ ভাগ
এন্টিমোনি	২ ,,
টিন	২১ ,,

এই দ্রব্যগুলিকে অগ্নিতে গলাইয়া লইলেই কাংস ধাতু প্রস্তুত হইবে।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

(অন্যপ্রকার)

তাম্র	৭২ ভাগ
টিন	২৬ „
দস্তা	২ „

এই দ্রব্যগুলিকে অগ্নিতে গলাইয়া লইলেই কাংস ধাতু প্রস্তুত হইবে।

পিত্তল

তাম্র	৬৬ ভাগ
দস্তা	৩৪ „
সীসক	১ „

এই সকল দ্রব্য একত্রে অগ্নিতে গলাইয়া লইলে পিত্তল প্রস্তুত হইবে।

(অন্যপ্রকার)

তাম্র	৬৬ ভাগ	টিন	১ ভাগ
দস্তা	৩২ „	সীসা	১ „

এইগুলি একত্রে দ্রবীভূত করিয়া লইলেই উৎকৃষ্ট পিত্তল প্রস্তুত হইবে।

(অন্যপ্রকার)

তাম্র	৮২ ভাগ
দস্তা	৭ „

ইহা দ্বারা যে পিত্তল প্রস্তুত হইবে, তাহার দ্বারা পিতলের তার প্রভৃতি প্রস্তুত হইবে।

ঢালাই করিবার কঠিন পিত্তল

তাম্র	৬০ ভাগ
দস্তা	৩৮ „
লৌহ	১½ „

ইহাদের সংমিশ্রণে যে পিত্তল প্রস্তুত হইবে, তাহার বর্ণ স্বর্ণাভ পীত এবং ঢালাই কার্য্যের উপযোগী কঠিন।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

গিল্টি পিত্তল

তাম্র	১ ভাগ	রাং	১/১৬ ভাগ
দস্তা	১ „	সীসা	১/১০ „

এই সকল দ্রব্য একত্রে গলাইলে গিল্টি করিবার পিত্তলের পাত প্রস্তুত হইবে।

ব্রিটানিয়া ধাতু

রাং	৮১ ভাগ
এন্টিমনি	১৬ „
তাম্র	৩ „

এই কয়টি দ্রব্যের মিশ্রণে যে বিলাতী পিত্তল প্রস্তুত হয়, তাহাতে নল, ডাণ্ডা, আলোকা-ধার প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

ইওলো পিত্তল

তাম্র	৭ পাউণ্ড	রাং	৪ আউন্স
স্পেল্টার	৩ „	সীসা	৩ „

ইহার সংযোগে উৎকৃষ্ট ইওলো বর্ণের পিত্তল হইবে।

লালবর্ণের পিত্তল

তাম্র	২৪ পাউণ্ড
দস্তা	৫ „
সীসা	৮ আউন্স

তাম্র ও দস্তা অগ্রে গলাইয়া লইয়া তাহাতে সীসক দিলে গলিয়া যাইবে।

রূপদস্তা

রাং	৭৯ ভাগ	বিস্মাথ	২ ভাগ
রসাঞ্জন	৭ „	তাম্র	২ „

এই কয়টীর সংযোগে যে রূপদস্তা প্রস্তুত হইবে, তাহাতে নানারূপ প্লেট ও টি-পট প্রভৃতি তৈয়ারী হয়।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

(অন্যপ্রকার)

রাং	৭৯ ভাগ
রসাঞ্জন	১৫ ভাগ
সীসা	৬ „

এইরূপ দস্তায় পিচকারী, খেলনা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

এলুমিনিয়ম-সিলভার

এলুমিনিয়মের সহিত সিলভার বা রৌপ্য সংযোগে যে মিশ্র ধাতু উৎপন্ন হয়, তাহা দেখিতে অতি সুন্দর, উত্তম পালিস হয় এবং সহসা তাহার ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয় না।

১নং

এলুমনিয়ম	১০০ ভাগ
রৌপ্য	৫ „

২নং

এলুমিনিয়ম	সমভাগ
রৌপ্য	সমভাগ

৩নং

এলুমিনিয়ম	৩ ভাগ
রৌপ্য	১ „

এই সকল দ্রব্য সংযোগে যে এলুমিনিয়ম-সিলভার ধাতু জন্মিবে তাহাতে নানাপ্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারিবে।

চায়না সিলভার

তাম্র	৬৫ ভাগ	নিকেল	১৩ ভাগ
রাং	১৯ „	রৌপ্য	২ „

এই কয়টী দ্রব্য একত্র গলাইয়া লইলে চীনে রৌপ্য প্রস্তুত হইবে।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

জার্ম্মাণ সিলভার

তাম্র	৫০ ভাগ
দস্তা	২৫ „
নিকেল	২৫ „

এই তিনটী দ্রব্য একত্রে গলাইয়া লইলে সাধারণ জার্ম্মাণ সিলভার প্রস্তুত হইবে।

(অন্যপ্রকার)

তাম্র	৮ ভাগ
দস্তা	৩½ „
নিকেল	৪ „

ইহার সংমিশ্রণে যে জার্ম্মাণ সিলভার উৎপন্ন হইবে তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

নকল রৌপ্য

তাম্র	৬০ তোলা	সীসা	৩ তোলা
দস্তা	২০ „	নিকেল	২০ „

প্রথমে তাম্র গলিত করিয়া উহার সহিত অপর দ্রব্যগুলি ঢালিয়া দিবে। উহারা উহার সহিত মিশিলে নামাইয়া লইবে। ইহাতে নানারূপ খেলনা ও অলঙ্কার প্রস্তুত হয়।

(অন্যপ্রকার)

বিশুদ্ধ রাং	৬ আউন্স
তাম্র	৮ পাউণ্ড

ইহাও ঐভাবে গলাইয়া লইলে নকল রৌপ্য প্রস্তুত হইবে।

(অন্যপ্রকার)

রাং	১০ ভাগ
বিসমাথ	৭ „
কোবাল্ট	৫ „

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

কুইন্স মেটাল

রাং	৯ ভাগ	এন্টিমণি	১ ভাগ
সীসা	১ "	বিসমাথ	১ "

এই কয়টী দ্রব্য একত্রে আগুনে গলাইয়া লইলে কুইন্স মেটাল নামক যে দ্রব্যের উৎপত্তি হইবে, তাহাও এক প্রকার নকল রৌপ্য। ইহাতেও নানাপ্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে।

ব্রোঞ্জ ধাতু

তাম্র	৮৯ ভাগ
রাং	৮ "
দস্তা	৩ "

একটী পাত্রে প্রথমে তাম্র গলাইয়া, তাহার পর উহার সহিত রাং ও দস্তা গলাইয়া লইলে ব্রোঞ্জ ধাতু তৈয়ারী হইবে। এই কৃত্রিম ধাতুকে পিটাইয়া পাত করিয়া নানা প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে। ইহার বর্ণ অনেকটা সোণার মত।

(অন্যপ্রকার)

তাম্র	৯০ ভাগ	দস্তা	৪ ভাগ
রাং	৫ "	সীসা	১ "

লাল কমলা বর্ণের

তাম্র	৮৩ ভাগ
দস্তা	১২ "
রাং	৫ "

জাপানী ব্রোঞ্জ

তাম্র	৬৮ ভাগ	দস্তা	৮ ভাগ
রাং	৫ "	সীসা	১৭ "
এন্টিমনি	½ ভাগ		

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

নিকেল ব্রোঞ্জ

তাম্র	৫০ ভাগ	দস্তা	৩০ ভাগ
রাং	১০ "	নিকেল	২০ "

সিলভার ব্রোঞ্জ

ম্যাঙ্গানিজ	১৮ ভাগ	সিলিসিয়ান	৫ ভাগ
এলুমিনাম	১ "	দস্তা	১৩ "
তাম্র			৬১ ভাগ

এই কয়টী ধাতুর সংযোগে সিলভার ব্রোঞ্জ নামক ধাতু জন্মে। ইহা জার্ম্মাণ সিলভার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং মজবুত।

প্লাটিনাম

প্লাটিনাম	৯ ভাগ
ইরিডিয়াম	১ "

প্লাটিনামের সহিত ইরিডিয়াম এই পরিমাণ মিশাইয়া ফরাসী দেশে বিবিধ যন্ত্রপাতি তৈয়ারী হয়। ইহা লৌহ অপেক্ষা কঠিন।

পীতের আভাযুক্ত সোণালী প্লাটিনাম

প্লাটিনাম	৯ ভাগ
নিকেল	৬০ "
পিত্তল	২২০ "

(অন্যপ্রকার)

প্লটিনাম	২ ভাগ	রৌপ্য	১ ভাগ
নিকেল	১ "	পিত্তল	২ "
তাম্র			৫ ভাগ

ইহাদের সংমিশ্রণে যে মিশ্র ধাতুর উদ্ভব হইবে তাহা দেখিতে পীতের আভাযুক্ত সোণালী রংয়ের মত সুন্দর।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

নকল প্লাটিনাম

পিত্তল	১২০ ভাগ
দস্তা	৫ ,,

(অন্যপ্রকার)

তাম্র	৫ ভাগ	এন্টিমনি	১ ভাগ
দস্তা	১½ ,,	সীসা	১ ,,
নিকেল	৪ ,,	লৌহ	১ ,,
রাং	১ ভাগ		

এই কয়টী দ্রব্য একসঙ্গে গলাইয়া লইলে নকল প্লাটিনাম প্রস্তুত হইবে।

কেমিকেল স্বর্ণ

তাম্র	১০০ ভাগ	সল এমোনিয়াক	৩ ভাগ
দস্তা	১৪ ,,	কলি চূণ	২ ,,
ম্যাগনিসিয়া	৬ ,,	ক্রিম অফ টার্টার	৯ ,,

তাম্র খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া প্রথমে একটী মুচি করিয়া আগুনে চাপাইবে। উহা গলিয়া যাইলে, উহার সহিত ম্যাগনিসিয়া, সল এমোনিয়াক, কলি চূণ এবং টার্টার একে একে অল্প অল্প করিয়া মিশাইবে। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা ধরিয়া এই গুলি নাড়িতে থাকিবে। তাহার পর দস্তার টুকরা অল্পে অল্পে উহাতে নিক্ষেপ করিবে। পরে পাত্রের মুখ উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া অর্দ্ধঘণ্টা রাখিয়া দিবে। শীতল হইলে দেখিবে সুন্দর কেমিকেল স্বর্ণ বা নকল সোণা প্রস্তুত হইয়াছে।

এলুমিনাম গোল্ড

তাম্র	৫৮ ভাগ
দস্তা	৪০ ,,
সীসা	২ ,,

ইহার দ্বারা নানারূপ সোণালী তার প্রভৃতি হয়।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

স্বর্ণঝাল

তাম্র	১ ভাগ
রৌপ্য	২ „
স্বর্ণ	২২ „

একটী মুচি বা মাটীর পাত্রে করিয়া এই কয়টী জিনিষ গলাইলেই স্বর্ণঝাল হইবে। স্বর্ণালঙ্কার ঝালিবার সময় ইহা সোহাগা সংযোগে ব্যবহার হইয়া থাকে।

(অন্যপ্রকার)

স্বর্ণ	১৪ ভাগ
রৌপ্য	১০ „
তাম্র	৮ „

ইহা দ্বারা যে ঝাল প্রস্তুত হইবে, তাহা সহজে দ্রবনীয় নয়।

রৌপ্যঝাল

তাম্র	১ ভাগ
রৌপ্য	২০ „
দস্তা	৯ „

পূর্ব্বোক্ত রূপে ইহা গলাইয়া চূর্ণ করিয়া রাখিবে। রূপার অলঙ্কার ও বাসনাদি ঝালাই করিবার সময় সোহাগা সহযোগে ব্যবহার হয়।

(অন্যপ্রকার)

রৌপ্য	১০ ভাগ
পিতল	১০ „
রাং	১ „

ইহাও ঐ প্রকারে প্রস্তুত করিয়া সোহাগা সংযোগে ঝালাই করিতে হয়।

৮

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

লৌহঝাল

তাম্র	৩০ ভাগ
দস্তা	৪০ „

লোহার জিনিষ ঝালাই করিবার সময় এই ঝাল ব্যবহার করিতে হয়।

পিতলঝাল

পিতল	৭ ভাগ
দস্তা	১ „

(অন্যপ্রকার)

দস্তা	৪৯ ভাগ	রাং	৪ ভাগ
তাম্র	৪৪ „	সীসা	২ „

এই সকল জিনিষ গলাইয়া চূর্ণ করিয়া সোহাগা সহযোগে পিতলের জিনিষ ঝালাই করিতে হয়।

তাম্রঝাল

তাম্র	৫ ভাগ
সীসা	১ „

এই সকল জিনিষ গলাইয়া তামার দ্রব্য ঝালাই করিতে হয়।

(অন্যপ্রকার)

তাম্র	৮০ ভাগ
সীসা	১৫ „
রাং	৫ „

ইহার প্রস্তুতপ্রণালী পূর্ব্ববৎ।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

জার্ম্মাণ সিলভারঝাল

তাম্র	৪½ ভাগ
দস্তা	৭ „
নিকেল	১ „

এই সকল জিনিষ গলাইয়া জার্ম্মাণ সিলভার দ্রব্য ঝালাই করিতে হয়।

রাংঝাল

রাং	২ ভাগ
সীসা	১ „

এই ঝালের চূর্ণ রজন বা ধূনা সহযোগে তামা, পিতল এবং টীনের পেটরা, বাক্সাদি ঝালাই হইয়া থাকে।

তামা বা পিতল কলাই

তামা বা পিতলের যে জিনিষের উপর কলাই করিতে হইবে, সেই দ্রব্যটীকে কিয়ৎক্ষণ তেঁতুলগোলা জলে ভিজাইয়া রাখিবে। পরে উহাকে বালি বা শুরকি দ্বারা মাজিয়া লইলে যখন বেশ পরিষ্কার হইবে, তখন শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা উহার জল মুছিয়া অগ্নির উপর বসাইয়া দিবে। উত্তপ্ত হইলে উহার উপর নিশাদল চূর্ণ ছড়াইয়া দিয়া রাং দিয়া ঘষিবে। উত্তাপে রাং গলিয়া যাইলে ন্যাকড়ার পুঁটুলি দ্বারা ঐ গলিত রাং উহার সকল স্থানে সমানভাবে ঘষিয়া লাগাইলেই উহা উত্তম কলাই হইবে।

গিল্টি প্রস্তত প্রণালী

পিত্তল গিল্টি

কষ্টিক সোডা	৪ ভাগ	জল	১০০ ভাগ
মিল্ক অফ সুগার	৪ „	ব্লু ভিটরল বা তুঁতে	৪ „

প্রথম তিনটী দ্রব্যকে ১৫।২০ মিনিট অগ্নির উত্তাপে জ্বাল দিবে, পরে অল্প পরিমাণ জলে তুঁতে দ্রবীভূত করিয়া লইয়া উহার সহিত মিশাইলে পিত্তলের উপর গিল্টি করিবার উপাদান প্রস্তত হইবে।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

(অন্যপ্রকার)

(১) জল	৭৫০ ভাগ	(২) জল	২৫০ ভাগ
ফসফেট অফ সোডা	৫ „	গোল্ড ক্লোরাইড	১ „
কষ্টিক পটাস	৫ „	পটাসিয়াম সিএনাইড	১৬ „

প্রথম পাত্রে জলের সহিত ফসফেট অফ সোডা ও কষ্টিক পটাস এবং দ্বিতীয় পাত্রে জলের সহিত শেষের দুইটী পদার্থ মিশ্রিত করিয়া গলাইয়া লও, তৎপরে উভয় দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া অগ্নির উত্তাপে ফুটাইয়া লইলেই পিত্তল গিল্টি করিবার জল তৈয়ারী হইবে। উহাতে যে কোন পিত্তলের দ্রব্য ডুবাইলেই উহা স্বর্ণবর্ণ ধারণ করিবে।

কাচ গিল্টি

পারদ	২½ আউন্স	সীসা	১ আউন্স
বিসমথ	১ „	টিন	১ „

সীসা ও টিন পরিষ্কার করিয়া ছোট ছোট টুকরা করিয়া একটী পাত্রে অগ্নির উপর বসাইয়া দিবে। উহারা গলিয়া যাইলে উত্তমরূপে নাড়াচাড়া করিয়া, অগ্নির তেজ কমাইয়া, উহার সহিত বিসমথ মিশাইয়া কাঠি দ্বারা নাড়িবে। পরে যখন একটু শীতল হইয়া আসিবে তখন পারদ মিশ্রিত করিয়া পুনরায় নাড়িবে। সম্পূর্ণ শীতল হইলে ঐ পদার্থ দ্বারা কাচের উপর গিল্টি করা চলিবে।

হস্তিদন্ত গিল্টি

হস্তিদন্ত নির্ম্মিত যে দ্রব্যকে গিল্টি করিতে হইবে, সেই দ্রব্যটীকে প্রথমে উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া লইবে, তাহার পর প্রথম কাচপাত্রে সলিউসন অফ প্রটো, দ্বিতীয় কাচপাত্রে সলফেট অফ আয়রণ ও তৃতীয় কাচপাত্রে সলিউসন অফ ক্লোরাইড অফ গোল্ড অল্প পরিমাণে রাখিবে। পরে সেই দ্রব্যটীকে যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাত্রে ডুবাইয়া তুলিলেই উহা গিল্টি করা হইবে।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

কাষ্ঠ গিল্টি

যে কাষ্ঠ বা কাষ্ঠের দ্রব্য গিল্টি করিতে হইবে সেই দ্রব্যের উপর ছুতারের শিরীষ উত্তমরূপে লাগাইবে। উহা শুকাইয়া কঠিন হইলে, বালিচূর্ণ ও শিরীষ মিশাইয়া, তাহার উপর অন্ততঃ ৮।১০ বার লেপন করিবে। প্রত্যেক স্তর উত্তমরূপে শুষ্ক হইলে, তবে যেন দ্বিতীয়বার পুনরায় লাগান হয়। তৎপরে শিরীষের সহিত মিনিয়ম বা সিন্দূর মিশাইয়া উহার উপর লেপন করিবে এবং ইহা পরিশুষ্ক হইবার পূর্ব্বে উহার উপর সোণালী পাত বসাইয়া তূলার দ্বারা উত্তমরূপে চাপিয়া ধরিবে। চাকচিক্য বৃদ্ধির জন্য বার্ণিস করিলে উত্তম গিল্টি হইবে।

লৌহ গিল্টি

যে লোহার জিনিষের উপর গিল্টি করিবার প্রয়োজন, তাহাকে প্রথমে শিরিষ কাগজ দ্বারা উত্তমরূপে ঘষিয়া পরিষ্কার করিয়া লইবে, পরে পারদে স্বর্ণ গলাইয়া উহা ঐ লৌহে মাখাইবে। কিঞ্চিৎ শুষ্ক হইলে আগুনে পোড়াইয়া পালিস করিলেই উহা গিল্টি হইয়া যাইবে।

কাগজ গিল্টি

হংস ডিম্ব	২টা	আরমিলিয়ান বোল	১ ছটাক
মিছরি	১ ছটাক	আইজিং গ্লাস	পরিমাণমত

যে পুস্তকের ধার বা কিনারা গিল্টি করিবার আবশ্যক, তাহার পাতাগুলি সমান করিয়া ছাটিয়া লইবে। পরে অল্প পরিমাণ স্পিরিটের সহিত আইজিং গ্লাস দ্রবীভূত করিয়া লইয়া অপর দ্রব্যগুলি ও ডিম্বের লোহিত বর্ণ পদার্থ উহার সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া ব্রুস দ্বারা পুস্তকের ধারে লাগাইবে। উহা শুষ্ক হইলে উহার উপর সোণার পাত বসাইয়া এক খণ্ড সিক্ত বস্ত্র দ্বারা উহা চাপিয়া ধরিলেই উত্তম গিল্টি হইবে।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

এলুমিনাম গিল্টি

স্বর্ণ	২০ ভাগ	ফসফেট অফ সোডা	৬৬০ ভাগ
সালফেট অফ সোডা	২০ „	জল	১০০০ „

সাইনয়েট অফ পটাসিয়াম ৪০ ভাগ

স্বর্ণ সাধারণভাবে গলাইয়া এই সকল লবণ আরকের ও জলের সহিত মিশাইলে তাহাতে এলুমিনাম দ্রব্য গিল্টি হইবে।

কাগজ

ছেঁড়া কাপড়, পুরাতন কাগজ, পাট, শণ, কাঠ, বাঁশ, ঘাস, কলার বাকসনা প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্য হইতে হরেক রকম কাগজ প্রস্তুত হয়। আজকাল বিলাতী কাগজ কলে প্রস্তুত হইতেছে। আমাদের দেশেও আজকাল কলে কাগজ হইতেছে, পূর্ব্বে এ দেশে যখন কলের প্রচলন হয় নাই, তখন পাট, শোণ এবং ছেঁড়া ন্যাকড়া প্রভৃতি হইতে হাতেই এদেশে কাগজ হইত। দেশী কাগজের মধ্যে তুলট কাগজই প্রধান।

কাগজ প্রস্তুত প্রণালী

উপাদানের ইতর বিশেষের উপর কাগজের ভালমন্দ নির্ভর করে। যে জিনিষের দ্বারা কাগজ প্রস্তুত হইবে, সেগুলিকে পৃথক করিয়া বাছিয়া পরিষ্কার করিয়া লওয়া উচিত। ছেঁড়া কাপড় বা কাগজ হইতে কাগজ প্রস্তুত করিতে হইলে সেগুলিকে পৃথক করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ঢেঁকিতে কুটিবে, তাহার পর তাহার সহিত জল মিশ্রিত করিয়া তাহাকে মণ্ডবৎ করিবে। কয়েকবার এইরূপ করিলে ঐ মণ্ডগুলি ক্রমশঃ পরিষ্কার সাদা হইয়া আসিবে। পরে লোহার তার নির্ম্মিত চালুনীর মত একটী ছাঁচে ঐ মণ্ডের সহিত সামান্য গর্জ্জন তৈল মিশাইয়া সমভাবে স্থাপন করিবে। মণ্ডটি বিস্তৃত হইলে উহার মধ্যস্থ জলীয়ভাগ ঐ ছাঁচ বা চালুনীর ছিদ্রপথে ঝরিয়া পড়িবে। তাহার পর উহা তুলিয়া কোন সমতল আধারে স্থাপন করিবে। এইভাবে পুনরায় ছাঁচে মণ্ড দিয়া আর একখানি কাগজ প্রস্তুত করিয়া উহার উপর রাখিবে। এইরূপ অনেকগুলি কাগজ স্থাপিত

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

হইলে তাহার উপর কোন ভারি তক্তা বা ঐরূপ অপর কোন দ্রব্য চাপা দিয়া তাহার উপর চাপ দিলে বা কোন ভারি দ্রব্য চাপাইয়া রাখিলে উহাদের সমস্ত জলীয়াংশ বাহির হইয়া যাইবে। তখন এক একখানি পৃথকভাবে তুলিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইলেই কাগজ প্রস্তুত হইবে।

তুলট কাগজ

সাধারণ কাগজ হাতে বা কলে যে ভাবে প্রস্তুত হয়, তাহার সহিত সামান্য পরিমাণ তেঁতুলের মণ্ড ও হরিতালাদি রং মিশাইলেই তুলট কাগজ প্রস্তুত হয়। আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণই এই কাগজ বেশীর ভাগ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহার সহিত হরিতাল মিশ্রিত থাকায় ইহাতে সহজে পোকা ধরিতে পারে না।

পার্চ্চমেণ্ট পেপার

একখানি সাদা কাগজ উগ্র সালফিউরিক এসিডের মধ্যে অর্দ্ধ মিনিট ডুবাইয়া তুলিয়া লইবে, তাহার পর অল্প পরিমাণ এমোনিয়া মিশ্রিত জলে ঐ কাগজ ডুবাইয়া শুকাইয়া লইলেই উহা পার্চ্চমেণ্ট পেপার হইবে।

ট্রেসিং পেপার

এক দিস্তা সাদা কাগজ লইয়া কোন সমতল আধারের উপর স্থাপন করিবে। ক্যানেডন ব্যলসম ও তার্পিণ তৈল সমভাবে লইয়া মিশ্রিত করিলে যে বার্ণিস প্রস্তুত হইবে, তুলি বা স্পঞ্জ দ্বারা সেই বার্ণিস উপরের কাগজখানিতে মাখাইবে, পরে সেখানি পৃথক স্থানে শুষ্ক করিতে দিয়া তাহার পরের কাগজখানি ঐ ভাবে বার্ণিস মাখাইবে। এইরূপে সমস্ত কাগজ ট্রেসিং পেপারে পরিণত হইবে। এই কাগজ ছবি, নক্সা ও কোন লেখার প্রতিলিপি গ্রহণের জন্য ব্যবহৃত হয়।

কার্ব্বন পেপার

কার্ব্বন পেপার বা কপিং কাগজ কোন লেখার নকল রাখিবার জন্য ব্যবহার হয়। দুইখানি কাগজের মধ্যে এই কাগজ স্থাপন করিয়া, উপরের কাগজের উপর পেনসিল দ্বারা লিখিলে নিম্নের কাগজে অবিকল তাহার নকল ফুটিয়া

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

উঠিবে। এই কাগজ প্রস্তুত করিবার নিয়ম ঃ—মসিনার বা রেড়ির তৈলের সহিত ভূষা কালি, ইণ্ডিগো কারমাইন, আল্ট্রামেরিণ, অথবা প্যারিস ব্লু, ইহাদের যে কোন একটী অথবা দুই-তিনটী মিশাইয়া তাহার সহিত গ্রেণ সোপ পরিমাণমত মিশাইয়া লইলেই যে বার্ণিস প্রস্তুত হইবে, তাহা ব্রুস বা তুলির সাহায্যে কোন সাদা শক্ত কাগজের উপর লাগাইয়া লইলেই কার্ব্বন পেপার প্রস্তুত হইবে।

ব্লটিং পেপার

১০০ ভাগ অক্জ্যালিক এসিডের সহিত ৪০০ ভাগ এলকোহল মিশ্রিত করিয়া সেই জলে সাদা কাগজ উত্তমরূপে সিক্ত করিয়া শুকাইয়া লইলেই ব্লটিং কাগজ প্রস্তুত হইবে।

ফিল্টার পেপার

১০৪৩৩ স্পেসিফিক গ্রাভিটীর নাইট্রিক এসিডে কাগজ ডুবাইয়া লইয়া পরিষ্কার জলে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া শুকাইয়া লইলেই ফিল্টার কাগজ প্রস্তুত হইবে।

ওয়াটার প্রুফ পেপার

২ ভাগ বোরাক্স এবং ২ ভাগ সেলাক, ২০ ভাগ জলে মিশ্রিত করিয়া লইয়া সাদা কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে। স্পঞ্জ বা ব্রুসের দ্বারা ইহা কাগজে মাখাইয়া শুকাইতে দিবে। শুষ্ক হইলে নরম ব্রুসের দ্বারা পালিস করিলে, সে কাগজ আর জলে নষ্ট হইবে না।

শিরীষ কাগজ

কয়েকখণ্ড শিরীষ জলে কয়েক ঘণ্টা ভিজাইয়া কিছু নরম হইলে, অগ্নির মৃদু উত্তাপে বসাইলে উহা গলিয়া যাইবে। গরম থাকিতে থাকিতে মোটা কাগজে মাখাইয়া তাহার উপর কাচচূর্ণ ছড়াইয়া দিলেই শিরিষ কাগজ প্রস্তুত হইবে।

দিয়াশালাই প্রস্তুত প্রণালী

ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিভিন্ন ফ্যাক্টারি বা কারখানায় ভিন্ন ভিন্ন উপাদানের সংযোগে দিয়াশালাই প্রস্তুত হইয়া থাকে, আমরা নিম্নে তাহার কতকগুলি ভাগ

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

তুলিয়া দিতেছি। দিয়াশালাই প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে কাঠের প্রতি লক্ষ্য করিতে হয়। যে কাষ্ঠ সহজে জ্বলিয়া উঠে তাহা সংগ্রহ করিয়া পরিমিত আকারে কাঠি তৈয়ার করিয়া লইবে। দিয়াশালাইয়ের কাঠিটী পুড়িয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে উহার অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া যায় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক; এই জন্য কাঠিগুলি এমোনিয়াম সলফেটের আরকে ভিজাইয়া শুষ্ক করিয়া লইবে, তৎপরে উহা প্যারাফিনের জলে ডুবাইয়া নিম্নলিখিত মসলাযোগে উৎপন্ন মণ্ড উহার একটা মুখে লাগাইয়া শুকাইলেই দিয়াশালাই কাঠি প্রস্তুত হইবে।

পটাসিয়াম ক্লোরেট	½ সের	শিরীষ	১ ছটাক
হোয়াইটিং	½ পোয়া	ফসফরাস	১ „
কাচচূর্ণ	½ সের	জল	প্রায় ১½ সের

প্রথমে পটাসিয়াম ক্লোরেট ও হোয়াইটিং অতি সাবধানে ধীরে ধীরে মিশ্রিত করিবে। নচেৎ বিপদের সম্ভাবনা। বেশী জোরে ঘর্ষণ করিলে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতে পারে। পরে উহার সহিত ফসফরাস মিশাইবে। একটী এনামেল পাত্রে জল, শিরীষ ও কাচচূর্ণ রাখিয়া তাহার সহিত ঐ মিশ্র দ্রব্য মিশাইয়া আগুনের উপর চাপাইবে। একঘণ্টা পরে যখন উহা আটা হইয়া আসিবে, তখন অগ্নি হইতে নামাইয়া কাঠিগুলির অগ্রভাগ উহাতে ডুবাইয়া বাতাসে রাখিবে। উহা শুকাইলেই দিয়াশালাইয়ের কাঠি প্রস্তুত হইবে। তাহার পর কাগজে শিরীষ মাখাইয়া তাহাতে কাচচূর্ণ ছড়াইয়া দিবে। অল্প সময়েই উহা শুকাইয়া কঠিন হইবে, তখন বাক্সের মাপে কাটিয়া বাক্সের গায়ে লাগাইবে। ঐ কাগজে কাঠি ঘসিলেই জ্বলিয়া উঠিবে।

পান মার্কা দিয়াশালাই

পোটাসিয়াম ক্লোরেট	৪ ছটাক	এন্টিমনি ট্রিসলফাইড	২½ ছটাক
লেড বিন অক্সাইড	৪½ „	আরবীয় গঁদ	৫ কাঁচ্চা
সিন্দূর	৫ „	প্যারাফিন	½ ছটাক

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

প্রথমে প্যারাফিনের সহিত এন্টিমনি ট্রিসলফাইড বেশ করিয়া ঘসিয়া মিশাইয়া লইবে, তাহার পর উহার সহিত অপর দ্রব্যগুলি মিশাইবে। জ্বাল দিবার সময় আবশ্যকমত জল দিতে হইবে। নীচে একটী পাত্রে জল রাখিয়া তাহার উপর এই মিশ্রিত পদার্থের পাত্রটী বসাইয়া জ্বাল দিবে। বেশ আঠা বাঁধিয়া যাইলে নামাইয়া কাঠিগুলির একদিকের অগ্রভাগ উহাতে ডুবাইয়া শুকাইয়া লইলেই কাঠি প্রস্তুত হইবে। যে কাগজে এই কাঠি ঘর্ষণ করিলে জ্বলিয়া উঠিবে, তাহা নিম্নলিখিত উপায়ে প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। যথা,— রেড ফসফরাস ৯ ভাগ, আয়রণ পাইরেট চূর্ণ ৭ ভাগ, কাচচূর্ণ ৩ ভাগ, শিরীষ ১ ভাগ। পরিমাণমত জলে এই কয়টী মিশাইয়া লইলেই কাগজে মাখাইবার আঠাল বার্ণিস হইবে।

সুইডেনের দিয়াশালাই

ক্লোরেট অফ পটাস	১৩½ ছটাক	ম্যাগনিসিয়াম	৪ ছটাক
বাইক্রোমেট পটাসিক	১ „	গন্ধক	২ „
বোরিক অক্সাইড	১ „	শিরীষ	২ „
কাচচূর্ণ	২½ ছটাক		

গন্ধক ব্যতীত অপর দ্রব্যগুলি প্রথমে মিশাইয়া লইয়া তাহার পর উহার সহিত গন্ধক মিশাইয়া অগ্নির মৃদু উত্তাপে বসাইয়া দিবে। কিয়ৎক্ষণ জ্বাল দিবার পর উহা যখন গলিয়া বেশ আঠার মত আকার ধারণ করিবে, তখন আগুন হইতে নামাইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কাঠিগুলি উহাতে ডুবাইয়া লইবে।

বিলাতী দিয়াশালাই

উৎকৃষ্ট শিরীষ	২ ভাগ	ফসফরাস	২ ভাগ
জল	৪ „	ক্লোরেট অফ পটাস	৫ „
কাচচূর্ণ	৪ ভাগ		

শিরীষ টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া কিয়ৎক্ষণ শীতল জলে রাখিলে উহা যখন গরম হইয়া আসিবে, তখন বাকি জল উহার সহিত মিশাইয়া আগুনে জ্বাল

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

দিবে। শিরীষ গলিয়া যাইলে, আগুন হইতে নামাইয়া, উহার সহিত ফসফরাস মিশাইবে, তৎপরে ক্লোরেট অফ পটাস ও কাচচূর্ণ মিশাইবে। এখন এই দ্রব্যে কাঠি ডুবাইয়া শুকাইয়া লইলেই দিয়াশালাই প্রস্তুত হইবে।

আমেরিকান দিয়াশালাই

ফসফরাস	১৭ ভাগ	সিন্দূর	২৪ ভাগ
শিরীষ	২১ „	যবক্ষার বা সোরা	৩৮ „

পূর্ব্বোক্তরূপে ইহাও প্রস্তুত করিতে হইবে।

খেলনা প্রস্তুত প্রণালী

হাতীর দাঁতের খেলনা

মেজ নামক বিলাতী বৃক্ষের খানিকটা কাঠ ভিনিগারে ভিজাইয়া, পরে উহা অগ্নির উত্তাপে সিদ্ধ করিলে গলিয়া যাইবে। ক্বাথের মত হইলে নামাইয়া, হস্তি-দন্ত চূর্ণ করিয়া উহাতে ৩।৪ দিন ভিজাইয়া রাখিলে উহা বেশ নরম হইয়া যাইবে। তখন উহার দ্বারা খেলনা, বোতাম প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে পারিবে।

মহিষ শৃঙ্গের খেলনা

এক সের গরম চূণ, আধ সের কাঠের ছাই ও এক সের জল একটী মৃৎপাত্রে করিয়া আগুনের উপর বসাইয়া দিবে। তিন ভাগের এক ভাগ থাকিতে উহা নামাইয়া কতকগুলি মহিষশৃঙ্গ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া উহাতে ৩।৪ দিন ভিজাইয়া রাখিবে। ইতিমধ্যে ঐ শৃঙ্গগুলি নরম হইয়া পিণ্ডাকৃতি হইবে। তখন উহার দ্বারা নানারূপ খেলনা প্রস্তুত করিতে পারিবে।

কাঁচকড়ার খেলনা

কাঁচকড়াকে উপরোক্ত উপায়ে নরম করিয়া পিণ্ডাকার করা যায়, তখন তাহার দ্বারা খেলনা প্রভৃতি নানা দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারিবে।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

আলুর খেলনা

পরিস্রুত জলের সহিত খানিকটা সালফিউরিক এসিড অল্পে অল্পে মিশাইলে যখন উহা জলের সহিত বেশ মিশিয়া যাইবে, তখন কতকগুলি গোল আলু খোসা ছাড়াইয়া উত্তমরূপে বাঁটিয়া ঐ জলে ৩৬ ঘণ্টা ফেলিয়া রাখিবে। ইহার মধ্যে ইহা যেন নাড়াচাড়া করা না হয়। পরে কাপড়ে ছাঁকিয়া, একখানি কাগজের উপর রাখিয়া উহার উপর আর একখানি চাপা দিয়া চাপ দিলে উহা অনেকটা শুষ্ক হইয়া আসিবে, তখন ইচ্ছামত ছাঁচে ঢালিয়া খেলনা, চুড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত করা যাইতে পারিবে।

কর্পূরের খেলনা

যে রকম খেলনা বা অন্য দ্রব্য প্রস্তুত করিবার আবশ্যক, এটেল মাটী দ্বারা সেই প্রকার দুইটী ছাঁচ প্রস্তুত করিয়া শুকাইয়া লইবে, তাহার পর উহার একটীর মধ্যে কর্পূর পূরিয়া, অপর ছাঁচখানি তাহার মুখে চাপা দিয়া যোড়ের মুখ মাটী দিয়া বন্ধ করিবে। এক্ষণে ঐ ছাঁচ অগ্নির মৃদু উত্তাপে বসাইয়া দিলে, নিম্নস্থিত ছাঁচের কর্পূর বাষ্পাকারে উঠিয়া গিয়া উপরের ছাঁচের গায়ে লাগিয়া তদাকার ধারণ করিবে। বাষ্প উঠা বন্ধ হইলে, ছাঁচ নামাইয়া লইবে। কিয়ৎ-ক্ষণ পরে শীতল হইলে ছুরিদ্বারা ছাঁচ খুলিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিবে।

কাচ প্রস্তুত প্রণালী

কলাগাছের খণ্ড, সোরা, পরিষ্কৃত সাদা বালি, সাজিমাটী ও হরিতাল এই সমস্ত দ্রব্য পরিমাণমত লইয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিলে এবং উহাদের ক্ষারের সহিত মেটে সিন্দূর মিশাইলে পরিষ্কার কাচ প্রস্তুত হয়।

রঙ্গিন কাচ

বালি	৫০ ভাগ	চূণ	৯ ভাগ
সোরা	১৫ „	মলিবডিনাইট	১ „
সোডা	৫ „	সালফাইড অফ সোডিয়াম	২ „

ইহা দ্বারা হরিদ্রা বর্ণের কাচ প্রস্তুত হইবে।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

তাম্রাভ লাল কাচ

বালি	১০ ভাগ	সোডা	¼ ভাগ
সোরা	৩ ,,	সালফাইড অফ কপার	৭½ ,,
চূণ	১¼ ভাগ	সালফাইড অফ সোডিয়াম	১০½ ভাগ
সোহাগা	৯½ ভাগ		

এই কয়টী দ্রব্য দ্বারা সুন্দর তাম্রাভ লাল কাচ হইবে।

আয়না প্রস্তুত প্রণালী

প্রথমে কাচখানিকে বেশ করিয়া পরিষ্কার করিয়া লইবে, যেন তাহাতে কোন দাগ বা ময়লা না থাকে। তাহার পর সামান্য কাণা উঁচু বা চারিদিকে বিট দেওয়া কোন কাষ্ঠফলক বা পাথরের উপর ঐ কাচখানি বসাইয়া দিবে। ঐ পাথর বা কাঠের ডালা যেন সমতল হয়। পরে ঐ কাচ অপেক্ষা সামান্য বড় একখানি টিন বা রাঙ্গের পাত ঐ কাচের উপর বসাইয়া দিয়া তাহার উপর খানিকটা তরল পারদ ঢালিয়া দিবে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পারদের গুণে ঐ রাঙ্গের পাত গলিয়া যাইবে। তখন ঐ গলিত রাঙ্গে পারদ মিশিয়া যাইবে। ঐ মিশ্র তরল পদার্থ অবিলম্বে কঠিন হইয়া কাচের গাত্রে আটকাইয়া ধরিবে। এই অবস্থায় ডালা সহ কাচখানি ঈষৎ হেলাইয়া রাখিলে অতিরিক্ত পারদ উহা হইতে ঝরিয়া পড়িবে। তখন উহার উপর বার্ণিস মাখাইলে উহা আর সহজে উঠিয়া যাইবার বা নষ্ট হইবার ভয় থাকিবে না। এক্ষণে ঐ কাচ ফ্রেমে বাঁধিয়া লইলেই দর্পণ বা আয়না হইবে।

তুঁতে প্রস্তুত প্রকরণ

খনিজ তাম্রপিণ্ড হইতে যে জল উৎপন্ন হয়, সেই জল সংগ্রহ করিয়া অগ্নিতে জ্বাল দিলে যে বাষ্প জন্মে, তাহা হইতে তুঁতে প্রস্তুত হয়।

অম্লজান বাষ্প তাম্রের সহিত সংযুক্ত হইলে যে পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহার সহিত সলফিউরিক এসিড মিশাইয়া লৌহপাত্রে রাখিয়া উত্তপ্ত করিবে। উহা শীতল হইলে নীলবর্ণের তুঁতে প্রস্তুত হইবে।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

গালাবাতি

সাদা গালা	৩½ ছটাক	রজন	½ ছটাক
ভিনিস তার্পিণ তৈল	১½ „	প্রুসিয়ান ব্লু	½ „

কলোসিন্থ ম্যাগ্নেসিয়া ½ কাঁচ্চা

এই দ্রব্যগুলি মিশ্রিত করিয়া পিণ্ডবৎ করিবে। গরম থাকিতে থাকিতে ইচ্ছামত ছাঁচে ঢালিয়া বাতি প্রভৃতি প্রস্তুত করিবে।

লাল বাতি

ভিনিস তার্পিণ	¼ ছটাক	আমেরিকান ভার্মেলিয়ন	½ ছটাক
চাঁচগালা	২ „	বালসাম পেরু	½ কাঁচ্চা

এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া অগ্নিতাপে বসাইলে গলিয়া যাইবে। উত্তমরূপে মিশ্রিত হইলে লাল রংয়ের গালা প্রস্তুত হইবে।

কৃত্রিম গজদন্ত

খানিকটা ব্রাণ্ডির সহিত আইজিং গ্লাস ও ডিম্বের খোলাচূর্ণ মিশাইয়া উত্তমরূপে পেষণ করিলে কাইয়ের মত হইবে, তখন উহার সহিত যে কোন রং মিশ্রিত করিবে। ছাঁচে তৈল মাখাইয়া এই মণ্ড বা কাহি তাহার মধ্যে দিবে। যতক্ষণ শুষ্ক না হইবে নাড়াচাড়া করিবে না, শুষ্ক হইলে ছাঁচ হইতে বাহির করিয়া দেখিবে উহা ঠিক গজদন্তের মত হইয়াছে।

কৃত্রিম প্রবাল

অর্দ্ধ ছটাক রজনের সহিত অর্দ্ধ কাঁচ্চা চীনের সিন্দুর মিশাইয়া অগ্নিতাপে জ্বাল দিলেই গলিয়া যাইবে। তৎপরে একখণ্ড শুষ্ক ছালযুক্ত গাছের ডালে ঐ দ্রব্য গরম থাকিতে মাখাইয়া অগ্নির মৃদু তাপে ধরিবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না উহা ডালের সকল স্থানে উত্তমরূপে লাগে, ততক্ষণ উহা অগ্নির উপর হইতে স্থানান্তরিত করিবে না। এই প্রবালকে শ্বেতবর্ণ করিতে হইলে রজনের সহিত সফেদা ও কৃষ্ণবর্ণ করিতে হইলে উহার সহিত ভূষা দিতে হইবে।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

কৃত্রিম ঝিনুকের মুক্তা

সাদা হাড়ের বোতাম বা হাড় উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া সুগার অফ লেডের দ্রাবকের মধ্যে রাখিয়া অগ্নিতে জ্বাল দিবে, তাহার পর উহা জলমিশ্রিত হাইড্রোক্লোরিক এসিডে কিছুক্ষণ ডুবাইয়া রাখিলে অবিকল ঝিনুকের মুক্তার মত হইবে।

মেটে সিন্দূর

কোন লোহার পাত্রে কিছু মুদ্রাশঙ্খ রাখিয়া আগুনের উপর বসাইবে। উহা জুড়িয়া যাইলে মেটে সিন্দূর প্রস্তুত হইবে।

আবীর

পরিমিত জলে এক ছটাক লাল ম্যাজেণ্টা গুলিয়া উহার সহিত ৫ সের এরারুট ভিজাইয়া রৌদ্রে পরিশুষ্ক করিয়া লইলেই আবীর প্রস্তুত হইবে।

সোহাগা

৩ ভাগ দস্তার সহিত ১৭ ভাগ তাম্র একত্রে অগ্নিতে গলাইলে সোহাগা প্রস্তুত হয়।

হীরাকস

একখণ্ড লোহকে সলফিউরিক এসিড মিশ্রিত পরিস্রুত জলের মধ্যে রাখিয়া দিলে হীরাকস প্রস্তুত হয়।

হিঙ্গুল

অর্দ্ধ ছটাক গন্ধকের সহিত ১ কাঁচ্চা পারদ হামানদিস্তায় ফেলিয়া মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে, পরে কোন পাত্রে করিয়া উহাকে অগ্নির উত্তাপে কিয়ৎক্ষণ রাখিলে হিঙ্গুল প্রস্তুত হইবে।

রবার ষ্ট্যাম্প

যে অক্ষরের রবার ষ্ট্যাম্প প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন প্রথমে সেই প্রকার সীসার টাইপ বা হরফ লইয়া নির্দ্দিষ্ট আকারে টাইপগুলি সাজাইয়া লইবে। পরে রজনের পুটিং দ্বারা আটকাইয়া লইয়া, হরফগুলির মুখে একটু তৈল মাখাইয়া,

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

উহার চারিধারে একখণ্ড মোটা কাগজ জড়াইয়া কৌটার মত করিবে। তৎপরে প্যারিস প্লাষ্টার জলে গুলিয়া কাদার মত করিয়া ঐ কৌটার মধ্যে ঢালিয়া দিয়া একস্থানে রাখিয়া দিবে। কোনরূপ নাড়াচাড়া করিবে না। পরদিন উক্ত কাগজখানি সাবধানে খুলিয়া অক্ষরগুলি তুলিয়া লইবে। তাহার পর ইথার, বাইসালফেট অফ কার্ব্বন, এসেন্সিয়াল অয়েল এবং বিনজাল দ্বারা রবার গলাইয়া, উক্ত প্যারিস প্লাষ্টার ছাঁচে এক স্তর ঢালিয়া দিবে। শুষ্ক হইলে আর এক স্তর ঢালিবে। এইভাবে ৫।৬ বার দিবার পর অক্ষরগুলি বেশ দৃঢ় হইয়া আসিবে। তখন উহা শীতল জলে দুই একদিন ভিজাইয়া রাখিবার পর, প্যারিস প্লাষ্টার যখন বেশ আলাদা হইয়া আসিবে, তখন উহা তুলিয়া ফেলিলে রবারের শীলমোহর প্রস্তুত হইবে। পরে উহা একখণ্ড কাঠের উপর গলান রবার দ্বারা কিছুক্ষণ আটকাইয়া রাখিলে রবার ষ্ট্যাম্প ব্যবহারের উপযোগী হইবে।

প্যাড বা গদি

একটী কাঠ বা টিনের ফ্রেমের উপর বনাত বা কাশ্মিরী কাপড় বা তুলা দিয়া তাহার উপর লংক্লথ কাপড় ছোট কাঁটা দিয়া আটকাইয়া দিলেই রবার ষ্টাম্পের প্যাড বা গদি প্রস্তুত হইবে।

উড্‌পেনসিল

একটী মুছিতে প্লম্বেগোর চাপ রাখিয়া উহা উত্তমরূপে আবৃত করিয়া অগ্নির উপর রাখিয়া দিবে। অগ্নির প্রচণ্ড তাপে উহা যখন লাল হইয়া উঠিবে তখন অগ্নি হইতে নামাইয়া শীতল হইতে দিবে। তাহার পর সরু শলাকার মত করিয়া কাটিয়া সাটীন উড নামক নরম কাঠের মধ্যে সরু ছিদ্র করিয়া ঐ শলাকা পরাইয়া দিবে। ঐ কাঠ যে কোন রংয়ে রঞ্জিত করিয়া লইবে।

শ্লেট

শ্লেট প্রস্তর কাটিয়া ঘসিয়া মাজিয়া লিখিবার শ্লেট প্রস্তুত হয়। নকল বা কৃত্রিম শ্লেট পর পৃষ্ঠায় লিখিত উপায়ে টিন অথবা শক্ত মোটা কাগজের সাহায্যে প্রস্তুত হইতে পারে।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

কোপাল বার্ণিস	১ ভাগ	কাচচূর্ণ	১ ভাগ
তার্পিণ তৈল	২ „	শ্লেট প্রস্তরচূর্ণ	২ „
পরিষ্কার শুষ্ক বালুকা চূর্ণ	১ „	ভূষাকালি	১ „

প্রথমে টিনের পাত অথবা মোটা শক্ত কাগজের উপর তিসি তৈলের বার্ণিস বেশ করিয়া মাখাইয়া লইবে, তাহার পর ঐ দ্রব্যগুলির সংযোগে যে দ্রব্য প্রস্তুত হইবে তাহা ঐ টিন বা কাগজের উপর উপর্য্যুপরি কয়েকবার লাগাইলেই উহা কৃত্রিম শ্লেটে পরিণত হইবে। আসল শ্লেটের ন্যায় লেখা যাইবে, অথচ এই শ্লেট পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যাইবার আশঙ্কা নাই।

শ্লেট পেন্সিল

গঙ্গার পলিমাটী লইয়া পেন্সিলের আকারে গড়িয়া উত্তমরূপে শুষ্ক করিয়া লইবে। শুষ্ক হইলে আগুনের আঁচে সাবধানে পোড়াইতে থাকিবে। যতক্ষণ না কালো রং হয় ততক্ষণ আগুনের আঁচে থাকিবে।

ওয়াটার-প্রুফ কাপড়

একখানি নূতন কাপড় একটী কাঠের সমতল পাটার উপর ফেলিয়া উত্তমরূপে চারিদিকে টানিয়া রাখিতে হইবে। অতঃপর ইণ্ডিয়া রবার ও তার্পিণ তৈল সমপরিমাণে একসঙ্গে অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া কাপড়খানির উপর পাতলা-ভাবে মাখাইয়া লইবে। তাহার পর তার্পিণ তৈল, গাম ম্যাষ্টিক, সলফেট অফ জিঙ্ক, লিথারেজ, সুগার অফ্ লেড সমপরিমাণে একত্রে অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া পূর্ব্ববৎ কাপড়খানির উপর মাখাইয়া তাহার উপরে উল বা পশমের চাপা দিলেই জমাট বাঁধিয়া যাইবে। তাহার পর ইহাতে ইচ্ছামত কোর্ট, প্যাণ্ট, অলষ্টার প্রভৃতি করিতে পারা যায়। এই ব্যবসা অত্যন্ত লাভজনক।

রবার ক্লথ

রবার খণ্ড খণ্ড করিয়া ছোট আকারে কাটিয়া পেট্রোল বা কেরোসিনে ২।৩ দিন ভিজাইয়া রাখিলে ফাঁপিয়া যাইবে, সেগুলিকে আগুনের উত্তাপে গলাইয়া তরল করিয়া লইবে। অল্প আগুনের উত্তাপে গলাইতে হইবে, কারণ উহাতে

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

পেট্রোল বা কেরোসিন আছে। উত্তাপ অধিক হইলে জ্বলিয়া উঠিবার বিশেষ সম্ভাবনা। আরও সাবধান হওয়া উচিত যে কেরোসিন বা পেট্রোল গরম হইলে উহা হইতে যে ধূম বা ধোঁয়া নির্গত হইবে তাহা যেন কোন প্রকারে আগুনের স্পর্শ না পায়। চিমনী বা ধাতুনির্ম্মিত নল দিয়া ধোঁয়া বাহির করিয়া ফেলিবে। রবার গলাইয়া নানারূপ পদার্থ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এইবার উক্ত গলান রবার লইয়া পুরু কাপড়ের উপর ঘন করিয়া মাখাইলেই রবার ক্লথ প্রস্তুত হইবে।

ছাতার কাপড়

সাবান, ফ্যালাম, আইজিং গ্ল্যাস সমান সমানভাগে লইয়া তিনটি বিভিন্ন পাত্রে আলাহিদা করিয়া ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। যখন দেখিবে যে ভালরূপ ভিজিয়াছে, তখন উক্ত তিনটী জিনিষ একসঙ্গে মিশাইয়া কাচপাত্রে রাখিবে। অতঃপর একখানি কাপড়কে ভালরূপ পরিষ্কৃত করিয়া উহার একপৃষ্ঠে উক্ত তরল পদার্থ মাখাইয়া শুষ্ক করিবে। শুকাইলে মোটা ক্রশ দিয়া ঝাড়িয়া লইবে। তাহার পর অপর একটী ক্রশে সামান্য জল দিয়া ভিজাইয়া লইয়া কাপড়খানি ঝাড়িয়া লইবে। শুষ্ক হইলেই ছাতার কাপড় প্রস্তুত হইল।

জলছবি

উষ্ণজলে পরিমিত জেলেটিন মিশাইয়া উক্ত দ্রব পদার্থ কোন মসৃণ দ্রব্যের উপর পাতলা করিয়া ঢালিয়া শুষ্ক করিয়া তুলিলে কাগজ প্রস্তুত হইবে। অতঃপর উক্ত কাগজখানিতে গঁদ মাখাইয়া বাইক্রোমেট অফ পটাসে ডুবাইয়া লইতে হইবে। তাহার পর কোন অর্দ্ধ স্বচ্ছ পদার্থের উপর অঙ্কিত বা মুদ্রিত ছবির নীচে আর একখানি ছবি দিয়া প্রখর রৌদ্রে রাখিলে ছবিখানির প্রতিকৃতি পড়ে। এক্ষণে ইচ্ছামত ছবিখানির রং করিতে হইলে তাহা তুলিকা দিয়া অঙ্কিত বা কোন যন্ত্রদ্বারা মুদ্রণ করিয়া লইবে। ইচ্ছামত ছবিটীতে রং ফলাইয়া গরম জলে ধুইয়া লইলে যে যে জায়গায় আলো লাগিয়া গাঢ়বর্ণ বা পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, সেই সেই স্থান ব্যতীত অপর অংশের জেলেটিন ও বর্ণ জলে দ্রব হইয়া যায়। অতঃপর ছবিখানি গরম জল হইতে তুলিয়া অতি সাবধানে গঁদ মাখান

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

কাগজে বসাইয়া দিলে জলছবি প্রস্তুত হইবে। উক্ত ছবি যখন তুলিতে হইবে তাহা জলে ভিজাইয়া কিছুক্ষণ পরে উহার উপর চাপ দিয়া ধীরে ধীরে নীচের দিকে কাগজখানি টানিয়া লইলে ছবিটী সেই কাগজে বা পদার্থে লাগিয়া যায়।

ফিনাইল

ক্রিয়োসোট অয়েল	৪৮ আউন্স	কষ্টিক সোডা	১ পোয়া
কার্ব্বলিক এসিড্	৪ ,,	নারিকেল তৈল	১½ ,,
জল	২½ পোয়া	কাল রজন	১ সের

একটি লৌহ পাত্রে রজন ও তৈল দিয়া মৃদু আগুনের আঁচে বসাইবে। যখন দেখিবে রজন গলিয়াছে, তখন উহাতে কষ্টিক সোডা জলে গুলিয়া ঢালিয়া দিয়া কেবল নাড়াচাড়া করিতে থাকিবে। অতঃপর যখন আটার মত হইবে, তখন উহাতে অল্প অল্প করিয়া জল দিতে থাকিবে। তাহার পর পাত্র হইতে সামান্য তুলিয়া লইয়া এক বাল্‌তি জলে ফেলিয়া দেখিবে যে উহা দুধের মত রং হইল কি না। যদি দুধের মত সাদা রং হয়, তাহা হইলে আরও জল দিয়া ২৬০ আউন্স করিয়া নামাইবে। কিছুক্ষণ পরে যখন সামান্য শীতল হইয়া আসিবে, তখন উহাতে ক্রিয়োসোট অয়েল ও কার্ব্বলিক এসিড্ অল্প অল্প দিয়া নাড়াচাড়া করিয়া মিশাইতে থাকিবে। যদি উহাতে শতকরা ৫ ভাগ পটাসিয়াম পার্ম্মাঙ্গা-নেট মিশাও তাহা হইলে অত্যুৎকৃষ্ট জিনিষ দাঁড়াইবে। ইহা দুর্গন্ধ ও বীজাণু নাশক।

চুয়িং গাম

গ্লুকোস্	½ পাউণ্ড	চিকৃল্ গাম	½ পাউণ্ড
চিনি	১ ,,	ক্যারামেল্ বাটার	১ ,,

প্রথমতঃ জলের সঙ্গে গঁদকে ফুটাইয়া তরল করিয়া লইয়া ছাঁকিয়া শুষ্ক করিয়া রাখিতে হইবে। যখন চুয়িং গাম প্রস্তুত করিবে তখন উক্ত পরিষ্কৃত গঁদ লইয়া মর্দ্দন করিয়া সামান্য উত্তাপ দিয়া নরম করিয়া লইবে। অতঃপর এক-খানি তামার পাত্রে চিনি, গ্লুকোস্ ও চিনি তরল হইবার মত জল দিয়া আগুনের

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

উত্তাপে বসাইবে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত ২৪৪ ডিগ্রি উত্তাপ না হইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত জ্বাল দিবে, তাহার পর নামাইয়া উহাতে ক্যারামেল বাটার ও গঁদ পর পর দিয়া মিশাইবে। অতঃপর একখানি মার্ব্বেল পাথরের উপর মিহি চিনির গুঁড়া রাখিয়া তাহাতে উহা ঢালিবে, তৎপরে ছাঁচে দিয়া পরিমিত ট্যাবলেট প্রস্তুত করিবে।

(অন্যপ্রকার)

বেনজিয়ম	½ ভাগ	প্যারাফিন	½ ভাগ
সাদা মোম	½ "	মিহি চিনি চূর্ণ	½ "
টোলু ব্যলসম	২ ভাগ		

এক সঙ্গে ঐ সকল পদার্থ অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া লইয়া ভালরূপে মিশ্রিত করিবে। অতঃপর মার্ব্বেল পাথরের উপর ঢালিয়া সামান্য শীতল হইলে পেন্‌সিলের আকারে পাকাইয়া লইবে।

ধূপকাঠি (দেশীয়)

গুগগুল	৪ তোলা	তেজপাতা	২ তোলা
লোবান	½ পোয়া	নাগর মুথা	২ "
সাদা চন্দন গুঁড়া	½ সের	লতা কস্তুরী	২ "
ধূনা	½ পোয়া	বেণার মুল	½ পোয়া
অগুরু	½ "	নেপালী জটামংসী	২ তোলা
দেবদারু কাঠ চূর্ণ	২ তোলা	কুড়	৪ "
ঘৃতে ভাজা ননী	৪ তোলা		

উক্ত দ্রব্যগুলি আলাহিদা ভাবে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া পরিমিত চিটা গুড়ের সহিত ঠাসিয়া আটার মত করিয়া মাখিয়া ফেলিবে। অতঃপর সরু কাঠি ডুবাইয়া কিছুক্ষণ পরে তুলিয়া শুষ্ক করিয়া লইবে।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

ধূপকাঠি (বিলাতী)

শিলারস	৩০০ গ্রেণ	কুমারিণ	৩ গ্রেণ
লোবান	৩০০ „	অটোরোজ	২০ ফোঁটা
সোরা	৩১৫ „	অয়েল রোডিয়াম	১০ „
কাঠ কয়লা চূর্ণ	৬০ আউন্স	অয়েল বার্গমেট	১৫ „
জল	২৫ „	অয়েল ল্যাং ল্যাং	১০ „
ট্রাগাকান্থ গঁদ চূর্ণ	৩৭৫ গ্রেণ	স্যাণ্ডাল অয়েল	৫ „
ভ্যানিলিন	৮ „	অয়েল সিনামন	৫ „
মৃগনাভি	৩ „	অয়েল অরিস	১ „
সিভেট	১½ „	অয়েল ক্যাসক্যারিলা	১ „

প্রথমতঃ কতকটা জলে সোরা গুলিয়া তাহাতে কয়লার গুঁড়া দিয়া শুকাইয়া লইবে। পরে উহা পুনর্ব্বার গুঁড়া করতঃ তাহার সঙ্গে গঁদ ব্যতীত অন্যান্য পদার্থ-গুলি মিশ্রিত করিবে। তৎপরে কিছু জলে গঁদচূর্ণ ও শতকরা দুইভাগ সোরা ভিজাইয়া তাহার সঙ্গে পূর্ব্বমিশ্রিত পদার্থগুলি একসঙ্গে ঠাসিয়া আটার মত করিয়া ফেলিবে। শিলারসকে প্রথমেই সামান্য য়্যাসেটিক ইথারে গলাইয়া লইবে। অতঃপর উক্ত আটার মত পদার্থে সরু সরু কাঠি ডুবাইয়া তুলিয়া লইয়া শুষ্ক করিয়া লইলেই বিলাতী ধূপ কাঠি প্রস্তুত হইল।

মশা মারিবার ধূপ

কাঠ কয়লা চূর্ণ	৩ পোয়া	গাঢ় টোলু ব্যলসম	১ পোয়া
মিহি করাত গুঁড়া	১¼ সের	পিরেথ্রাম কারনিয়াম	১ „
লোবান	½ „	পিরেথ্রাম রোজিয়াম	১ „
সোরা	১ পোয়া	ময়দা	১ সের
জল ও রং		পরিমাণমত	

প্রথমতঃ উক্ত দ্রব্যগুলি মিহিভাবে গুঁড়া করিয়া চালুনিতে ছাঁকিয়া লইতে হইবে। অতঃপর কিছু জলে সোরা গুলিয়া সেই জলে অন্যান্য পদার্থগুলি

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

মিশাইয়া ভালরূপে ঠাসিয়া মাখিবে। এইবার একটু একটু লইয়া সরু কাঠির আকারে পাকাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। যখন রৌদ্রে দিবে তখন একটী কাঠির সাহায্যে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া কুণ্ডলীবৎ করিবে। উত্তমরূপে শুষ্ক হইলে জ্বালিয়া দিবে। উহা ঘরে যতক্ষণ জ্বলিতে থাকিবে, ততক্ষণ ঘরে একটী মশাও থাকিবে না বা কামড়াইবে না।

নানাবিধ আলো ও আতসবাজী

সাবধানতা ঃ—ক্লোরেট অফ পটাস সকল সময়েই সাবধান হইয়া স্বতন্ত্র গুঁড়া করিবে। কারণ উহা অন্য দ্রব্যের সহিত ঘর্ষিত হইলে বিপদের সম্ভাবনা আছে। অন্য দ্রব্যের সহিত ঘর্ষণে ভয়ঙ্কর আওয়াজ হইয়া জ্বলিয়া উঠে।

বারুদ

কয়লার গুঁড়া, গন্ধকচূর্ণ, সোরাচূর্ণ ও অপরাপর কতকগুলি দাহ্য পদার্থের সংমিশ্রণে বারুদ প্রস্তুত হয়। ক্লোরেট অফ পটাস ভিন্ন অপরাপর দ্রব্যের মিশ্রণে কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। উহা স্বতন্ত্রভাবে গুঁড়াইয়া হস্ত দ্বারা মিশ্রিত না করিয়া অন্য কোন দ্রব্যের সাহায্যে অপর দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিবে। প্রত্যেক দ্রব্য পৃথক পৃথক গুঁড়া করিয়া চালুনি দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে, তাহার পর ওজন করিয়া অপর দ্রব্যের সহিত মিশাইবে। এই মিশ্রণের উপরই বারুদের ভালমন্দ সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

কয়লা প্রস্তুতকরণ

সকল কাঠের কয়লা বারুদে ব্যবহার হয় না। দেবদারু, আকন্দ, কুল, অড়হর, সজিনার ন্যায় লঘু কাষ্ঠের কয়লাই বারুদের পক্ষে উপযোগী। মাটীর মধ্যে গর্ত্ত করিয়া, তাহার মধ্যে এই সকল কাঠ পোড়াইয়া জ্বলন্ত অঙ্গার তুলিয়া কোন কলসী বা অন্য পাত্রের মধ্যে রাখিয়া তাহার মুখ এরূপভাবে চাপা দিবে যেন তাহার মধ্যে বাহিরের বাতাস প্রবেশ করিতে না পারে। কিয়ৎক্ষণ পরে আগুন নিবিয়া যাইলে কয়লাগুলি বাহির করিয়া লইবে।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

সোরা পরিষ্কার করণ

একটী পাত্রে জল রাখিয়া আগুনে চাপাইবে। জল ফুটিতে আরম্ভ করিলে পরিমাণমত সোরা উহাতে ফেলিয়া দিবে। সোরা গলিয়া যাইলে জলের উপর একরূপ ময়লা বা গাদ ভাসিয়া উঠিবে। ঐ গাদ ফেলিয়া দিয়া ঐ জল অপর পাত্রে ঢালিয়া ঠাণ্ডা করিতে দিবে। শীঘ্রই উহাতে দানা বাঁধিতে আরম্ভ করিবে। তখন ঐ দানাগুলি তুলিয়া লইয়া জলটা ফেলিয়া দিবে। দুই তিন-বার এই প্রক্রিয়ায় কাজ করিলে সোরা পরিষ্কার হইবে।

সোরা গুঁড়াইবার সহজ উপায়

জলের সহিত সোরা আগুনে ফুটাইয়া শীতল করিলেই সোরা জমিয়া যায়, তখন উহাকে চূর্ণ করিতে কষ্ট হয় না, হাতে করিয়া টিপিলেই গুঁড়া হইয়া যায়।

বিবিধ আলোক

সাদা আলোক

গন্ধক ৩২ ভরি, সোরা ২৪ ভরি, কয়লা ১ ভরি, ব্ল্যাক এন্টিমনি ৮ ভরি এবং শুভ্র আর্সেনিক আধ ভরি। এই সমস্ত পৃথক পৃথক চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে।

(অন্যপ্রকার)

গন্ধক ১ পোয়া, সোরা ৩ পোয়া, ব্ল্যাক এন্টিমনি অর্দ্ধ পোয়া, বন্দুকের বারুদ চূর্ণ ১ ছটাক এবং কর্পূর চূর্ণ ৩ তোলা।

(অন্যপ্রকার)

গন্ধক অর্দ্ধ সের, সোরা ১ সের, হরিতাল অর্দ্ধ পোয়া, নীল ১ তোলা এবং কর্পূর ৩ তোলা।

(অন্যপ্রকার)

ক্লোরেট অফ পটাস ৬ তোলা, ভূষাকালি ২ তোলা, নাইট্রেট অফ ষ্ট্রন্সিয়া ৪৮ তোলা, গন্ধক ২৬ তোলা এবং রেড সলফিউরেট অফ এন্টিমনি ৪ তোলা।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

(অন্যপ্রকার)

গন্ধক ১২ ভাগ, সোরা ৭৬ ভাগ, কয়লা ২ ভাগ।

(অন্যপ্রকার)

গন্ধক ২৮ ভাগ, সোরা ৫৭ ভাগ, দস্তাচূর্ণ ১৫ ভাগ।

লাল আলো

গন্ধক ১৩ ভাগ, কয়লা ১ ভাগ, ব্ল্যাক সলফিউরেট অফ এন্টিমনি ৪ ভাগ, ক্লোরেট অফ পটাস ৫ ভাগ, শুষ্ক নাইট্রেট অফ ষ্ট্রন্সিয়া ৪০ ভাগ। এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিলে লাল আলো প্রস্তুত হইবে।

(অন্যপ্রকার)

গন্ধক ৯ তোলা, ভূষাকালি ২ তোলা, নাইট্রেট অফ ষ্ট্রন্সিয়া ৩৪ তোলা এবং ক্লোরেট অফ পটাস ৮ তোলা।

(অন্যপ্রকার)

গন্ধক ১৩ ভাগ, নাইট্রেট অফ ব্যারাইটা ৪০ ভাগ, কয়লা অর্দ্ধ ভাগ, সলফিউরেট অফ এন্টিমনি ১ ভাগ, ক্লোরেট অফ পটাস ২০ ভাগ। এই সকল দ্রব্য পৃথকভাবে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে।

নীল আলো

গন্ধক ১০ তোলা, কার্ব্বনেট অফ কপার ১৫ তোলা, ফটকিরির খই ১৫ তোলা, ক্লোরেট অফ পটাস ৭৫ তোলা। প্রত্যেক দ্রব্য স্বতন্ত্রভাবে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিলে নীল আলো প্রস্তুত হইবে।

(অন্যপ্রকার)

গন্ধক ২ তোলা, সোরা ৫ তোলা, এন্টিমনি ১ তোলা। স্বতন্ত্রভাবে শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করিবে।

(অন্যপ্রকার)

গন্ধক ২ তোলা, টার সালফিউরেট অফ এন্টিমনি ১ তোলা, নাইট্রেট অফ পটাসিয়াম ৬ তোলা। স্বতন্ত্রভাবে চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করিবে।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

(অন্যপ্রকার)

ক্লোরেট অফ পটাস ৮ তোলা, ক্যালামেল ৪ তোলা, কপার সালফেট ৫ তোলা এবং সেল্যাক ৩ তোলা। স্বতন্ত্রভাবে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিলে উত্তম নীল আলো হইবে।

(অন্যপ্রকার)

গন্ধক ১৫ তোলা, সলফেট অফ পটাস ১৫ তোলা, এমোনিয়া সলফেট অফ কপার ১৫ তোলা, সোরা ২৭ তোলা, ক্লোরেট অফ পটাস ২৮ তোলা। স্বতন্ত্র-ভাবে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে।

সবুজ আলো

গন্ধক ৬ তোলা, শুষ্ক নাইট্রেট অফ ব্যারাইটা ১৮ তোলা, ভূষাকালি ১ তোলা, ক্লোরেট অফ পটাস ৪ তোলা। পৃথক পৃথক চূর্ণ করিয়া একসঙ্গে মিশ্রিত করিবে।

(অন্যপ্রকার)

গন্ধক ৬ তোলা, কয়লা ২ তোলা, ব্ল্যাক সলফিউরেট অফ এন্টিমনি ২ তোলা, ক্লোরেট অফ পটাস ৫ তোলা ও নাইট্রেট অফ ব্যারাইটা ২০ তোলা। এই কয়টী দ্রব্য স্বতন্ত্রভাবে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে।

(অন্যপ্রকার)

গন্ধক ১৩ তোলা, কয়লা অর্দ্ধ তোলা, নাইট্রেট অফ ব্যারাইটা ৪০ তোলা, সলফিউরেট অফ এন্টিমনি ১ তোলা, ক্লোরেট অফ পটাস ২০ তোলা। পৃথক পৃথক চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে।

(অন্যপ্রকার)

গন্ধক ১১ তোলা, নাইট্রেট অফ ব্যারাইটা ৩০ তোলা, ক্লোরেট অফ পটাস ৯ তোলা। স্বতন্ত্রভাবে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

গোলাপী আলো

গন্ধক ১৬ তোলা, ক্লোরাইড অফ ক্যালসিয়াম ২৩ তোলা, ক্লোরেট অফ পটাস ৩১ তোলা। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করিবে।

(অন্যপ্রকার)

গন্ধক ১৩ তোলা, কয়লা ২ তোলা, নাইট্রেট অফ ষ্ট্রন্সিয়া ৪০ তোলা, ক্লোরেট অফ পটাস ৬ তোলা। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ঐ সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করিলেই গোলাপী আলো প্রস্তুত হইবে।

(অন্যপ্রকার)

ক্লোরেট অফ পটাস ১২।০ তোলা, গন্ধক ৬॥০ তোলা, খড়ি ৫ তোলা, অক্সাইড অফ কপার ২ তোলা। স্বতন্ত্রভাবে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিলে গোলাপী আলো হইবে।

পীতবর্ণ আলো

গন্ধক ১৫ তোলা, কার্ব্বনেট অফ সোডা ২৩ তোলা, ক্লোরেট অফ পটাস ৬০ তোলা। স্বতন্ত্রভাবে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে।

(অন্যপ্রকার)

গন্ধক ১৭॥০ ভাগ, কয়লা ১॥০ ভাগ, শুষ্ক সোডা ২০ ভাগ এবং সোরা ৬১ ভাগ। স্বতন্ত্রভাবে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে।

(অন্যপ্রকার)

গন্ধক ১৯॥০ ভাগ এবং কয়লা ৬ ভাগ। স্বতন্ত্রভাবে চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করিলে পীতবর্ণের আলোক হয়।

বেগুনী আলো

গন্ধক ৪ তোলা, ভূষাকালি ২ তোলা, সোরা ২ তোলা, রিয়ালগার ২ তোলা, নাইট্রেট অফ ষ্ট্রন্সিয়া ৩২ তোলা, ক্লোরেট অফ পটাস ১০ তোলা। স্বতন্ত্রভাবে চূর্ণ করিয়া একত্রে মিশ্রিত করিবে।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

(অন্যপ্রকার)

গন্ধক ১২ তোলা, ব্ল্যাক অক্সাইড অফ কপার ১২ তোলা, ক্লোরেট অফ পটাস ৩০ তোলা। স্বতন্ত্রভাবে চূর্ণ করিয়া এক সঙ্গে মিশাইবে।

(অন্যপ্রকার)

গন্ধক ৮ তোলা, ফটকিরি ৬ তোলা, কার্ব্বনেট অফ পটাস ৬ তোলা এবং ক্লোরেট অফ পটাস ৩০ তোলা। পৃথক পৃথক ভাবে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া এক-সঙ্গে মিশ্রিত করিবে।

(অন্যপ্রকার)

গন্ধক ১০ তোলা, কয়লা ৮০তোলা, তাম্রধাতু ১৫ তোলা এবং ক্লোরেট অফ পটাস ৩০ তোলা। স্বতন্ত্রভাবে চূর্ণ করিয়া এক সঙ্গে মিশ্রিত করিবে।

কমলা বর্ণ আলো

গন্ধক ৭ তোলা, খটিকা ১৭ তোলা এবং ক্লোরেট অফ পটাস ৩০ তোলা। স্বতন্ত্রভাবে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিলে কমলা বর্ণের আলোক হইবে।

মোমবাতী প্রস্তুত প্রণালী

মোমবাতী

মোমকে অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া ছাঁচের মধ্যে ঢালিয়া দিবে অথবা হাত দিয়া মোম পলিতার চতুষ্পার্শে দিয়া একটি তেল তেলে বা মসৃণ কাঠ দিয়া সমান করিয়া লইলে মোমবাতী প্রস্তুত হইবে।

নকল মোমবাতী

চর্ব্বিকে অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া তাহাতে সামান্য পরিমাণ কুইকলাইম মিশ্রিত করিলে চর্ব্বিতে যে ময়লা থাকে তাহা নিম্নদেশে পড়িয়া যায় এবং চর্ব্বি পরিষ্কার হয়। তাহাতে এক ভাগ মোম ও অর্দ্ধভাগ চর্ব্বি মিশাইয়া ছাঁচের

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

মধ্যে ঢালিয়া দিবে। পলিতা যেন ছাঁচের মধ্যস্থলে থাকে। ইহা অবিকল আসল মোমবাতীর ন্যায় দেখিতে হইবে।

চর্ব্বির বাতী

ফটকিরি জলে গুলিয়া তাহাতে ট্যালো মিশাইবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ফটকিরি ও ট্যালো একসঙ্গে মিশাইয়া না যায় ততক্ষণ নাড়িতে থাকিবে। যখন দেখিবে দুইটি পদার্থ এক হইয়া মিশিয়াছে, তখন ছাঁচের মধ্যে ঢালিয়া দাও। পলিতাকে ঠিক মধ্যস্থানে রাখিবে। ছাঁচের নিম্নদেশে ও উপরে দুইটী কাঠিতে পলিতা সমান করিয়া আঁটিয়া বাঁধিবে। ৫।৬ ঘণ্টা ছাঁচের ভিতর থাকিলে বাতি শক্ত হইয়া যাইবে, তখন বাহির করিয়া লইবে।

লাউক্যাণ্ডেল

দুই কোয়ার্ট জলের সঙ্গে এক পাউণ্ড ফটকিরি ও এক পাউণ্ড সোরা মৃদু আঁচে বসাইয়া গলাইয়া লইবে। যতক্ষণ না উক্ত লাউ গলিয়া উক্ত দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হয়, ততক্ষণ উত্তমরূপে নাড়িতে হইবে। চর্ব্বি বেশী সময় আগুনের উত্তাপে থাকিলে চর্ব্বির রং বিকৃত হইয়া যায়। যখন দেখিবে মিশিয়া গিয়াছে, তখন পলিতাটীকে ছাঁচের মধ্যস্থলে আঁটিয়া ছাঁচের মধ্যে ঢালিয়া দিয়া ৪।৫ ঘণ্টা পরে বাহির করিয়া লইবে।

বিবিধ আতসবাজী প্রস্তুত প্রণালী

হাউই

আমাদের দেশে সাধারণতঃ গাঁটওয়ালা বাঁশ হইতেই হাউয়ের খোল প্রস্তুত হইয়া থাকে। বিলাত এবং চীন প্রভৃতি দেশে তাহারা বাঁশের পরিবর্ত্তে পুরু পোষ্টবোর্ড ব্যবহার করিয়া থাকে। বাঁশের খোলটী এমনভাবে কাটিতে হইবে যেন উহার একদিকে গাঁট থাকে। তৎপরে ঐ বাঁশের গায়ের ছাল চাঁচিয়া ফেলিয়া উহার গায়ে পাট বা শোণ জড়াইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে। ঐ বংশখণ্ডে যে গাঁইট আছে তাহার গায়ে খোলের অনুরূপ একটী ছিদ্র করিবে।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

ঐ ছিদ্রটীর প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার, কারণ ছিদ্র বেশী বড় বা অধিক দূর লম্বা হইলে হাউই উঠিবে না এবং ছিদ্রটী অল্প হইলে শব্দ হইয়া ফাটিয়া যাইবার সম্ভাবনা। বাঁশের খোল বেশী ভারী হইলে হাউই উঠিবে না, এবং নিতান্ত পাতলা হইলে ফাটিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

সাধারণ হাউইয়ের বারুদ

সোরা ১৬ ভাগ, গন্ধক ৪ ভাগ, কয়লা ৫ ভাগ অথবা সোরা ৮ ভাগ, গন্ধক ৬ ভাগ এবং কয়লা ৯ ভাগ।

সিকি পাউণ্ড হাউই

সোরা ১৮ ভাগ, কয়লা ১৬ ভাগ এবং গন্ধক ১২ ভাগ।

আট আউন্স হাউই

সোরা ১০ ভাগ, কয়লা ২২ ভাগ এবং গন্ধক ৮ ভাগ।

বড় হাউই

সোরা ২ ভাগ, কয়লা ৮ ভাগ এবং গন্ধক ২ ভাগ।

দুই ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত ছিদ্রের হাউই

সোরা ৪ ভাগ, কয়লা ৮ ভাগ এবং গন্ধক ২ভাগ।

তিন ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত ছিদ্রের হাউই

সোরা ৪ ভাগ, কয়লা ৩২ ভাগ এবং গন্ধক ৮ ভাগ।

দ্রষ্টব্য :—উক্ত ভাগ অনুসারে ঐ তিনটী দ্রব্য লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে। গন্ধকের দানা যতক্ষণ অদৃশ্য না হইবে, ততক্ষণ জানিবে উহা দ্বারা ভাল ফল পাওয়া যাইবে না। এই ভাবে বারুদ প্রস্তুত হইলে ঐ হাউয়ের খোলে উহা উত্তমরূপে ঠাসিবে। ঠাস ভাল না হইলে আওয়াজ হইয়া যাইবার অথবা মাথা দিয়া বাহির হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। হাউয়ের মাথায় তারা, সর্প প্রভৃতি কৌতুকজনক বাজী দিবার আবশ্যক হইলে ঐ বারুদ ঠাসা খোলের উপর অল্প পরিমাণ বন্দুকের বারুদ দিয়া, তাহার উপর তারা, সর্প প্রভৃতি দিয়া কাপড় দিয়া হাউয়ের মুখ উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া দিবে। এক্ষণে ঐ বারুদ ঠাসা খোলটীর গাঁটের

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

দিক নিম্নভাগে রাখিয়া পাঁকাটি বা ধঞ্চেকাঠি দিয়া উত্তমরূপে বাঁধিবে এবং ছিদ্রে একটি পলিতা পরাইয়া দিবে। হাউয়ে কখনও হস্তদ্বারা অগ্নিসংযোগ করিবে না, কারণ ফাটিয়া যাইবার সম্ভবনা।

পলিতা প্রস্তুত করণ

বন্দুকের বারুদ উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া, উহার সহিত সামান্য জল মিশাইয়া পাতলা কাগজে ব্রুস দ্বারা মাখাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইলেই পলিতা প্রস্তুত হইবে। পলিতা এমনভাবে লাগাইতে হইবে, যেন সহজে খসিয়া পড়িবার সম্ভাবনা না থাকে।

তারাবাজী

শক্ত তলতা বাঁশের একটী পাব এমনভাবে কাটিয়া লইবে যেন উহার এক-দিকে একটী গাঁট থাকে। পরে আটা দিয়া উহাতে পাট জড়াইয়া লইলেই খোল প্রস্তুত হইবে। এক্ষণে ঐ খোলের মধ্যে কিঞ্চিৎ বন্দুকের বারুদচূর্ণ দিয়া তাহার উপর একটী তারা দিবে। পরে উহার উপর এক ইঞ্চি তারাবাজীর বারুদ দিয়া ঠাসিবে। এইরূপ প্রক্রিয়ায় যতগুলি তারা দিবার আবশ্যক ততগুলি তারা দিবে, পরে মুখে তারাবাজীর বারুদ এক ইঞ্চি পরিমাণ দিয়া কাগজ দ্বারা মুখ বন্ধ করিবে। মোটকথা প্রত্যেক খোলের মুখে যেন তারাবাজীর বারুদ এবং প্রত্যেক তারার নিম্নভাগে যেন বন্দুকের চূর্ণ বারুদ দেওয়া হয়। তারাগুলি খোলের মধ্যস্থিত ব্যাসের অনুরূপ আকারে প্রস্তুত করা আবশ্যক, কারণ উহা ঢিলা বা কষা হইলে চলিবে না। আবার বন্দুকের বারুদও যথা পরিমাণ দিতে হইবে, কারণ বেশী হইলে ফাটিয়া যাইতে পারে এবং পরিমাণে অল্প হইলে উঠিবে না।

তারাবাজীর বারুদ

সোরা ১ সের, গন্ধক ৩ ছটাক, কয়লা ৬ ছটাক।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

(অন্যপ্রকার)

সোরা ১৬ তোলা, গন্ধক ৬ তোলা, কয়লা ৮ তোলা। খুব মিহি করিয়া গুঁড়াইবার আবশ্যক নাই।

তারা প্রস্তুতের ভাগ

লাল তারা ১নং

গন্ধক ৪॥০ ভরি, ভূষাকালি ১ ভরি, *ক্লোরেট অফ পটাস ৪ ভরি, শুষ্ক নাইট্রেট অফ ষ্ট্রন্সিয়া ২৬ ভরি।

লাল তারা ২নং

গন্ধক ৪॥০ ভাগ, ভূষাকালি ২০ ভাগ, নাইট্রেট অফ ষ্ট্রন্সিয়া ১৬ ভাগ এবং *ক্লোরেট অফ পটাস ৪ ভাগ

নীল তারা ১নং

গন্ধক ২ ভরি, *ক্লোরেট অফ পটাস ১৮ ভরি, কাশ্মীরী জাঙ্গাল ৪ ভরি।

নীল তারা ২নং

*ক্লোরেট অফ পটাস ৮ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ এবং কাশ্মিরী জাঙ্গাল ১ ভাগ।

সবুজ তারা ১নং

গন্ধক ২১ ভাগ, কয়লা ৩॥০ ভাগ, নাইট্রেট অফ ব্যারাইটা ২৪৫ ভাগ, * ক্লোরেট অফ পটাস ৪৬॥০ ভাগ এবং হরিতাল ৩॥০ ভাগ।

সবুজ তারা ২নং

গন্ধক ২১ ভরি, নাইট্রেট অফ ব্যারাইটা ১২৫ ভরি, *ক্লোরেট অফ পটাস ৪৬ ভরি, কয়লা ৩॥০ ভরি, হরিতাল ৩॥০ ভরি।

তারা

গন্ধক ২ ভরি, সোরা ৮ ভরি, হরিতাল চূর্ণ ৩॥০ ভরি।

---

*ক্লোরেট অফ পটাস খুব সাবধানে মিশ্রিত করিবে। অন্য দ্রব্যের সহিত বেশী ঘর্ষিত হইলে আওয়াজ হইয়া বিপদের সম্ভাবনা।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

ধূমকেতুবৎ তারা

গন্ধক ১৬ ভরি, সোরা ১৬ ভরি, কয়লা ৬ ভরি, গুঁড়ান বন্দুকের বারুদ ১৬ ভরি।

ময়ূরপুচ্ছ বাজী

কাঁচ চূর্ণ, সূক্ষ্ম ইস্পাত চূর্ণ ও কাষ্ঠ চূর্ণ পূর্ব্বোল্লিখিত হাউয়ের বারুদের সহিত পরিমাণমত মিশ্রিত করিলে হাউই ঊর্দ্ধে উঠিবার সময় ঠিক ময়ূরপুচ্ছের মত দেখাইবে।

সর্পবাজী

গন্ধক ৪ ভরি, সোরা ১৬ ভরি, কয়লা ২ ভরি, বন্দুকের বারুদ ৪ ভরি, সূক্ষ্ম ইস্পাত চূর্ণ ৬ ভরি। একত্র মিশাইয়া তাসের মত মোটা কাগজের দ্বারা সাপের খোল করিয়া তাহার মধ্যে ঐ বারুদ পূরিয়া দিতে হইবে।

সাধারণ ওড়ন তুবড়ী

*ক্লোরেট অফ পটাস ২ ভরি, নাইট্রেট অফ ষ্ট্রন্সিয়া ।৶০ আনা, কাশীর চিনি ।০ আনা। মিহি করিয়া স্বতন্ত্র গুঁড়াইয়া একত্র মিশাইবে।

লাল ওড়ন তুবড়ী

*ক্লোরেট অফ পটাস ৮ ভাগ, কাশীর চিনি বা চাঁচগালা ৩ ভাগ, নাইট্রেট অফ ষ্ট্রনসিয়া ২ ভাগ। মিহি করিয়া স্বতন্ত্র গুঁড়াইয়া একত্র মিশাইবে।

সবুজ ওড়ন তুবড়ী

*ক্লোরেট অফ পটাস ৮ ভাগ, নাইট্রেট অফ ব্যারাইটা ২ ভাগ এবং কাশীর চিনি বা চাঁচগালা ৪ ভাগ। মিহি করিয়া স্বতন্ত্র গুঁড়া করিয়া মিশাইবে।

ওড়ন চরকী

প্রথমে হাউয়ের খোলের মত খোল প্রস্তুত করিয়া, সেই খোলে দুই ইঞ্চি পরিমাণ হাউয়ের বারুদ উত্তমরূপে ঠাসিয়া, এক ইঞ্চি পরিমাণ মাটী বেশ

---

*ক্লোরেট অফ পটাস খুব সাবধানে মিশ্রিত করিবে। অন্য দ্রব্যের সহিত বেশী ঘর্ষিত হইলে আওয়াজ হইয়া বিপদের সম্ভাবনা।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

করিয়া ঠাসিয়া পুনরায় দুই ইঞ্চি পরিমাণ ঐ বারুদ ঠাসিবে। এই ভাবে বারুদ ও মাটী ঠাসা হইলে, দুই ধারের দুই ইঞ্চি পরিমিত হাউয়ের বারুদের মধ্যস্থলে খোলের উপরিভাগে এমনভাবে দুইটী ছিদ্র করিবে যেন অপর দিকে ছিদ্র না হয়। পরে ঠিক মধ্যস্থলে অর্থাৎ যেখানে মাটী ঠাসা আছে, সেই স্থলে একটী ছিদ্র করিয়া একখানি সূক্ষ্মমুখ বাখারি ঐ ছিদ্রে পরাইয়া দিবে। দুইটী ছিদ্রে দুইটী পলিতা লাগাইয়া এমনভাবে আগুন দিবে যেন দুইটি পলিতায় ঠিক একই সময়ে আগুন ধরে। সাবধান, এক মুখে আগুন ধরিলে ভীষণ ব্যাপার ঘটিতে পারে।

স্বর্ণ বৃষ্টি

গন্ধক নয় আনা, সোরা ১ ভরি, কয়লা চারি আনা, ভূষাকালি দুই আনা এবং বন্দুকের বারুদ ১ ভরি।

রৌপ্য বৃষ্টি

গন্ধক ৪ ভরি, সোরা ১৬ ভরি, কয়লা ৮ ভরি, ইস্পাত চূর্ণ অর্দ্ধ ভরি।

স্বর্ণ ও রৌপ্য বৃষ্টির বারুদ মিহি করিয়া গুঁড়াইয়া পাতলা কাগজের খোলের মধ্যে পূরিয়া হাউয়ের মাথায় দিতে হয়।

ফুলের মালা তুবড়ী

গন্ধক ১ পোয়া, সোরা ১ সের, কয়লা সওয়া দুই ছটাক, লোহাচুর ১১ ছটাক। পেষাই মধ্যম।

বাতাসা তুবড়ী

গন্ধক ৩ ভরি, সোরা ১ ভরি, লোহাচুর ২ ভরি এবং কয়লা পাঁচ আনা পরিমাণ। মিহি পেষাই, খোল ছোট।

লাট্টু তুবড়ী

গন্ধক ৭ ভরি, সোরা ২০ ভরি, লোহাচুর ২৪ ভরি এবং কয়লা ১।০ ভরি। খোল অর্দ্ধ ছটাক। পেষাই মধ্যম।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

— আমাদের প্রকাশিত পুস্তকাবলী —

—নাটক—

কর্ণ (তর্পণ) ২৲
চন্দ্রহাস ২৲
পূর্ণিমা মিলন ২৲
বাংলায় বাণিজ্য ২৲
সাধু তুকারাম ২৲
শম্বরাসুর ২৲
মহারাজ নন্দকুমার ২৲
রাজা সীতারাম ২৲
রাক্ষসের দেশ ২৲
ঝরা ফুল ২৲
পারের আলো ২৲
রক্ত-কমল ২৲
রক্তস্নান ২৲
রূপের নেশা ২৲
কাল-যবন ২৲
নারী-রাক্ষসী ২৲
সপ্তরথী ২৲
মাতৃমন্দির ২৲
মাটির প্রেম ২৲
মুক্তির সংগ্রাম ২৲
সিরাজদ্দৌলা ২৲
মিলন মন্দির ২৲
মাটির স্বর্গ ২৲
দেবীশক্তি ২৲
সতীর সন্তান ২৲
অভিযান ২৲
শোণিত-তর্পণ ২৲
শ্রীমন্ত ১॥০
সুরথ উদ্ধার ২৲
বন্দীর ছেলে ২৲
বিপ্লবী বাঙ্গালী ২৲
হরিশ্চন্দ্র ২৲
শৃঙ্খল-মোচন ২৲
যুগলবীর ২৲
বীরাঙ্গনা ২৲
ধরার দেবতা ২৲
জাগরণ ২৲
কোহিনূর ২॥০
পরশমণি ২॥০
বাঙলা ২॥০
ধর্ম্মের হাট ২॥০
ত্রেতাবসানে ২৲
সংগ্রাম ২৲
বিজয়ী বীর ২৲
একলব্য ২৲
নিমাই সন্ন্যাস ১॥০
বিদ্রোহী সন্তান ২৲
বিজয় বসন্ত (সংস্কঃ) ১।০
মুকুন্দদাসের স্বদেশী যাত্রা
দাদা ১৲
মাতৃপূজা ১৲
সমাজ ১৲
কলির বৌ ১।০
যুগনেতা ১।০
যুগের দাবী ১॥০
ক্ষুদিরাম ১॥০
মায়ের দেশ ১॥০

—ধর্ম্মশাস্ত্র—

গীতারত্নামৃত ১৲
ষটচক্র ১॥০
সর্ব্বদেবদেবী পূজা ২৲

—তন্ত্রশাস্ত্র—

অদ্ভুত ইন্দ্রজাল ২৲
কামরূপ তন্ত্রসার ১৲
কামরত্ন তন্ত্র ১।০
কামশাস্ত্র ১॥০
গুপ্তমন্ত্র ১।০
ডামর তন্ত্র ১॥০
রাক্ষসী তন্ত্র ১॥০

—জ্যোতিষ শাস্ত্র—

কোষ্ঠী লিখন-প্রণালী ২৲
হস্তরেখা বিচার (২০০ চিত্রসহ) ৩৲
সামুদ্রিক বিদ্যা শিক্ষা ২৲
হোরা বিজ্ঞান ৩৲

—বাদ্যশিক্ষা—

হারমোনিয়ম শিক্ষা ২৲
ঐ ২য় ২॥০
বেহালা শিক্ষা ২৲
তবলা তরঙ্গিণী ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র ধর, ১০৫নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

আমাদের প্রকাশিত পুস্তকাবলী

—নাটক—

- কর্ণ (তর্পণ) ২৲
- চন্দ্রহাস ২৲
- পূর্ণিমা মিলন ২৲
- বাংলায় বাণিজ্য ২৲
- সাধু তুকারাম ২৲
- শম্বরাসুর ২৲
- মহারাজ নন্দকুমার ২৲
- রাজা সীতারাম ২৲
- রাক্ষসের দেশ ২৲
- ঝরা ফুল ২৲
- পারের আলো ২৲
- রক্ত-কমল ২৲
- রক্তস্নান ২৲
- রূপের নেশা ২৲
- কাল-যবন ২৲
- নারী-রাক্ষসী ২৲
- সপ্তরথী ২৲
- মাতৃমন্দির ২৲
- মাটির প্রেম ২৲
- মুক্তির সংগ্রাম ২৲
- সিরাজদ্দৌলা ২৲
- মিলন মন্দির ২৲
- মাটির স্বর্গ ২৲
- দেবীশক্তি ২৲
- সতীর সন্তান ২৲
- অভিযান ২৲
- শোণিত-তর্পণ ২৲
- শ্রীমন্ত ১৷৹
- সুরথ উদ্ধার ২৲
- বন্দীর ছেলে ২৲
- বিপ্লবী বাঙ্গালী ২৲
- হরিশ্চন্দ্র ২৲
- শৃঙ্খল-মোচন ২৲
- যুগলবীর ২৲
- বীরাঙ্গনা ২৲
- ধরার দেবতা ২৲
- জাগরণ ২৲
- কোহিনূর ২৷৹
- পরশমণি ২৷৹
- বাঙালা ২৷৹
- ধর্ম্মের হাট ২৷৹
- ত্রেতাবসানে ২৲
- সংগ্রাম ২৲
- বিজয়ী বীর ২৲
- একলব্য ২৲
- নিমাই সন্ন্যাস ১৷৹
- বিদ্রোহী সন্তান ২৲
- বিজয় বসন্ত (সংযা) ১৷৹
- মুকুন্দদাসের স্বদেশী যাত্রা
- দাদা ১৲
- মাতৃপূজা ১৲
- সমাজ ১৲
- কলির বৌ ১৷৹
- যুগনেতা ১৷৹
- যুগের দাবী ১৷৹
- ক্ষুদিরাম ১৷৹
- মায়ের দেশ ১৷৹

—ধর্ম্মশাস্ত্র—

- গীতারত্নামৃত ১৲
- ষটচক্র ১৷৹
- সর্ব্বদেবদেবী পূজা ২৲

—তন্ত্রশাস্ত্র—

- অদ্ভুত ইন্দ্রজাল ২৲
- কামরূপ তন্ত্রসার ১৲
- কামরত্ন তন্ত্র ১৷৹
- কামশাস্ত্র ১৷৹
- গুপ্তমন্ত্র ১৷৹
- ডামর তন্ত্র ১৷৹
- রাক্ষসী তন্ত্র ১৷৹

—জ্যোতিষ শাস্ত্র—

- কোষ্ঠী লিখন-প্রণালী ২৲
- হস্তরেখা বিচার (২৮০ চিত্রসহ) ৩৲
- সামুদ্রিক বিদ্যা শিক্ষা ২৲
- হোরা বিজ্ঞান ৩৲

—বাদ্যশিক্ষা—

- হারমোনিয়ম শিক্ষা ২৲
- ঐ ২য় ২৷৹
- বেহালা শিক্ষা ২৲
- তবলা তরঙ্গিণী ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র ধর, ১০৫নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE